মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজজী হুজুর

আখতার ফারুক

মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর

আখতার ফারুক

হিজবুল্লাহ প্রকাশনী

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর

আখতার ফারুক

প্রথম প্রকাশ ঃ

৮ই ফাল্গুন ১৩৮৯

২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

প্রকাশনায় ঃ

হিজবুল্লাহ প্রকাশনী

৪/৫ প্যারী দাস রোড

বাংলা বাজার, ঢাকা—১

মুদ্রণে ঃ

মনোরম মুদ্রায়ণ

২৪ শ্রীশদাস লেন,

ঢাকা—১

প্রচ্ছদ ঃ

মামুন কায়সার

মূল্য ঃ

নিউজ—দশ টাকা

সাদা—আঠার টাকা

MADHYA PRACCHYE HAFEZZI HUZUR (Hafezzi Huzur's Peace Mission To Middle East) Written By AKHTER FAROOQ. Published By Hijbullah Prokashoni. 4/5 Pyaridas Road, Dhaka. Bangladesh. First Edition, February, 1983

Price Taka : 18·00 $. 2 (white) Taka. 10·00, $. 1 (News)

www.pathagar.com

মোজাদ্দেদে যমান মোর্শেদে কামেল আমীরে শরীয়ত

হযরত হাফেজ্জী হুজুরের

দস্ত মোবারকে

মওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী

৪৫০ ইকবাল রোড, পাথরঘাটা

www.pathagar.com

'মাওলা গো, দুনিয়ার মুসলমান এক কর, দুনিয়ার মুসলমান নেক কর। ও মাওলা, তাদের দুষমনের হামলা থেকে বাঁচাও, তাদের ইসলামী হুকুমত কায়েমের তওফীক দাও।'

— হাফেজ্জী হুজুর

www.pathagar.com

লেখকের নিবেদন

হাজার শোকর মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। তিনিই আমাকে হুজুরের হুকুম তামীলের তওফীক দিলেন। মক্কা মোয়াজ্জমায় বসেই এ সফরনামা লেখার জন্য হুজুর আমাকে হুকুম দেন। ভাবলাম, দেশে ফিরেই কাজ শুরু করব। দেশে এসেই পড়লাম হাংগামে। এখন হাংগাম সামলাব, না সফরনামা লেখব? এ অবস্থায়ও যে সফরনামাটি লিখে ছেপে বের করতে পারলাম তা কেবল হুজুরের খাস দোয়া ও আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীর বদৌলতে। ইচ্ছে ছিল, হুজুর ও তাঁর অন্যান্য সফরসংগীদের বইটি আগাগোড়া শুনিয়ে ছাপতে দেব। কিন্তু, একদিকে হেদায়েত-তাবলীগের মাসগুলোয় তাঁদের দেশব্যাপী সফরের ব্যস্ততা ও অন্যদিকে প্রকাশকের বই বিক্রীর মৌসুমের তাড়াহুড়ার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠলনা। তথাপি পয়লা দু'ফর্মা মাওলানা ওবায়দুল হক, মাওলানা ফযলুল হক আমিনী ও মাওলানা হামীদুল্লাহ সাবদের শুনিয়ে তাদের থেকে বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। তারপর সে পরামর্শের আলোকে বইটি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছি। তাই তাঁদের কাছে আমি সর্বতোভাবে ঋণী।

সন্দেহ নেই, সবাইকে শুনিয়ে ধীরে সুস্থে করা গেলে বইটি যেভাবে নির্ভুল ও সর্বাংগীন সুন্দর হত তা আর এবারে হলনা। ইনশাআল্লাহ্‌ পরবর্তী সংস্করনে তাই করা হবে। এবারের যা কিছু অসৌন্দর্য ও ভুল-ভ্রান্তি তার সব দায়-দায়িত্বই আমার, অন্য কারো নয়। এ সফরনামা সর্বতোভাবেই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। কেউ যদি এর কোন ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেন তার এখতিয়ার তাঁর পূর্ণই রয়েছে। কারণ, প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভংগীর স্বাতন্ত্র্য তো আল্লাহ পাকেরই বিধান।

আমি যা দেখেছি, যা জেনেছি, নির্দ্বিধায় তা লিখে গেছি। আমার দেখা যেখানে শোনার বিপরীত হয়ে গেছে, সেখানেও শোনা ধারণার হেফাজত করতে গিয়ে দেখা বিশ্বাসটি বর্জন করিনি। সত্য কখনও বদ্ধমূল ধারণার পরিপন্থী হলে তা গোপন করে যেতে হবে, 'কেত্‌মানে হকে'র এ পদ্ধতিটি কোন মোমেনের হতে পারে বলে আমার জানা নেই। তা ছাড়া এক্ষেত্রে হক লুকোবার "তাকিয়া'ও আহ্‌লে সুন্নত-অল-জামায়াতের কারো রীতি হতে পারে বলে আমি মনে করিনা। যে দেখে জেনেছে তার জানার চাইতে যে শুনে জেনেছে তার জানার গুরুত্ব কি করে বেশী হতে পারে তাও আমার বুঝে আসেনা।

'লাওমাতা লাএম' কোনদিন যেন আমার সত্য প্রকাশের পথে অন্তরায় না হয় এ প্রার্থনাই আল্লাহ পাকের দরবারে রেখে আমার নিবেদন শেষ করলাম।

বিনীত
আখতার ফারুক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। হযরত হাফেজ্জী হুজুরের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি মিশনের ওপর রচিত জনাব আখতার ফারুকের 'মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর' নামক বইখানা আমাদের ক্ষুদ্র প্রকাশনী থেকে আত্মপ্রকাশ করল। এ মোবারক বইয়ের বরকতে আমাদের নগণ্য প্রকাশনীটি ধন্য হবে, এ বিশ্বাস নিয়েই আমরা সাধ্যাতীত সাহসিকতার সাথে এ কাজে হাত দিয়েছি। বই বিক্রীর মৌসুমের ভেতরে বইটি প্রকাশের জন্য অত্যন্ত তাড়াহুড়া করতে হওয়ায় পয়লা সংস্করণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। সুধী পাঠকমহলের সহৃদয় পরামর্শ নিয়ে আগামী সংস্করণকে সুন্দর ও নির্ভুল করার আশা পোষণ করছি। আমাদের বিশ্বাস, এ বই একদিকে যেমন হুজুরের শান্তি মিশনের যাবতীয় কার্যকলাপ আমাদের অবহিত করাবে, অন্যদিকে বর্তমান ইরান, ইরাক ও সউদী আরবের একটা সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরবে। এমন কি এ বই থেকে গোটা জাতি তাদের পথের দিশাও খুঁজে পাবে।

আল্লাহ পাক গ্রন্থটি কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ইরান সফর/৯
হেজাজ সফর/৮৩
ইরাক সফর /১২৩
পরিশিষ্ট/১৫৮

www.pathagar.com

"তোমাদের হল কি যে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছনা? অথচ মজলুম পুরুষ, নারী ও শিশু ফরিয়াদ তুলছে, ও মাওলা, এ জালিমের দেশ থেকে আমাদের উদ্ধার কর; আর আমাদের জন্য তোমার এক ওলি পাঠাও এবং আমাদের জন্য তোমার সরাসরি মদদ জোগাও।"

—আল কোরআন

www.pathagar.com

এক

জানুয়ারী বিরাশীর কথা। আয়াতুল্লাহ জান্নাতী এলেন কামরাংগীর চরে। ইরান মজলিশের গাজিয়ান কাউন্সিলের তিনি সেক্রেটারী জেনারেল। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা। আগমন তাঁর অপ্রত্যাশিত ছিল। অপ্রত্যাশিত বললাম এ কারণে, স্থানটি তাঁর অনুকুল ছিল না। অবাক হয়ে প্রশ্ন করায় সহচরদের একজন বললেন, জান্নাতীর মতে এ দেশের সম্ভাব্য ইসলামী বিপ্লবের ইমাম হতে পারেন একমাত্র হাফেজ্জী হুজুর। তাই তিনি বলেছেন, মত তাঁর যাই থাক, দেখা তাঁর সাথে করতেই হবে। দেখা করলেনও। দীর্ঘক্ষন মতবিনিময় হল। শিয়া-সুন্নী, ছবি-ছতর কোন প্রসংগই বাদ গেল না। পরিবেশ যখন অন্তরংগ হল, তখন তিনি আমন্ত্রণ জানালেন ইরান সফরের। হুজুরকে বললেন, পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমগুলোর একটানা অপপ্রচার এ দেশে ইরান বিপ্লব সম্পর্কে অনেক ভুল ধারনা সৃষ্টি করেছে। আপনারা চোখে দেখে এলে সব ভুল ধারনার অবসান ঘটবে।

পরপরই ইরাক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কর্মকর্তা হোসাইন আবদুল্লাহ এলেন কামরাংগীর চরে। হাফেজ্জী হুজুরকে পেয়ে তিনি তাঁর ছেলে মাওলানা হামীদুল্লার উপস্থিতিতে হুজুরের ইরাক সফরের আমন্ত্রণের কথা জানিয়ে গেলেন। মাওলানা হামীদুল্লাহ যথা সময়ে তা সবাইকে অবহিত করেন। কদিন পর কুয়েত থেকেও হুজুরকে সফরের আমন্ত্রণ জানানো হল। আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ নিয়েও লোকজন ঘোরাফেরা শুরু করল। অবশেষে লিবিয়া সফরের আমন্ত্রণও এসে গেল।

আমন্ত্রণের এ ভীড়াভীড়ি দেখে হুজুর পরামর্শ সভা ডাকলেন। পরামর্শ সভায় স্থির হল, হুজুর যেহেতু শান্তির অন্বেষক, তাই বিবাদমান দু'দেশের যে কোন একটিতে হুজুর সফর করতে পারেন না। হুজুর যদি কোন পুঁজিবাদী দেশে যান, তা হলে সমাজবাদী কোন এক দেশেরও আমন্ত্রণ থাকতে হবে। তেমনি যদি তিনি ইরান যান তা হলে ইরাকও যাবেন। তারপর যদি তিনি কুয়েত যান তা হলে লিবিয়াও যাবেন। এ ভাবেই তাঁর নিরপেক্ষতা রক্ষিত হবে এবং

www.pathagar.com

তিনি সবার মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করবেন। আর এ পথেই তাঁর শান্তির অন্বেষা সফল হতে পারে।

ইত্যবসরে ইরান দূতাবাস হুজুরের ইরান সফরের জন্য বেশ পীড়াপীড়ি শুরু করল। দেখাদেখি ইরাকী দূতাবাসও ইরাকী আমন্ত্রণ নিয়ে সক্রিয় হল। নির্ধারিত নীতি অনুসারে ইরান ও ইরাক উভয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। হুজুর শর্ত দিলেন, এ সফর কিন্তু শুভেচ্ছা সফর হবে না, হবে দুই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের মধ্যে আপোষ-প্রয়াসের সফর। ইরান ও ইরাক তাদের আমন্ত্রিত মেহমানের এ শর্তের স্বীকৃতি দিল আর সেভাবেই তিনি আমন্ত্রণ লিপি পেলেন।

আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে হুজুর সম্প্রসারিত পরামর্শ সভা ডাকলেন। পরামর্শ দাতারা হুজুরের এ সফরকে স্বাগত জানালেন। সংগে সংগে তাঁর সফর সংগী মনোনীত করলেন। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় ঢাকার বাইরের কাউকে নেয়া গেলনা। সফর সংগীর তালিকায় আমিও ঠাঁই পেলাম। অন্যান্য সফর সংগী হলেন মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা হামীদুল্লাহ। সংগী নির্বাচনের বেলায় অন্যান্য বিবেচনার সাথে ইংরেজী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতার দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া হুজুরের খাস খেদমতের ব্যাপারটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য ছিল। অবশেষে এও সিদ্ধান্ত হল, ইরাক সফরে তাঁদের সংগে মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ যোগ দেবেন। তা ছাড়া নিজ খরচে কেউ যদি সফরসংগী হতে চান, হুজুরের অনুমতি পেলে তিনি যেতে পারবেন। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তোয়াহা বিন হাবীব হুজুরের ইরান সফরের সংগী হলেন। তেমনি হাজী সিরাজউদ্দৌলা হুজুরের ইরাক সফরের সংগী হন। অবশ্য ইরাক সরকার তাঁকে হুজুরের প্রতিনিধিদলে শামিল করে নেন। এমনকি এখানকার ইরাকী দূতাবাসের আনুকূল্যে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে ইরান সফরকারীদের সংখ্যা ছয়ে ও ইরাক সফরকারীদের সংখ্যা নয়ে উন্নীত হয়।

নির্ধারিত সফরনীতির আলোকে হুজুরের আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য হয়। কারণ, কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রের আমন্ত্রণ পাওয়া যায়নি। কুয়েত ও

www.pathagar.com

লিবিয়ার আমন্ত্রণ বিবেচনাধীন থাকে। কারণ, তাদের আমন্ত্রণ তখন পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে পৌঁছেনি। কেবল ইরানও ইরাকই আমন্ত্রণের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে। তাই আপাতত এ দুটো রাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্যেই হুজুর যাত্রার আয়োজন করলেন। হুজুরের অন্যতম লক্ষ্য যেহেতু হজ্ব, তাই স্থির হল, দু'সফরের মাঝখানে হজ্ব উপলক্ষে তিনি সউদী আরব যাবেন। আর পয়লা আমন্ত্রণ যেহেতু ইরান জানিয়েছে, তাই ইরান থেকেই তাঁর সফর শুরু হবে।

যাবার আগে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের মূলনীতি নির্ধারনের জন্ত হুজুর ব্যাপক ভিত্তিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। সিদ্ধান্ত হল, কোরআন-সুন্নার অনুশাসনই হবে উভয় দেশের সন্ধির একমাত্র ভিত্তি। এ সিদ্ধান্তের আলোকে হুজুর দেশবাসীর কাছে একটি দোয়ার আবেদন রেখে গলেন। আবেদনটি এই :

বিছমিল্লাহির রহ্মানির রহীম।

বেরাদরানে ইসলাম !

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, এ দেশবাসী মুসলমান ভাইগণকে আল্লাহর নিকট কৃত অংগীকার ভংগের মহাপাপ থেকে মুক্ত করার মহৎ সংকল্প এবং রব্বুল আলামীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য নিয়ে বিগত ৮১ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমি অংশ গ্রহন করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, কয়েক লক্ষ মুসলমান আমার এই অভিযানের ফলে এ মহাপাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এতদসঙ্গে এ অধমও 'নেহী আনিলমুনকার' অর্থাৎ অন্যায়-অনাচার থেকে মানুষকে বিরত করার গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভ করেছি।

শুধু নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই নয়, বরং মুসলিম জাতিকে আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদা খেলাপ করার মহাপাপ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি। তদানিন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আইয়ুব খান থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পর্যন্ত প্রায় সকল রাষ্ট্রনায়ককেই শুভাকাংখামূলক উপদেশের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং নির্দেশ বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব উপেক্ষা করার

www.pathagar.com

ভয়াবহ পরিণতির কথা সবিনয়ে নিবেদন করে আসছি। সম্প্রতি আমি আমার এ শুভকাংখামূলক নছিহত দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সাহেবের নিকট সাক্ষাৎভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্যও সচেষ্ট রয়েছি, কিন্তু এখনো সে সুযোগ হয়ে উঠেনি।

এই মুহূর্তে আর একটা অতি জরুরী বিষয়ে আমার শ্রম এবং সাধনা নিয়োগ করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। তা হচ্ছে, দুই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ ইরাক ও ইরানের মধ্যে গত দু' বছরের আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে একটা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সুদীর্ঘ গত দু'টি বছর ধরে এ দু'টি দেশ আত্মঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে যে বিপুল লোকবল এবং সম্পদের ক্ষতি করেছে, তা ধারনারও বাইরে। এক কথায় এ সর্বনাশা যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আজ মুসলমানদের অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি দেশই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির পরম শত্রু বৃহৎ শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাকে সমূলে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যেই নানাভাবে মদদ দিয়ে চলছে। এদেরই কালো হাতের কারসাজিতে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানগণ সীমাহীন নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থা দর্শনে কোন মুসলমানের অন্তরই স্থির থাকতে পারে না।

আমি মনে করি, দোয়া এবং সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলমানদের এই আত্মঘাতী যুদ্ধের অবসানের কোশেষ করা একটা অপরিহার্য দায়িত্ব। বলাবাহুল্য, বৃহৎ শক্তিবর্গের সকল কুটকৌশল থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থা হচ্ছে আল্লাহর রশি কোরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে সকলের এক এবং নেক হয়ে যাওয়া। আমি বিশ্বাস করি, এ পথে অগ্রসর হলে অতপর আর কোন শত্রুই মুসলিম জাতির প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পাবে না। আমাদের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জনাব এরশাদের একটি কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি বলেছেন যে, ইসলামী ঐতিহ্য থেকে দূরে যাওয়া এবং পূর্বেকার মুসলমানদের মত খাঁটি মুসলমান না হওয়ার কারণেই আজ মুসলিম উম্মার এ বিপর্যয়। কথাটি যে একেবারে বাস্তবসম্মত ও সম্পূর্ণ সত্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কবি ইকবাল বলেন, প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানগণ কোরআন পাকের অনুসরণ করে সমগ্র পৃথিবীতে সম্মান লাভ

www.pathagar.com

করেছিলেন, আর আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছি। মুসলিম উম্মার একটা মহাবিপর্যয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে জনাব এরশাদ তাঁর এ বাস্তব অনুভূতি যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন তার জন্য তাঁকে আমি মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে এ উপলব্ধি বাস্তবে প্রতিফলিত করার তওফীক দান করেন। বলাবাহুল্য, একমাত্র এ পথেই ইহ-পরকালের যথার্থ কামিয়াবী রয়েছে।

বর্তমানে আমাকে ইরান ও ইরাক উভয় দেশ সফর করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশ দু'টি হতে দাওয়াত করা হয়েছে। আমি এ দাওয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটানোর ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা করার শর্তে কবুল করেছি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দুটি দেশ এবং সউদী আরবের রাষ্ট্রদূতগণ একে একে আমার সাথে সাক্ষাত করে মত বিনিময় করেছেন। ইনশা আল্লাহ আমি প্রথমে ইরান সফর করে সে দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে পবিত্র হজ্জ ও যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত করেছি। হজ্জের অব্যবহিত পরেই আমি ইরাক সফরে যাব বলে আশা পোষন করি। উভয় দেশের রাষ্ট্রনায়কগণকে আমি আল্লাহর কিতাবকে ফয়সালাকারী রূপে গ্রহণ করে তাঁদের পারস্পরিক সকল বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করবো।

এ ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা সকলে কায়-মনোবাক্যে দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ পাক যেন আমার এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের তওফীক দান করেন। সর্বোপরি, সুস্থ শরীরে মকবুল হজ্জ সমাপণ এবং কওম ও মিল্লাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করার সামর্থ্য দান করেন।

সর্বশেষে আমার বিশেষ আবেদন, প্রত্যেক নামাজের পর, বিশেষত বৃহস্পতিবার মাগরেব থেকে এশা পর্যন্ত যত বেশী সম্ভব দরুদ শরীফ পাঠ করে এবং শুক্রবার বাদ ফজর খতমে ইউনুস এবং খতমে কোরআন পাঠ করে দোয়া করতে থাকুন। দ্বীনি মাদ্রাসা, মক্তব ও মসজিদ সংশ্লিষ্ট ভাইদের খেদমতে বিশেষ অনুরোধ, তাঁরা যেন উপরোক্ত নিয়মে দোয়া চালু রাখেন।

আহকার

মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর)

www.pathagar.com

যাত্রার প্রাক্কালে ইরানী রাষ্ট্রদূত জনাব মাদারশাহী, ইরাকী রাষ্ট্রদূত জনাব আলী করীম ও সউদী রাষ্ট্রদূত জনাব ফুয়াদ আল খতীব হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মহান শান্তি মিশনের সাফল্য কামনা করেন। ইরানী রাষ্ট্রদূত জনাব মাদারশাহী হুজুরের ইরান সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে দিলেন। হুজুরকে বাসা থেকে বিমান বন্দরে নেয়া ও বিমান বন্দর থেকে বিমানে নির্বিঘ্নে তুলে দেয়া পর্যন্ত চার ঘণ্টা কাল তিনি ছায়ার মত হুজুরের সাথেই কাটিয়েছেন।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। দোসরা সেপ্টেম্বর, ঊনিশশ বিরাশী সন। রাত তখন এগারটা। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কোলাহল মুখর হল। লাউঞ্জটি ছিল লোকে লোকারণ্য। অজস্র ভক্তের ভীড়। আলেম-তালেবেএলেম, ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিক-কূটনীতিক, সাংবাদিক-সাহিত্যিক সব স্তরের লোক। লাউঞ্জময় গুঞ্জনের ছড়াছড়ি। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, শলাপরামর্শ সবই চলছে। যাকে নিয়ে এতকিছু চলছে তিনি কিন্তু হেথা নয়, হেথা নয়, অন্যখানে, অন্য কোন খানে।

মানে লাউঞ্জের এক কোনে। মোসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়ছেন। শুধুই নামায পড়ছেন। নামাযে এমন ধ্যানমগ্ন তিনি, দুনিয়া উল্টে গেলেও যেন তাঁর কিছুই আসে যায় না। এটাই তাঁর চিরাচরিত অভ্যেস। ফাঁক পেলেই হয় নামায, নয় তেলাওয়াত, নয় তসবীহ। নেহাৎ ডেকে কেউ কোন খবর না দিলে এটা তাঁর চলতেই থাকে। পরকালের সওদার তিনি পাকা সওদাগর। বিনা মুনাফায় একটি নিশ্বাসেরও লেন-দেন করেন না তিনি। তাঁর যুক্তি, দুনিয়ার ব্যবসায়ে যখন বিনা মুনাফায় তোমরা একটি পয়সাও ছাড় না, তখন আমি কেন আখেরাতের তেজারতে বিনা ছওয়াবে একটি নিঃশ্বাস ছাড়ব?

একাশীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলার রাজনৈতিক গগনে ধুমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে ধ্রুবতারার মত স্থির থেকে নতুন জ্যোতির বিকীরন ঘটিয়ে চললেন যে যুগান্তকরী মনীষী তিনিই হলেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর। মাত্র পঞ্চাশ দিনের রাজনীতিতে দেশ তো দেশ, গোটা বিশ্বময় যে মহা আলোড়নের প্লাবন বইয়ে দিলেন তার নজীর একমাত্র তিনিই। তিমির আঁধারে হঠাৎ আলোর ঝলকানী যেভাবে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, আচ্ছন্ন করে তার দৃষ্টিশক্তি, হতবুদ্ধি

www.pathagar.com

হয়ে সে থমকে দাঁড়ায়, হাফেজ্জীর নতুন আলোর ঝলকানী তেমনি মানুষের বাইরের চোখগুলো ঝলসে দিল, বাস্তব বুদ্ধিকে ভোতা করে দিল আর হকচকিয়ে করল তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়। জীবনের পঁচানব্বইটি বছর যে আল্লার ওলি তালীম ও তরবিয়তের খেদমতে খানকাহ ও দরস্‌গাহে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, পঁয়ষট্টি বছর ধরে যিনি হাজার দশেক ছাত্র ও কয়েক লাখ ভক্ত ও মুরীদ গড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, জীবনের শেষপ্রান্তে হঠাৎ রাজনীতি তো রাজনীতি, একেবারে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়ে গেলেন, এ মহা বিপ্লব মগজে সামাল দেয়া কি সহজ ব্যাপার? তাও আবার তওবার রাজনীতি, জেহাদের গণতন্ত্র ও জিকরুল্লার জনসভার মত যত দুর্বোধ্য ব্যাপার স্যাপার। তাই তাঁর বড় বড় খলীফা, নামীদামী পীরভাই, খ্যাতনামা শিষ্য শাগরেদ সবাই এক যোগে চাপ সৃষ্টি করলেন তাঁকে বসিয়ে দেবার জন্য। তাঁর একমাত্র সংগঠন নির্বাচন কমিটি হাজার বুঝিয়েও তাঁকে বসাতে ব্যর্থ হয়ে সরকারী ডেলিগেশনে মক্কাধামে পগারপার হলেন। পরিবার পরিজন হতবুদ্ধি হয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল তাঁকে বসিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু পাহাড়ের মত অটল থেকে সিংহের মত গর্জে উঠলেন হাফেজ্জী। বললেন, কাউকে চাইনা আমি, আল্লাহর নামে একাই এ জেহাদ চালিয়ে যাব। মোমেন যখন জেহাদে নামে, হয় শহীদ হয়, নয় গাজী হয়, ফেরার হওয়া হারাম। দৃঢ়চিত্ত হাফেজ্জীর হৃদয়তন্ত্রীতে তখন একটিমাত্র সুরই ঝংকৃত হচ্ছিল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলরে, একলা চলরে, একলা চল।'

যেইমাত্র একলা পথে পা বাড়ালেন তিনি, গোটা জাতি ভেংগে পড়ল তাঁর পেছনে। এতদিন তো হাফেজ্জীকে সামলানোর সমস্যা ছিল, এবারে জাতি সামলানোর সমস্যা দেখা দিল। ভয় পেয়ে সরকারী দলের হর্তাকর্তারা হাফেজ্জীর দরবারে ধন্না দিয়ে দোহাই পেড়ে বললেন, আমরাই ইসলামী হুকুমাত কায়েম করব হুজুর, আপনি বসে গিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। হাফেজ্জীর সাফ জবাব, তিরিশ বছর দোয়া করে দেখেছি আপনারা পারেন নি, এবার আমাকে তিরিশ দিনের সময় দিয়ে দেখুন, আমি পারি কিনা? কর্তারা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, দলবল নেই কিছু আপনার, জয়ী হয়ে কি করে তা পারবেন

www.pathagar.com

আপনি? হাফেজ্জী বললেন, আপনাদের সব দলই তো আমার দল। তা থেকে বেছে বেছে ভাল মানুষ নিয়েই তা করব আমি। হাফেজ্জীকে সামলাতে ব্যর্থ হয়ে সরকারী দল লেগে গেল জনতা সামলানোর সাধনায়। কোষাগার খুলে দিল যত ইসলামী দল, সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব বিভ্রান্ত করার জন্য। তারা ইসলামী হুকুমতের দোহাই পেড়েই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারী প্রার্থীর জয়গানে আল্লার আরশ কাঁপিয়ে চলল। সরকারী মাদ্রাসার কিছু দরবারী মোদার্রেস ও দেশের কিছু কারবারী আলেম 'বট গাছ, না ধান গাছ—ধান গাছ, ধান গাছ' স্লোগানে গগন পবন মুখর করে চলল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কতেক রাষ্ট্রনিরপেক্ষ পীর মাশায়েখ খানকায় বসে ফতোয়া ঝাড়লেন সরকারের বৈতরনী পারের জন্য। এত কিছু করেও যখন জনতা ফেরানো যাচ্ছিল না, তখন আওয়ামী ভীতি দেখিয়ে আর ব্যালটের দুপুরে ডাকাতি চালিয়ে পরিকল্পিত ভোট গণনায় হাফেজ্জীকে থার্ড বানানো হল। হাফেজ্জী তা শুনেই ঘোষণা করলেন, জো জিত গিয়া, উওহ চিত হুয়া। ব্যস তিন মাস না যেতেই সে চিত। তা দেখে দ্বিধা গ্রস্তেরও দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। এখন সারা দেশে শুধু হাফেজ্জীই হাফেজ্জী, অন্য কোন নাম নেই। প্রথম দল বিপর্যস্ত, দ্বিতীয় দল অবিশ্বস্ত, স্বভাবতই তৃতীয় দল এখন প্রথম দল। তাই গোটা জাতির যা কিছু প্রত্যাশা সব তারই কাছে। নির্বাচনের আগে যিনি গুমনাম গুহাবাসী, নির্বাচনে নেমেই তিনি জাতীয় নেতা আর নির্বাচন শেষ হতেই হলেন আন্তর্জাতিক নেতা। এমন সাফল্য কে আর কবে কোথায় কার দেখেছে?

দেখেনি বলেই রয়টার, পি, টি, আই, বি, বি, সি, ভয়েস অফ আমেরিকা মায় সারা দুনিয়ার সংবাদ সংস্থার ভাষায় যুগের এ বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের আকস্মিক এ অভাবিত প্রভাব সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। কওয়া নেই বলা নেই, দল নেই বল নেই, কর্মী নেই ফাণ্ড নেই, বই নেই বক্তৃতা নেই, কেবলমাত্র হক নাম ভরসা করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে শুধু মোনাজাত দিয়ে যুগ যুগান্তের ঝানু রাজনীতিকদের নাকানী চুবানী খাইয়ে যেভাবে থার্ড হয়ে গেলেন, তার কোন বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আজও কারো মাথায় খেলছেনা।

খেলছেনা বলেই আজ সারা দুনিয়া থেকে তাঁর ডাক এসেছে। ডাক এসেছে তাঁকে দেখার ও জানার আকুতি নিয়ে। ডাক এসেছে দুনিয়ার জটিলতম সমস্যা

www.pathagar.com

মিটিয়ে দেয়ার মিনতি নিয়ে। তাই এবার তিনি জাতীয় গণ্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পা বাড়ালেন। তাও তাঁকে বাড়াতে হয়েছে হাজার বাধার পাহাড় ডিংগিয়ে। এ ক্ষেত্রেও হাফেজ্জীর সুদৃঢ় সংকল্পের সামনে সব বাধার পাহাড় মাকড়সার জালের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। ন' কোটির নেতা আজ দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চললেন নব্বই কোটির নেতৃত্ব দানের জন্য। আরব নয়, আজম নয়, তিনি চললেন ইরান-ইরাকে সন্ধি করিয়ে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সৃষ্টির জন্যে।

আজ হাফেজ্জী হুজুর যাচ্ছেন ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জটিলতম গ্রন্থি উন্মোচনের জন্য। যাচ্ছেন অশান্তির হুতাশনে বহ্নিমান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি মিশন নিয়ে। যাচ্ছেন তিনি ন'কোটি দেশবাসীর প্রাণের আকুতি নিয়ে। যাচ্ছেন দ্বীনের ভাইদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির বিপুল বেদনার তাড়নায়। যাচ্ছেন দ্বীনকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেবার প্রেরণায়। তাই কোন বাধাই তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'দু'দল মুসলমানের ভেতর লড়াই বাধলে সন্ধি করিয়ে দেয়াটা অপর মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তা করাতে হবে কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। বিবাদমানদের তা মেনে নিয়ে সন্ধি করতে হবে। যে দল তা করবেনা, সব মুসলমান মিলে তার বিরুদ্ধে লড়বে, যতক্ষন না সে কোরআন-সুন্নাহ্‌র ফয়সালা মেনে নেয়'। কোরআনের এ ভাষ্যই হাফেজ্জীকে বৃদ্ধ বয়সে সুদীর্ঘ সফরে উদ্বুদ্ধ করল। তেমনি 'একটি মুসলমান হত্যা আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও জঘন্য'-এ হাদীস তাঁকে করল উৎকণ্ঠিত, অধীর। তাই তিনি সারা দুনিয়ার ব্যর্থতা দেখেও কোন ফলাফলের তোয়াক্কা না করেই অন্তত দ্বীনি দায়িত্ব পালনের জন্য শুরু করলেন তাঁর মধ্যপ্রাচ্য শান্তি মিশন।

রাত দুটোয় আমরা বাংলাদেশ বিমানে বোম্বাইর পথে ঢাকা বিমান বন্দর ছাড়লাম। শুক্রবার সকালেই বোম্বাই পৌঁছে গেলাম। বিকেল চারটায় ইরান এয়ারলাইনে তেহরান রওনা হব। মাঝখানে আট ঘণ্টা বিমান বন্দরে কাটানো হবে এক অসহনীয় ব্যাপার। তাই মাথাপিছু ভারতীয় একশ টাকার দণ্ড কবুল করে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভেবে চিন্তে স্থির করলাম,

www.pathagar.com

আজিজ মাষ্টারের আতিথেয়তা নেব। বোম্বাইয়ের সেরা আতর ব্যবসায়ী তিনি। ধনে ধনকুবের। হুজুরের দারুন ভক্ত। পেলে শুধু লুফে নেবেন না, গনীমত ভাববেন। এই ভেবে পা বাড়ালাম গাড়ীর জন্য। গাড়ী তো সারি সারি। আসছে আর যাচ্ছেই। আমরা পাচ্ছিনা একটাও। পাব কি করে? লম্বা জামারও যে কদর আছে তা বোম্বাই এসে টের পেলাম। তবে সে লম্বা এ দেশী লম্বা হলে চলেনা, ধূলা কুড়ানো লম্বা হতে হয়। তাদের জন্য সারিবদ্ধ গাড়ীর ড্রাইভাররা লাইনে থেকে লাইনে খায়, লাইনে ঘুমায়। হাঁক ডাক দিয়ে গলা ফাটালেও খাট কোর্তার দিকে মুখ তুলে তাকায় না। চুনোপুটি হাজারটা না মেরে রুই-কাতলা একটা ধরলেই তো যথেষ্ট। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর শেষ পর্যন্ত দুটো ট্যাক্সী পাকড়ালাম। বিমান বন্দর থেকে বোম্বাই শহর বেশ দূরে। পৌঁছতেও সময় নিল বেশ। আজিজ মাষ্টার আমাদের পেয়ে তো আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তাঁর আস্তানায় সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে পৌঁছতে গিয়ে আমরাও প্রায় আত্মাহারা। এটা বোম্বাইয়ের ব্যাধি। জাগার তুলনায় মানুষ এত বেশী যাদের আকাশমুখী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। দিন দিন যে হারে তাদের আকাশমুখীতা বেড়ে চলছে তাতে সিঁড়ি বেয়ে আকাশে পৌঁছতে যে তাদের আর বেশী দেরী নেই তা সহজেই অনুমেয়।

দেওবন্দের খাদেম আজিজ মাষ্টার। তাঁর কাছে পেলাম দেওবন্দের সাম্প্রতিক গোলযোগের ইতিকথা। দেওবন্দের প্রাক্তন মোহতামেম মাওলানা তাইয়েব সাহেবের তিনি খাস শিষ্য। গোলমালের সময়ে গুরু এসে শিষ্যের এখানে একাধারে চারমাস কাটিয়ে গেছেন। বেচারা আজিজ মাষ্টার। দেওবন্দের দুই দিকপাল দুই দিকে, কাকে রেখে কাকে ছাড়বেন? তাই চেষ্টা করলেন সালিসীর। সেখানকার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গদের নিয়ে সালিসী কমিটিও গড়লেন। কিন্তু যে অশুভ শক্তি আলীগড়কে হেস্তনেস্ত করল, দেওবন্দকে সে সুস্থ রাখবে কোন কথায়? দেওবন্দ তো তার কাছে আলীগড়ের চাইতেও ভয়ংকর। আলীগড়ের সাম্প্রদায়িক ছোবল বহুপ্রাণের বিনিময় তাদের দু'একটি প্রাণ হরণ করতে সক্ষম হয় মাত্র। পক্ষান্তরে দেওবন্দের আধ্যাত্মিক ছোবল তাদের হাজারো হরিজনদের

www.pathagar.com

জীবন্ত ছিনিয়ে নেয়। এটা সে কি করে সহ্য করবে? দুর্ভাগ্য দারুল উলুম দেওবন্দের। শত্রুর ষড়যন্ত্র জালের সূক্ষ্মসূত্র ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে সে ব্যর্থ হচ্ছে। তবু নিরাশ নন আজিজ মাষ্টার। ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দ একদিন এ ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে, এ আশা বুকে বেঁধে তিনি অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। বড়ই মজার মানুষ এই আজিজ মাষ্টার। 'মোখতা-ছার' সময়ের অজুহাতে 'মোখতাছার' নাস্তা আর 'মোখতাছা'র খানার নামে নিজ বেগমের পাকানো নাস্তা-খানার যে বিশাল আয়োজন করলেন, গোটা সফরের তিনতিনটা রাষ্ট্রীয় মেহমানদারীতেও তার তুলনা খুঁজে পাইনি। না স্বাদে, না গন্ধে, না পরিমানে, না সংখ্যায়।

বিকেল চারটায় আমাদের নিয়ে ইরানী জাম্বোজেট তেহরান রওনা হল। তকবীর আর দরূদের গুঞ্জনে মুখর হল গোটা বিমান। সাড়ে চারশ আসনের বিশাল জাম্বোজেটে এয়ার হোষ্টেস খুঁজতে গিয়ে হুমড়ী খেলাম। সবই পুরুষ পরিচারক। বিস্ময়ের দৃষ্টি অনেক হাতড়িয়ে একটি নারী পরিচারিকা আবিষ্কার করল। তারও নিবাস শুধু নারী জগতে। পুরুষের এ ধূসর মরুতে তার করুণা বারির বিন্দু সিঞ্চনও দেখা গেল না। সাকী নেই তাই আজ সুরাও নেই। হুজুরসহ আমরা সবাই হতবাক হলাম। বিংশ শতকের শেষপাদে এসে আধুনিক সভ্যতার এরূপ মর্মান্তিক বিপর্যয় কি করে সম্ভব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

ইরানী যাত্রীবাহী বিমান সংস্থার নাম 'হুমা'। মনে পড়ে গেল ইরানী কবি শেখ সাদীর দুটি চরণ:

'কাস্ নায়্যায়াদ বযীরে ছায়ায়ে বুম
অর হুমা আয জাহাঁ শাওয়াদ মা'দুম'
'নাইবা রল হুমা ধরায়
কেউ যাবেনা হুতোম ছায়ায়।'

হুমা পাখীর ছায়া যার মাথায় পড়ে তার রাজ কপাল। আমরা তো তার পিঠে চড়ে বসেছি। আমাদের কি কপাল তা আলেমুল গায়েবই জানেন।

তেসরা সেপ্টেম্বর রাত আটটায় মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে 'হুমা' তার পাখা গুটিয়ে নেমে পড়ল। বিমান বন্দর তো নয়, বিমান নগর। আমাদের বিমান

www.pathagar.com

বন্দরের মত পাঁচ দশটা বিমান বন্দর অনায়াসে তার ভেতরে হারিয়ে যেতে পারে। বিমান-বাস আমাদের নিয়ে চলছে তো চলছেই। মনে হল যেন ষ্টেটবাসে মীরপুর-গুলিস্তান পাড়ি জমিয়েছি। বাস থামতেই প্রবীন এক ইরানী অফিসার ছুটে এলেন। পরনে প্যান্ট-শার্ট, মুখে দাড়ী, নাম তাঁর শরীয়ত মাদারী। তিনি বাড়িয়ে বলেন, শরীয়ত মাদারী তেহরানী। তত্ত্ব জিজ্ঞেস করে পরে জানতে পেলাম, আজরবাইজানের আয়াতুল্লাহ শরীয়ত মাদারী যেহেতু শাহের সাথে গোপন আঁতাত ছিল বলে আজ সকল ইরানীর কাছে ঘৃন্য, তাই তেহরানী যোগ করে তিনি নামের মিলের পাপটা খণ্ডাতে চাচ্ছেন। সে যাক, এসেই তিনি আমাদের দেখে এমন উল্লসিত হলেন যেন একেবারেই অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে গেলেন। একে জড়ান, ওকে চুমু খান, হুজুরের সাথে মোসাফাহা করে পারলে যেন মাথায় তুলে নেন। এতকিছু সেরে তারপর বললেন, জান্নাতী সাব সদলবলে পাশেই অপেক্ষা করছেন। আমরা চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, আয়াতুল্লাহ খোমিনীর বিশেষ প্রতিনিধি 'পাসদারানে ইনকেলাব' উপদেষ্টা জনাব মোহসেন রেজাই, জনাব আয়াতুল্লাহ জান্নাতী ও ইরান-মজলিসের ক'জন শীর্ষস্থানীয় সদস্য আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে আসছেন। একজন মহান বুযুর্গকে তাঁর ভক্ত মণ্ডলী যেভাবে বিনয় ও সমীহ সহকারে এগিয়ে নেয়, জনাব জান্নাতী ও তাঁর সহগামীরা ঠিক সেভাবেই হাফেজ্জী হুজুরকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁদের সাথে লাউঞ্জে এসে চা-চক্রে আপ্যায়িত হবার ফাঁকে কখন যে আমাদের লাগেজপত্তর ও কাগজাদির ঝামেলা চুকল, তা টেরই পেলাম না। রাতের জন্য আমাদের আশ্রয় হল হুমা হোটেলে। 'হুমা' এয়ার লাইনের মেহমানদের সাময়িক বিশ্রামাগার এ হুমা হোটেল। এখানেই বিশ্রাম নিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলে পাড়ি জমায়।

হোটেলে ঢুকেই টের পেলাম, এ দেশে কোন বিপ্লব ঘটে গেছে। এমন সুরম্য শাহী হোটেলে বৈধাবৈধ যুগলের জোড়া বেডের কক্ষ ও আসর জমানোর ড্রয়িং রুমে ছ'সীটের বেরসিক ঠাসাঠাসি শুধু বেমানানই নয়, নির্ভেজাল মোল্লাকীর আলামত। ওদের ভাষায় এতদিনের মোস্তাকবেরীনের (বড় লোকের) আয়েশী ব্যবস্থা আজকের মোস্তাদআফীনের (গরীবের) আয়াসী ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ভাবলাম, শাহানশাহী বিলাস ব্যাসন হাতে পেয়ে বিপ্লবীরা বিলাসী না হয়ে আয়াসী হতে গেল কোন দুঃখে?

রাত কাটিয়ে পরদিন জোহর পড়ে ব্যাগ অ্যাণ্ড ব্যাগেজ আমরা পাড়ি জমালাম শুরায়ে নেগাহবানের সদর দফতরে। শুরায়ে নেগাহ্বানের মেহমান আমরা। তাঁদেরই খাস পরিচর্যায় কাটবে আমাদের মেহমানদারীর দিনগুলো। একরাত হোটেলে রেখে পরিচর্যাবঞ্চিত রাখায় তাদের অনুতাপ ও অজুহাতের অন্ত ছিল না।

আমার গাড়ীতে পাসদারান স্কোয়াডের কম্যাণ্ডার ওয়াহিদ ছিল। শরীয়ত মাদারী তেহরানীরই সুযোগ্য সন্তান। এ দাড়ীওয়ালা তরুন সদ্য বিবাহিত ভার্সিটির ছাত্র। চোখে জেহাদের লেলিহান। মুখে শাহাদতের ব্যাকুলতা। কিছু দূর যেতেই বামপাশে প্রশস্ত ময়দান প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল 'শাহ ইয়াদ'। শাহের প্রাচীনতম রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বছর পূর্তির মহা গৌরব ঘোষণা করছিল। বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় শাহী তখত উড়ে যাওয়ায় 'শাহ ইয়াদ' হল 'ইয়াদগারে আযাদী'। ঘোষণা করে চলল নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জয়গান। তাদের ভাষায়, 'মোস্তাকবেরীনের জৌলুস উদযাপনের ময়দানে আজ মোস্তাদআফীনের বিজয়গাথা উচ্চকিত হচ্ছে।' ইরানীরা তাদের বিপ্লবের সপক্ষে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন:

ওয়া নুরীদু আন নামুন্না আলাল্লাজীনাস তুদ্‌এফু ফীল্‌ আরদে ওয়া নাজ আলাহুম আইম্মাতান ওয়া নাজআলাহুমুল ওয়ারেসীন-ওয়ানুমাক্কেনা লাহুম ফীল আরদে ওয়ানুরীয়া ফির'আউনা ওয়া হামানা ওয়া জুনুদাহুমা মিনহুম্মা কানু য়্যাহজারুন (আর আমি চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতৃত্বের আসনে বসাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে, পরন্তু তাদের পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে; যেন ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী তাদের দ্বারা সে অবস্থাই প্রত্যক্ষ করে যেটাকে তারা ভয় করত।)

সভয়ে মোজাহেদীনে খালকের তৎপরতা জানতে চাইলাম। হেসে উঠে ওয়াহিদ বলল, মোনাফেকীনে খালকের কথা বলছেন? ওরা তো গর্তের ইঁদুর। এখন প্রায় নেই বললেই চলে। দু'একটা যা আছে গভীর গর্তে

www.pathagar.com

লুকিয়ে থাকে। রোদের আলোয় বেরোবার জো নেই। বেরোলেই গনপাকড়াও হয়ে আমাদের হাতে পৌঁছে যায়। তারপর তো গণআদালত। ওয়াহিদের এ রসালো বর্ণনায় আমরা কিছুটা হাল্কা বোধ করলাম। ওয়াহিদ জানাল ঃ

'পাসদারানে ইনকেলাব ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নতুন সৃষ্টি। এরা বিপ্লব প্রহরী। অনৈসলামিক কায়দায় গড়া শাহী সেনানীরা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বেমানান, অনুপযোগী। তাই বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের সমন্বয়ে এ ইসলামী সেনাদল গড়ে তোলা হয়েছে। বিপ্লবী ইরানের এরাই প্রাণ শক্তি। রনাংগণ থেকে গৃহাংগিনা সর্বত্রই এরা বিরাজমান। তাদের 'একহাতে বাজে বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য।' ঘরের জেহাদে সাজেন্দেগী (দেশগড়ার সংগ্রাম) থেকে শুরু করে বাইরের জেহাদ তা জেন্দেগী (আমরন যুদ্ধ) পর্যন্ত তারা সমানে সঞ্চরমান। ঘরে-বাইরের সব দুষমন থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে বিপ্লবের পাহারাদারীই তাদের ব্রত।

আর মোজাহেদীনে খালক? ঠিক এর বিপরীত বৃত্তে অবস্থিত। ইসলামী বিপ্লবকে অংকুরে উপড়াবার জন্য একই দিনে বাহাত্তর জন বিপ্লবের শীর্ষস্থানীয় নায়ককে হত্যা করেছে। ধ্বংস করেছে স্বদেশের অনেক মূল্যবান প্রাণ ও সম্পদ। বনি সদরের জামাতা মাসুদ রাজাভীর এ সন্ত্রাসবাদী দলটি তুদেহ পার্টির অংগ সংগঠন ফেদাইয়ানের দু'গ্রুপের অন্যতম। ইসলামের অপ্রতিরোধ্য উত্থানের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার গরজে সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলাম জুড়ে দিয়ে তারা ইসলামী সমাজতন্ত্রের ধ্বজা উড়াল। ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমাজতন্ত্রের এ নোস্‌খা যেহেতু জাতি গনতন্ত্রের পথে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তারা বনতন্ত্রের পথ ধরেছে। কোরআন ও দাস ক্যাপিটালের মিতালীর এ ফর্মূলা তারা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কাছেও পেশ করে ছিল। এ হাস্যকর ফর্মূলা তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ্‌র পূর্ণাংগ দ্বীনে ধার করে সংযোজনের মত কিছুই থাকতে পারেনা। মতের বিভিন্নতা সত্বেও গরজে একাত্ম বনি সদর তাঁর ইমামের বারংবার উপদেশ সত্বেও জামাই-পার্টির সাথে সম্পর্ক ছাড়তে পারলেন না বলে হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হয়ে ইভনিং ইন প্যারিসের জলসায় গিয়ে জালোয়াগীর হলেন।'

www.pathagar.com

কথা বলতে বলতে নির্ধারিত আস্তানায় পেঁছে গেলাম। শাহী আমলের সিনেট হাউজ আজ গাজিয়ান কাউসিলের সদর দফতর। সিংহ দুয়ারে সিংহ আজও বিদ্যমান। তবে বিপ্লবের ধাক্কায় তার থুতনীটা থেতলে গেছে। রাজকীয় কার্পেট, জরীর চেয়ার, মহামূল্যবান ফার্নিচার ও তৈজসপত্র কোন ঠাসা হয়ে এক কোনে স্তূপীকৃত হয়েছে। তাদের ভাষায় 'তাগুতী (শয়তানী) নিদর্শন হিসেবে তা শুধু দর্শকের ধিক্কার কুড়োচ্ছে।' তার জাগায় ঠাঁই নিয়েছে অনাড়ম্বর জীবনের প্রতীক ঢালাবিছানা ও সফরযোগ্য ক্লাইং তোষক-বালিশ-কম্বল। শাহী ঠাঁটের বিশাল দ্বিতল সৌধের বিরাট এক কক্ষে ঠাঁই পেয়ে এহেন দীন দশার কথা কি ভাবা যায়? ক্ষুন্নই হতাম যদি না দেখতাম যে, স্বয়ং জান্নাতী সিনেট হাউজের দারোয়ানের কোয়ার্টারে থেকে তাকে শাহী প্রাসাদে মাথা উঁচিয়ে থাকার সুযোগ দিচ্ছেন। এ যেন 'মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধরায় নামিল শশী।' মনে হল, সমাজ ব্যবস্থাটাকে যেন একদম উল্টে রাখা হয়েছে। ওপরটা নীচে নেমে নীচটা ওপরে তুলে দিয়েছে।

খাবার টেবিলেরও সেই একই দশা। টেবিল হটিয়ে ঠাঁই করে নিল বিছানা আর দস্তরখানা। রোষ্ট বিরিয়ানীর জাগায় আসর জমালো এসে সাদা ভাত আর মোটা রুটি। রুটি এলে তো বিশাল পাথরে বানানো বিরাট রুটি এসে দস্তরখানা জুড়ে বসে। সাথে আসে মাথাপিছু একটা করে তরকারীর বাটি। পেটে তার হয় মাংস, নয় মাছ, নয় ডাল। খাবার দস্তরখানে পাচক কি মেহমান, উজীর কি দারোয়ান সব একাকার। রুটির চারপাশে ঘিরে সবাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সাথে কিছু পনীর, কিছু মধু, খাবার শেষে কিছু ফলাহার। তারপর হয় দুধ, নয় চা। তার চাইতে বড় কথা, আহারেই শুধু অনাড়ম্বর নয়, অপচয়েরও জো নেই। কারো খেয়ে কিছু বেঁচে গেলে অপরে 'মোমেনের উচ্ছিষ্ট ওষুধ' বলেই বসে পড়বে। স্বয়ং আয়াতুল্লাহ জান্নাতী একদিন আমাদের একজনের উচ্ছিষ্ট খেতে বসে আমাদের অপ্রস্তুত করলেন। তারপর থেকে আমাদের কেউ কখনও উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট রাখেনি। খানার যে ফিরিস্তির কথা শোনালাম তা হল রাষ্ট্রীয় মেহমানদারীর খানা। আয়াতুল্লাদের সচরাচরের খানা যে এর চাইতে অনাড়ম্বর তা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, হুজুরের এ সব ছিল অত্যন্ত মনঃপূত ব্যাপার।

www.pathagar.com

তিন তিনটি রাষ্ট্রীয় মেহমানদারীর খানার ভেতরে এটাই ছিল আমাদের নিত্যকার অভ্যস্ত খানার কাছাকাছি। তাই এখানে আমরা যত তৃপ্তি সহকারে খেতে পেরেছি তা আর কোথাও পারিনি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আমরা পঙ্গু যুদ্ধাহতদের দেখার জন্য ছারুল্লাহ্ হাসপাতালে গেলাম। এমন জমকালো সুরম্য সৌধ অনুন্নত দেশে তো দূরে, উন্নত দেশেও বিরল। অথচ সৌধটি কোন সরকারী ভবন নয়, নিছক ব্যক্তিগত নিবাস। জেনারেল তুফানীর সামরিক বিগ্রামাগার। ইউরোপ-আমেরিকায় এ ধরনের 'গরীবখানা' তাঁর কয়েকটিই রয়েছে। মাঝে মধ্যে দেশে বেড়াতে এলে এ 'মোসাফেরখানায়' কাটাতেন। এখন আসেন না। কারণ, দেশ-গাঁ ভাল না। শাহের অনুগ্রহপুষ্ট এ তুফানীদের পাপাচারের তুফানই যে সপারিষৎ শাহকে ভাসিয়ে নিয়েছে তা বুঝতে আর বাকী রইল না।

পঙ্গু যুদ্ধাহতের সবই কিশোর ও তরুন। তরুনের চাইতে কিশোরের সংখ্যা কম নয় মোটেই। একের পর এক করে প্রায় সবার সাথেই আলাপ করলাম। বুঝতে পেলাম, দেহের পঙ্গুত্ব তাদের মনের পঙ্গুত্ব সৃষ্টিতে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আকুতি তাদের একটাই, তাদের হাজারো জীবন নিয়েও বিপ্লব যেন বেঁচে থাকে। চোখে-মুখে তাদের দুঃখ বা হতাশার বদলে আনন্দ ও গৌরবের ছাপ দেদীপ্যমান। একে তো সরকারী যত্নের অভাব নেই, তার ওপরে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তার নার্সের নিয়মিত সেবাযত্নে তারা রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে। জান্নাতী কায়দায় তাদের প্রত্যেকের হাতের নাগালে শয্যাপাশে ফ্রীজভর্তি ফলমূল আর খাদ্যসামগ্রী। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আলাদা রেডিও আর মিনি টি, ভি সেট। জানতে পেলাম, সরকার এবারে তাদের হজ্জে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পঙ্গু যুদ্ধাহতদের দেখে হুজুর অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হলেন। তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যুদ্ধাহতরাও হুজুরকে দেখে অত্যন্ত আকৃষ্ট হল। সবাই তাঁর কাছে দোয়া চাইল। হুজুর তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: পঙ্গু মুসলিম জাতির পঙ্গুত্ব ঘুচাবার জন্য যদি আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে তোমরা পঙ্গু হয়ে থাক, তাহলে সমগ্র মুসলিম জাতির দোয়ার তোমরা দাবীদার। তারপর তিনি দু'হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করলেন।

www.pathagar.com

বিদায় কালে জনৈক পংগু সৈনিক হাফেজ্জী হুজুরের কাছে আরজ করল, বাংলাদেশের তরুন ভাইদের আমাদের সালাম জানিয়ে বলবেন, ইহুদী মার্কিন শয়তানী চক্রের খপ্পর থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করার জন্য তারা যেন বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে।

নির্দ্বিধায় বলা চলে, ইরান সরকার হুজুরকে একজন রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর যাতায়াতের জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ী ও পূর্ণাংগ স্কোয়াডের ব্যবস্থা হত। আগে পরে পাসদারান স্কোয়াড সিটি বাজিয়ে অগ্রসর হতেই গাড়ী-ঘোড়া সব পথ ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেত। গাড়ীর শহর তেহরানের হাজার ভীড়েও হুজুরের গাড়ীর গতি ছিল অবাধ, তীব্র। রাস্তার দু'পাশে মানুষের ভীড় জমে যেত মহা মর্যাদার অতিথিকে এক নজর দেখার জন্য।

সেদিনই প্রকাশ পেল আল্লাহ্‌র ওলির এক অভাবনীয় কারামত। তীর তীব্র বেগে আমাদের চারটি গাড়ী ছুটে চলেছে। আগে পিছে ইরানী নেতাদের গাড়ী দুটো। আমাদের গাড়ী দুটো মাঝখানে। চার গাড়ীর আগে পিছে পাসদারান স্কোয়াডের হোণ্ডা সিটি দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। হঠাৎ কি ঘটে গেল বুঝতেই পাইনি। যখন বুঝলাম, তখন দেখলাম, চার চারটি গাড়ীই সামনে-পিছে বিধ্বস্ত। কোনটির সামনে আগুনও জ্বলছে। মাঝখানে বসে আছি হতভম্ব অক্ষত মানুষগুলো। কারো সামান্যতম আঁচড়ও লাগল না। না হুজুরের, না আমাদের, না ইরানী নেতা কি পাসদারানের। আস্তে নেমে সবাই পাশের দালানে বসলাম। ইত্যবসরে নতুন গাড়ী এসে গেল। আমরা আবার ছুটে চললাম আগের মতই। এতবড় দুর্ঘটনাও যে কোন দুর্ঘটনা ঘটালনা, এ অবিশ্বাস্য কথাটি ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র তেহরানীর মুখে মুখে। বাংলার ওলির এ অলৌকিক কাণ্ড করল তাদের হতচকিত ও শ্রদ্ধাবনত।

সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা শহীদ মোতাহেরী মসজিদে আয়াতুল্লাহ কুদ্দুসীর জন্য আয়োজিত খতমে কোরআনে অংশ নিলাম। মসজিদটি শাহী আমলের বলে শাহী ঠাঁটেই গড়া। বর্তমানে মাঝখানে পর্দা টানানো হয়েছে মা বোনদের

www.pathagar.com

অংশ গ্রহনের জন্য। মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা তখন প্যারেড করছিল। আমাদের দেখেই গার্ড অব অনার দিয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠল :

সাল্লে আলা মোহাম্মদ

মেহমানে মা শাদবাদ

(মোহাম্মদের ওপর দরূদ হোক। আমাদের মেহমান খোশহাল হোক)

আমরা হাত তুলে তাদের অভিবাদন গ্রহন করে এগিয়ে চললাম। ভাবলাম, শহীদ মোতাহেরীর মাদ্রাসায় ভাবী শহীদদের তৈরীর কাজ খুব সুনিপুনভাবেই এগিয়ে চলছে। সেখানকার দোভাষী আমাদের জানালেন : শহীদ মোতাহেরী মসজিদেই যত বিয়ের ভীড়। নতুন দম্পতিরা ইমাম সাবের হাতে বাইয়াত নেয় যেন তারা শহীদ হতে পারে কিংবা শহীদের মা-বাপ হতে পারে। এভাবে গোটা জাতি আজ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবার তিনটিই ক্লাশ রয়েছে। ফার্ষ্ট ক্লাশে রয়েছেন নবীরা। সেকেণ্ড ক্লাশে সিদ্দীকরা। থার্ড ক্লাশে শহীদরা। ফার্ষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশ পাবার যখন উপায় নেই, তখন থার্ড ক্লাশ তো পেতেই হয়। কারণ, ফোর্থ ক্লাশ তো সাধারন নেককারের হিসাব নিকাশের ক্লাশ। হিসাব নিকাশের ঝামেলা চুকিয়ে বেহেশতে যাওয়া দায়। তাই তো তারা বিনা হিসাবের সোজা রাস্তা ধরেছে। আর এ কারণেই সাহাবাদের শতকরা সত্তরজন শাহাদতের খাতায় নাম লেখালেন।

সন্ধ্যে সাতটায় আমরা তাদের বাহাত্তর শহীদের শাহাদতগাহে পেঁাছে গেলাম। তারা জানাল : আয়াতুল্লাহ বেহেশতী সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ একযোগে সেখানে শহীদ হয়ে জাতিকে শাহাদত-পাগল করে রেখে গেলেন। সেটা ছিল ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির সদর দফতরের অডিটরিয়াম। সব নেতারা জমায়েত হয়ে সবে অধিবেশন শুরু করেছেন, বনি সদরের নিযুক্ত অফিস সেক্রেটারী চা-নাস্তার আয়োজনের কথা বলে বেরিয়ে যাবার তিন মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভয়ংকর এক শব্দের সাথে সাথে গোটা অডিটরিয়াম বিধ্বস্ত হল আর তারই তলে নিষ্পিষ্ট হল গোটা জাতির শীর্ষস্থানীয় প্রাণপ্রিয় নেতৃবৃন্দ। এতবড় আঘাত, আকস্মিক এ বিরাট শূন্যতা যে কোন জাতিকে মুষড়ে ফেলার এবং বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু দুনিয়া সেদিন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখল, ইরানে যেন কিছুই ঘটেনি। নিত্যদিনের মতই ইরানীরা স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে শূন্যস্থানগুলো এত ক্ষিপ্রতার সাথে পূর্ণ হল যেন কেউ বুঝতেই না পায় যে তা কখনও শূন্য হয়েছিল। তারা এও জানাল ঃ মূতার যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগের মতই সেখানে এক নেতার পেছনে এগার জন নেতা লাইনে থাকেন। একজন শহীদ হলেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঝাণ্ডা নেন আর নতুন একজন এসে এগার নম্বর পূরা করেন। গোটা জাতিই যেন রণাংগনে দাঁড়িয়ে। রণাংগনের ব্যূহের পদ্ধতিটা তারা জাতীয় জীবনেও অনুসরন করছে।

রাত আটটায় আমরা আস্তানায় ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, গাজিয়ান কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের জন্য সেদিন তারা বিশেষ ডিনারের আয়োজন করেছেন। ডিনারের আগে আমাদের সাথে তাঁরা বৈঠকে মিলিত হন। ছ'সদস্য বিশিষ্ট গাজিয়ান কাউন্সিলের চারজনই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন আয়াতুল্লাহ খাযাঈ, আয়াতুল্লাহ মানেঈ, আয়াতুল্লাহ জান্নাতী ও আয়াতুল্লাহ মাহদাবী কানী। আয়াতুল্লাহ মাহদাবী কানী কিছু দিনের জন্য ইরানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দেশের সবচাইতে বিজ্ঞ ফেকাহশাস্ত্রবিদরা এ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ইরান মজলিসে গৃহীত কোন আইনই গাজিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া আইনের মর্যাদা পায়না। মজলিশে তাদের আসনও সর্বাগ্রে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজ করছে।

গোটা সফরে হুজুরের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন মাওলানা আযিযুল হক সাব। হুজুরের উৎকণ্ঠা, উপদেশ যুদ্ধ বন্ধ প্রসংগেই সীমিত থাকত। আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিপক্ষের প্রশ্নবান প্রসংগান্তরের অবতারণা ঘটাত।

পারস্পরিক পরিচয় ও কুশলাদি সমাপনের পর আমরা আলোচনায় মশগুল হলাম। ইরান-ইরাক যুদ্ধ প্রসংগ তো আছেই। ইরানী বিপ্লব সম্পর্কেও আমাদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছিল। একেক করে এগুলাম। পয়লা তুললাম যুদ্ধবন্ধ প্রসংগ। তাঁরা বললেন, 'এটা আমাদের আওতা বহির্ভূত ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে আমরা নেতাদের সাথে আপনাদের আলোচনার ব্যবস্থা করেছি।' অগত্যা আমরা শাসনতন্ত্র প্রসংগ তুললাম। তাঁরা জানালেন, আমরা সর্বতো-

www.pathagar.com

ভাবে কোরআন সুন্নাহ্‌র শাসনতন্ত্র চালু করেছি। যেহেতু এটা শিয়া প্রধান দেশ, তাই আইনের ক্ষেত্রে সাধারণত জাফরী ফেকাহ্‌ অনুসৃত হয়। তবে শাসনতন্ত্রে যেহেতু সুন্নীদের মজহাবী স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে, তাই তাদের বেলায় যার যার মজহাবী ফেকাহ্‌ অনুসরনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু তাই নয়, মজলিশে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও চাকরী বাকরীতে আনুপাতিক কোটা নির্ধারিত রয়েছে। এভাবে আমরা এতদিনের শিয়া-সুন্নী বিরোধের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ভাই ভাই এক ঠাঁই করে দিয়েছি।'

তাঁদের এ বক্তব্য শুনে আমরা কুর্দিস্তানে শিয়া-সুন্নী লড়ায়ের প্রশ্নটি তুলে ধরলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, 'সেটা শিয়া-সুন্নী বিরোধ নয়, রাজনৈতিক বিরোধ। কুর্দীরা শুধু ইরানে লড়ছেনা, লড়ছে ইরাকেও, লড়ছে তুরস্কেও। তারা এ তিন দেশের কুর্দী এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য লড়ছে। লড়াচ্ছে রাশিয়া, লড়াচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিব্রত রাখার জন্য। সে জন্য মোল্লা বার্জানী ও তার অনুসারীরা সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে রাশিয়ার দেয়া অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে কয়েক যুগ ধরে লড়ছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি গণ সমর্থন না থাকায় সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাই তাদের সার হচ্ছে। ইরাকের সমাজতন্ত্রী সরকার বর্তমানে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে আমাদের ভেতর থেকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতি কুর্দী জনতার অফুরন্ত সমর্থনের ফলে ইরাকী ষড়যন্ত্র চরম ব্যর্থতার মুখ দেখছে। বলাবাহুল্য, শাহের আমলে ইরাক ইরানের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে পারস্পরিক সহযোগীতায় উভয় দেশের কুর্দীদের ওপর নিষ্ঠুর দমন নীতি চালিয়েছিল। অথচ ইরানের বিপ্লবী সরকার কুর্দীদের দমন নীতির বদলে স্বায়ত্ব শাসন উপহার দিয়ে আপন করে নিয়েছে।'

এবারে আমরা শিয়া-সুন্নীর আকীদাগত পার্থক্যের দিকটা তুলে ধরলাম। বিশেষত প্রথম তিন খলীফাকে গালমন্দ পাড়ার ও রসূলুল্লার (সঃ) চাইতে হযরত আলীকে (রাঃ) মর্যাদা দেয়ার প্রসংগটি তুললাম। তাঁরা বললেন, 'নাউজু বিল্লাহ্‌, রসূলুল্লাহ্‌র চাইতে যারা হযতর আলীকে (রাঃ) মর্যাদা দেয়, আমরা তাদের কাফের বলি। এ কারনেই আমরা বাহাইদের কাফের ঘোষণা করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। শুনতে পেলাম, বাংলাদেশে নাকি স্বচ্ছন্দে তারা ব্যবসা-

www.pathagar.com

বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করি, তাদের আপনারাও তাড়িয়ে দেবেন। তারপর জাফরী ফেকাহ্‌র অনুসারী শিয়ারা আগে থেকেই প্রথম তিন খলীফাকে গাল-মন্দ পাড়ায় বিশ্বাসী ছিল না। তার ওপরে আমাদের এ কালের মোজতাহেদ শহীদ আয়াতুল্লা মোতাহেরীর কিতাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যেহেতু আমাদের আদি ইমাম হযরত আলী (রাঃ) প্রথম তিন খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁদের অধীনে আমেল হিসেবে কাজ করে গেছেন, তাই তাঁদের মেনে নিতে আমাদের আপত্তি থাকতে পারেনা। অবশ্য তিনি সাহাবাদের ভেতরে হযরত আলীর (রাঃ) মর্যাদা বেশী বলে মনে করেন।'

তারা আরও বললেন, 'ইরানী শিয়াদের চৌদ্দ আনাই জাফরী ফেকাহ্‌র অনুসারী। জাফরী ফেকাহ্‌র উদগাতা হলেন শিয়াদের বার ইমামের অন্যতম ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)। তিনি ইমাম আবু হানীফার (রঃ) ওস্তাদ। তাই উভয়ের ফেকাহ্‌ খুবই কাছাকাছি। ওস্তাদ শাগরেদের সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, সমসাময়িক কালে তিনি শিয়াভক্ত বলে মশহুর ছিলেন। আব্বাসীয় খলীফা আবুল মনসুরের জুলুম-অনাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত নফ্‌সে যাকিয়ার আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন। এমন কি তিনি ফতোয়া দিলেন, নফসে যাকিয়ার আন্দোলনকে যারা সমর্থন করবে তারা সত্তর হজ্জের ছওয়াব পাবে। এ ফতোয়ার অজুহাতেই খলীফা আবুল মনসুর তাঁকে জেলে ঢুকিয়ে বিষপানে হত্যা করেন। এ কারণেই জাফরী ফেকাহ্‌র অনুসারীদের কাছে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও হানাফী মজহাবের অনুসারীরা অত্যন্ত প্রিয়।'

এবারে আমরা তাদের শিয়া বিপ্লব 'রফতানীর' প্রসংগ তুললাম। তাঁরা বললেন, বাইরে তো সব সুন্নী মুসলমানের দেশ। তারা আমাদের শিয়া বিপ্লবের খদ্দের হবে কেন? তবে হ্যাঁ, আমরা সব মুসলিম দেশেই ইসলামী বিপ্লব কামনা করি। সুন্নীদের ইসলামী বিপ্লব তো সুন্নী বিপ্লবই হবে, শিয়া বিপ্লব হবে কি করে?

এ কথা শুনে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ইরাকের বিরুদ্ধে যে আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তা কি শিয়া বিপ্লব রফতানীর জন্য নয়? এবারে তাঁরা হেসে ফেললেন। বললেন, আমরা তো ইরাক আক্রমণ করিনি, ইরাকই আমাদের চোরের মত

www.pathagar.com

রাতের আঁধারে অঘোষিত আক্রমণ চালিয়ে শহর জনপদ ধ্বংস করেছে। আমরা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। আমরা বহু রক্তপাতের বিনিময়ে আমাদের শহর-জনপদগুলো উদ্ধার করে পুণর্নির্মাণ শুরু করেছি। তারা সীমান্তে বসে দূর পাল্লার কামান দিয়ে আমাদের পুণর্নিমানের কাজ ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমরা তাদের ঠেলে সীমান্ত থেকে একটু দূরে সরিয়ে দিচ্ছি যাতে তাদের দূর পাল্লার কামান আমাদের নাগাল না পায়। তারপর বললেন, 'ইরাকের শতকরা ৬৫ জন শিয়া। সাদ্দাম হোসেন নিজে দাবী করছেন, আমি হোসেনের বংশধর বলেই আমার নাম সাদ্দাম হোসেন। তা হলে আর ইরাকে আমাদের শিয়া বিপ্লব রফতানীর প্রয়োজন কোথায়?'

আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে অন্য প্রসংগে গেলাম। পুঁজিবাদী সূদী অর্থ ব্যবস্থাকে কি করে তারা যকাত-ওশর ভিত্তিক বিতরনের অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটাচ্ছেন তা জানতে চাইলাম। এ ব্যাপারে তাঁরা এ পর্যন্ত পার্লামেন্টে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সম্বলিত একটি মুদ্রিত রিপোর্ট আমাদের হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'এগুলো বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আর তা করতে গিয়ে কিছু কিছু পুঁজিবাদী জঞ্জালও আমাদের সাফ করতে হচ্ছে। আমরা বিপ্লবোত্তর ষ্টেট ব্যাংকের গভর্নর জনাব নওবারীকে অপসারন করতে বাধ্য হয়েছি। ঝানু পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ নওবারী ইসলামের সঞ্চয় বিরোধী বিতরনের অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। আর তাঁর এ ভাবনায় মদদ জুগিয়েছেন পুঁজিবাদী প্রেসিডেন্ট বনি সদর।' ভাবলাম, আমেরিকায় দীক্ষাপ্রাপ্ত নওবারী-বনিসদর গং যদি ভেবে থাকেন 'পুঁজিবাদের মহান প্রভু' আমেরিকাকে নাখোশ ও বেইজ্জতী করে এ যুগে কোন দেশ বাঁচতে পারে না, ধ্বংস না হয়ে পারেনা তাদের অর্থনীতি, তা হলে সে ভাবনায় আর যা-ই হোক, নিষ্ঠা ও দেশ প্রেমের অভাব আছে বলে মনে হয় না। 'আধুনিক অর্থনীতিতে অজ্ঞ মোল্লারা অর্বাচীন তরুন সমাজকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশকে চৌদ্দশ বছর পিছিয়ে দেয়ার যে কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছে' তা দেখে আধুনিক জ্ঞান-ধ্যানপুষ্ট নওবারী-বনি সদর গংদের অন্তরাত্মা যদি দুরু দুরু করে কাঁপতে থাকে তো তাদের কি দোষ? দোষ হয়ত এতটুকুই, 'তারা সে আশংকা থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য মোল্লা উৎখাতে নেমে পড়লেন।

www.pathagar.com

৫ই সেপ্টেম্বর আমরা ইরান মজলিশের পূর্বাহ্নিক অধিবেশন দেখতে গেলাম। শাহের পার্লামেন্ট ভবনের শাহী ঠাঁট ঠিকই আছে। বদলে গেছে কেবল মানুষগুলো। পাশ্চাত্যের স্যুট টাই হ্যাটের একচেটিয়া আসনে বহুলাংশে ঠাঁই নিয়েছে প্রাচ্যের জুব্বা দাড়ী পাগড়ী। ইংরেজীর বাড়াবাড়ির বদলে চলছে মাতৃভাষার ছড়াছড়ি। শাহী কায়দার প্রভু-ভৃত্যের সম্বোধনের ব্যাপারটি এখন ভাই-বেরাদরের সম্বোধনে পরিণত হয়েছে। ভেবে পেলামনা, এটাকে কি পতন বলব, না উত্থান বলব?

হ্যাঁ ইরান মজলিশের বলতে গেলে দুই তৃতীয়াংশই এখন আলেম। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ। আধুনিক বিষয়গুলোর ইসলামায়নের ব্যাপারে তারা আলেমদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শীরা এতদিনে ইসলামী জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছেন। ঠিক তেমনি আলেমরাও ইত্যবসরে আধুনিকজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে চলছেন। এটা সত্যিই আনন্দদায়ক। সেদিন মজলিশে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ইসলামায়ন ও তার ফলাফলের ওপর আলোচনা চলছিল। আধুনিক কৃষি বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরছিলেন। ইসলাম বিশারদরা সে সব সমস্যার যথাযথ সমাধান নির্দেশ করছিলেন। এসব জ্ঞান গর্ভ আলোচনা শুনে আমাদের চুটকি ও হাঁ-না সর্বস্ব পার্লামেন্টের কথা ভেবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এল। একই দলভুক্ত লোকগুলোর পরস্পর বিরোধী প্রস্তাব ও যার যার বক্তব্যের সপক্ষে জোরদার বয়ান চলছিল। দলীয় সদস্যরা স্বদলের মন্ত্রীদের কার্যকলাপের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের তুলাধুনা করে ছাড়ছিল। অবশ্য একটি জিনিস সেখানে শুধু দুর্লভই নয়, একেবারে অবর্তমান। তা হচ্ছে অন্ধ সমর্থন কিংবা অন্ধ বিরোধীতা। তেমনি অনুপস্থিত দেখলাম উত্তেজনা আর গালাগালি। ধীর স্থির পর্যালোচনার পর যেটা সত্য বলে প্রতিভাত হয় সেটা সবাই সর্বান্তকরণে মেনে নেন।

যোহ্‌রের আজান হতেই মজলিশ মুলতবী হল। সদস্যরা দলে দলে বেরিয়ে আসছিলেন। আমরাও দর্শকের আসন ছেড়ে সদস্যদের ভীড়ে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ ওস্তাদ-শাগরেদে দেখা হয়ে গেল। মানে, মাওলানা হামীদুল্লার এক

www.pathagar.com

ওস্তাদ এ মজলিশের সদস্য। সুন্নী আলেম তিনি। মরহুম মুফতী শফী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত করাচী দারুল ওলুমের তিনি প্রথমে ছাত্র ও পরে শিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদেই মাওলানা হামীদুল্লার ওস্তাদ হলেন। বাড়ী তাঁর ইরানী বেলুচিস্তানে। শুধু সুন্নী নন, একেবারে দেওবন্দী সুন্নী। তার ওপরে ওস্তাদ-শাগরেদ সম্পর্ক। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে এখানকার শিয়া-সুন্নী সম্পর্কটি পুরোপুরি জানা যাবে বলে আশ্বস্ত হলাম। মনে মনে এ ধরনেরই কাউকে খুঁজছিলাম। নেগাহবান সদস্যরাও আমাদের সুন্নী সরবরাহের কথা বলেছিলেন। ভাবলাম, সরবরাহ কৃত সুন্নী সব খবর সরবরাহ করতে ব্যর্থও হতে পারে। তাই আহরিত সুন্নী পেয়ে নিদারুন খুশী হলাম। তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের আস্তানায়। এও জানালাম, অনেক কিছু জানতে হবে আপনার কাছ থেকে। সানন্দে সম্মতি জানালেন তিনি।

যোহ্‌রের জামাতের পর পার্লামেণ্ট সদস্যরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করলেন। পার্লামেণ্ট ভবনেই সদস্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আমরাও সেখানে খেলাম। সেই ভাত, সেই রুটি, সেই তরকারী, সেই ফলমূল, সেই ঠাণ্ডা বা গরম পানীয়। গোটা দেশের আহার যেন একই ছকে বাঁধা। স্পীকার কি পিওন একই আসনে বসে একই খানা খায়।

খাওয়া সেরে আমরা স্পীকার হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানীর সাথে বৈঠকে মিলিত হলাম। তাঁর সাথে মজলিশের শীর্ষস্থানীয় সদস্যবৃন্দ ছিলেন। চরম বিপ্লবী বলে তাঁর পরিচয়। বক্তৃতায় আগুন ঝরে। আপোষের নামও শুনতে নাকি তিনি নারাজ। পরদিনই তার প্রমান পেলাম। আমাদের সাক্ষাৎকারের পরদিনই পত্রিকায় পয়লা শিরোনামা হয়ে তাঁর এক বিবৃতি এল 'চূড়ান্ত এক আঘাত হেনে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে'। সে যাক, এমন লোকের কাছেই হাজির হলাম সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। আল্লাহ্‌র হাজার শোকর, হুজুরের নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের এরূপ অদ্ভুত প্রভাব তিনি দান করেছেন যার সংস্পর্শে এসে লোহাও গলে মোম হয়ে যায়। তাই হুজুরকে দেখেই রাফসানজানী বিনয়াবনত হলেন। অত্যন্ত সমীহের সাথে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি হুজুরকে। নীতির দিক থেকে তিনি যতই কঠোর হোন না কেন, মুহূর্তে তিনি মধুর ব্যক্তিত্বে

www.pathagar.com

পরিণত হলেন। কুশল বিনিময়ও হল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে। আলোচনা পর্বে পয়লা হুজুরের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনালেন মাওলানা আযীযুল হক। তাতে বাংলাদেশের নয়কোটি জনতার পক্ষ থেকে সাড়ে তিন কোটি ইরানী ভাইদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হল। আর আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত তাদের ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করা হল। অবশেষে বিশ্ব মুসলিমের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দেয়া হল।

জবাবী বক্তৃতায় জনাব রাফসানজানী ইরান মজলিশের তরফ থেকে আমাদের স্বাগত জানান ও ইরানী জনতার পক্ষ থেকে বাংলাদেশী ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতপর সখেদে বললেন, 'দুনিয়ার সবাই জানে, ইরাক রাতের আঁধারে অঘোষিতভাবে হামলা চালিয়ে আমাদের সুন্দর সুন্দর শহর ও জনপদ ধ্বংস করেছে, বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার আবাদান বিধ্বস্ত করেছে। কিন্তু কেউ তাকে নিন্দা তো দূরে, আক্রমনকারী পর্যন্ত বলার সততাটুকু দেখালনা। কেউ ইরাককে এতটুকুও বললনা, ইরানের ভূখণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে নাও। এমন জালিম দুনিয়া থেকে আমরা কি করে ইনসাফ আশা করতে পারি? তারপর যখন আমরা আমাদের ভূখণ্ড পুণর্দখল শুরু করলাম, ইরাকী হানাদারদের পিটিয়ে তাড়াতে লাগলাম, অমনি দুনিয়ার সব সংঘ হাঁক ডাক জুড়ল, যুদ্ধ বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ কর। আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ করতাম তা হলে আমাদের ভূখণ্ড উদ্ধার করত কে? যেইমাত্র আমরা তাদের থেকে শহরগুলো পুণর্দখল করলাম ও জনপদগুলো থেকে তাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সরালাম, অমনি বিশ্বকে বোকা বানাবার জন্য ঘোষণা করল, 'আমরা ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলাম।' অথচ তখন বেশ কিছু মরু ও পার্বত্য এলাকা তাদের কব্জায় ছিল। তাই যখন সেগুলোও আমরা দখল করতে এগোলাম, অমনি পাশ্চাত্য প্রচার যন্ত্রগুলো তারস্বরে চীৎকার শুরু করল, ইরান ইরাকের ওপর হামলা করেছে। দুনিয়া জোড়া ইরানবিরোধী এ ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমরা কি করতে পারি বলুন? আপনারা যান, রনাংগন দেখে আসুন, সত্যমিথ্যা যাচাই করে

www.pathagar.com

আমাদের যা বলতে হয় বলুন। মেহেরবাণী করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহর ও জনপদ-গুলো ঘুরে আসুন। দেখবেন, চেংগীজ-হালাকুর ধ্বংসলীলা এ তুলনায় কোন ধ্বংসই ছিল না। এমন একটি ঘর নেই যা জ্বালানো হয়নি, এমন কোন সম্পদ নেই যা লুণ্ঠিত হয় নি, এমন নারী কমই ছিল যাকে ধর্ষন করা হয়নি, এমন কি আট বছরের মেয়ে পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আপনারা এ সব স্বচক্ষে দেখে ও স্বকর্ণে শুনে এসে তারপর যা বলার বলুন। আমরা তা অবনত মস্তকে মেনে নেব।'

জনাব রাফসানজানীর আবেগদীপ্ত বাগ্মীতায় আমরা কিছুটা অভিভূত হলাম। জালিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে মজলুম এক রাজ্যের ব্যথাদীর্ণ ফরিয়াদ তিনি যেভাবে তুলে ধরলেন তাতে নিঃসন্দেহে সবাই কমবেশী প্রভাবিত হবে। তাঁর এ ভাষণ পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে মরহুম জুলফিকার আলী ভুট্টোর জাতিসংঘের ভাষণকেই স্মরন করিয়ে দেয়। বুঝলাম, এ আবেগের সামনে যুক্তির বেড়াজাল অকেজো হতে বাধ্য। তথাপি একদিকে মুসলমানের প্রভুত জানমালের ক্ষতি ও অন্যদিকে বহত্তর শত্রুর মোকাবেলায় তাদের সংঘবদ্ধতার অপরিহার্যতা উল্লেখ করে সন্ধির ব্যাপারটি তাঁকে গভীরভাবে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানালাম। এ ফাঁকে চায়ের আসর জমে গেল। ব্যক্তি রাফসানজানির সদালাপ ও সুরসিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম।

আস্তানায় ফিরে এসে আমরা সেই সুন্নী মাওলানার সাথে আলাপ জমালাম। তিনি পয়লা তাঁর সদস্য নির্বাচিত হবার কাহিনী শোনালেন। বললেন, জন সাতেক প্রার্থী দাঁড়িয়ে গেলেন আমার এলাকায়। শিয়া প্রার্থীও ছিলেন তাদের মাঝে। অথচ মনোনয়নের শিকাটি আমার ভাগ্যেই ছিঁড়ল। কারণ, আলেম প্রার্থী একমাত্র আমিই ছিলাম। তারপর বললেন, শাহের আমলে এ দেশে সুন্নী বলে পরিচয় দেবার সাহস ছিল না কারো। তেহরানের কোন মসজিদে প্রবেশা-ধিকার ছিলনা সুন্নীর। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য কোথাও সুন্নীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। এমনি ঘোর দুর্দিনে এল বিপ্লবের ডাক। শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লবের শ্লোগান উঠল 'শিয়া-সুন্নী ভাই ভাই'। তাই শিয়া-সুন্নী হাতে হাত মিলিয়ে শাহকে উৎখাত করল। ফলে তাদের অস্তিত্বই শুধু স্বীকৃত হলনা, স্বীকৃত হল তাদের সব শাসনতান্ত্রিক অধিকারও। সুন্নীর মজহাবী

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষিত হল। স্বীকৃত হল সুন্নীর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। মজলিশ থেকে শুরু করে চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্রই তার প্রতিফলন ঘটল। তবে একমাত্র মজলিশেই তার পুরোপুরি বাবস্তায়ন ঘটেছে, অন্যত্র এখনও তার ততটা প্রতিফলন ঘটেনি। তেহরানের মসজিদগুলো সুন্নীর জন্য অবারিত হয়েছে। প্রত্যেক আদালতে সুন্নী ফেকাহ সুন্নীদের স্বতন্ত্র মাসআলাগুলোর ফয়সালা প্রদান করে। তবে রাষ্ট্রীয় ফেকাহ হিসাবে শিয়াদের জাফরী ফেকাহ চালু হয়েছে।

মাওলানার এ আলোচনার পরে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তেহরানে নাকি কোন সুন্নী মাসজিদ নেই? জবাবে মাওলানা বললেন, হ্যাঁ, নেই। তবে তার পেছনে হয়ত দুটো কারণ রয়েছে। শাহের আমলে অনুমোদন ছিলনা বলে হয়নি। আর বিপ্লবী আমলের ক্ষুদ্র পরিসরে কেউ উদ্যোগ নিয়ে এখনও অনুমোদন চায়নি। চাইলে তাদের মনোভাবটা জানা যেত। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, এ ব্যাপারটি নিয়ে নেতাদের সাথে আলোচনা করব এবং সাংবাদিক সাক্ষাৎকারেও এ প্রসংগটি তুলে ধরব। কিন্তু নেতাদের প্রত্যেকের আলোচনায় শিয়া-সুন্নীর ঐক্যের ওপর এত জোর দেয়া হচ্ছিল যে, আমরা এ বিভেদমূলক প্রস্তাবটি তোলাই সংগত ভাবলাম না।

মাওলানার আলোচনায় অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে, ইরানে সুন্নীদের ওপর শিয়াদের জুলুম-অবিচারের যে কথাটি প্রচার হয়েছে তা একেবারে অমূলক নয়। তবে তা শাহের আমলের ব্যাপার, বিপ্লবী আমলের নয়। এ আমলে বরং তা তদারকির চেষ্টা চলছে। মাওলানা সরকার মনোনীত এম পি হয়েও যখন বিপ্লবী আমলের শুধু সুবিধার দিকই দেখাননি, অসুবিধার দিকও ইংগিত করলেন, তখন তাঁর মতামতকে স্বভাবতই নির্ভরযোগ্য ভাবলাম।

শিয়াদের আজানে একটি ব্যতিক্রম পরিশ্রুত হল। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'র পরে তারা 'আশহাদু আন্না আলী ওয়ালিউল্লাহ' যোগ করেছে। তেমনি তাদের ওজুতেও একটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হল। মাথা মাসেহ করে তারা পা'ও মাসেহ করে, ধোয়না। আমাদের মজহাবে চামড়ার মোজা থাকলে মাসেহ চলে, নইলে ধুতে হয়। তাদের নামাযে একটা বড় ধরণের ব্যতিক্রম এই,

www.pathagar.com

তারা যোহর-আসর ও মাগরেব-এশা সামান্য বিরতি দিয়ে একই সংগে আদায় করে। আমাদের মজহাবে কেবল আরাফাত ও মুযদালিকায় হজ্জের সময়ে সেভাবে পড়া হয়, অন্য সময় নয়। তা ছাড়া তারা হাত ছেড়ে নামায পড়ে, সিজদার জাগায় মাটির টুকরা রাখে, দ্বিতীয় রুকুর পর হাত তুলে দোয়া পড়ে এবং সালাম ফিরিয়েই জোরে জোরে সবাই এ দরূদ পড়ে 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ, ওয়া'আলা আলে মোহাম্মদ'। নামায শেষে তারা সমস্বরে চারটি শ্লোগান দেয়। শ্লোগান চারটি এই :

মোর্গ বর আমেরিকা (আমেরিকা নিপাত যাক)

মোর্গ বর শোরাভী (রাশিয়া নিপাত যাক)

মোর্গ বর ইসরাঈল (ইসরাঈল নিপাত যাক)

মোর্গ বর জেদ্দে বেলায়েতে ফকীহ (ফকীহ নেতৃত্ব বিরোধীরা নিপাত যাক) সবশেষে তারা এ দোয়াটি পড়ে :

"খোদায়া খোদায়া তা এনকেলাবে মেহদী খোমেনী রা নেগাহদার" (হে খোদা, হে খোদা, মেহদীর বিপ্লব আসা পর্যন্ত খোমেনীকে রক্ষা কর)।

হ্যাঁ, আমরাও ইমাম মেহেদীর (আঃ) আগমনে বিশ্বাসী। শুধু বিশ্বাসীই নই, শিয়াদের মতই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। তবে শিয়াদের মতে তাদের দ্বাদশ ইমাম গায়েব হয়ে আছেন এবং তিনিই ইমাম মেহেদী হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করবেন। পক্ষান্তরে আমাদের মতে ইমাম মেহেদী (আঃ) জন্মই নেবেন পরে। জীবন্ত অন্তরীক্ষে আছেন হযরত ঈসা (আঃ) এবং তিনি ইমাম মেহদীর (আঃ) যুগে আত্মপ্রকাশ করে উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইমামের সহায়তা করবেন। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিয়াদের সাথে আমাদের আরেকটি মৌলিক পার্থক্য এই, তারা ইমামত ও বেলায়েতে বিশ্বাসী, আর আমরা খেলাফত ও মোশাবেরাতে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে, রিসালাত যেমন ভোটে হয়না, হয় আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহর মনোনয়নের মাধ্যমে, তেমনি ইমামতও ভোটে হয়না, হয় আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহর মনোনয়নের মাধ্যমে। এ কারণেই তারা পূর্ববর্তী তিন খলীফার নির্বাচন রীতিকে যথাযথ মনে করেনা। বনী ইসরাঈলের নবীরা যেমন বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত হতেন, ইসলামের

www.pathagar.com

ইমামরা তেমনি নবী-বংশোদ্ভূত হবেন বলে তাদের ধারণা। সম্ভবত এ ধারণা থেকেই এতদ্দেশে পীরের ছেলে পীর হওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। মূলত অধ্যাত্মবাদী ধারাটির কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন হযরত আলী (কঃ) রয়েছেন, শিয়াদেরও তাই। শিয়াদের বার ইমাম অধ্যাত্মবাদীদেরও শ্রদ্ধেয় ইমাম। হয়ত এ কারণেই মজহাবের বিভিন্নতা সত্বেও এ দু'গ্রুপের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

তাদের সাথে আলোচনায় বুঝা গেল যে, জাফরী ফেকাহ অনুসারী ইরানের ক্ষমতাসীন শিয়ারা কাফেরও নয়, বেদাতীও নয়, তারা শিয়া মুসলমান। তাদের সাথে আমাদের যে সব মতপার্থক্য রয়েছে, তা কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য। আয়াতুল্লাহ মোস্তাজেরী সহ সেখানকার বড় বড় আলেমের সাথে এ নিয়ে আমাদের মত বিনিময় হয়েছে। তারাও আমাদের মত কোরআন হাদীসের দলীল পেশ করেন, কিন্তু ব্যাখ্যার বেলায় পার্থক্য সৃষ্টি করেন। জনাব আয়াতুল্লাহ মোস্তাজেরী ওজুর আয়াতের আতফ সমস্যা, সিজদার ক্ষেত্রে 'আরদ' শর্ত ও বিদায় হজ্জের 'কিতাবুল্লাহ ওয়া ইতরতী' হাদীস নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা সেরে বললেন, ইজতেহাদের পথ ধরে আমরা আপনাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। প্রসংগত তিনি 'পবিত্র মাটি' থেকে যে কোন মাটি ও তা থেকে কাঠের টুকরায় উন্নীত হবার ইংগিত দিলেন। মূলত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, তাদের ভিতর ইজতেহাদের দ্বার অবারিত থাকায় শিয়া-সুন্নীর মজহাবী ও আকাএদী পার্থক্যটা তারা দিন দিন ক্ষীণতর করে আনছে। এটা সত্যিই আশা ও আনন্দের কথা।

৬ই সেপ্টেম্বর বেলা এগারটায় আমরা তাদের বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র কোম নগরীতে পৌঁছলাম। পঁচিশ লাখ নাগরিক অধ্যুষিত এ নগরীতে লক্ষাধিক আলেমের বাস। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন তাবলীগ দফতরের পরিচালক হুজ্জাতুল ইসলাম আগা আবাই ও কোমের আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ। বিকেল দু'টায় স্বাগত সম্মেলনের আয়োজন করা হল। কোমের শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম হুজ্জাতুল ইসলাম মক্কী আরবী ভাষায় আমাদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দান করলেন। তাঁর ভাষণে আমাদের খোশ আমদেদ জানিয়ে এ বৃদ্ধ বয়সে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক ইমাম হযরত হাফেজ্জী হুজুরের মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের স্বার্থে দূর দূরান্তর সফরের কষ্ট স্বীকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর সফরের মহান উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করা হয়। প্রসংগত কোমস্থ তাদের ইসলামী বিপ্লবের এক সংক্ষিপ্ত বিবরনী তুলে ধরা হয়। জবাবে হযরত হাফেজ্জী হুজুর কোরআনের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতির ওপর বিশেষ-ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ফেলিস্তিন ও লেবাননে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের মুহূর্তে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মুসলমানদের ঐক্য যে কেবল কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে হতে পারে এ কথার ওপরও তিনি অত্যন্ত জোর দেন। অতপর মিশনের মুখপাত্র মাওলানা আযীযুল হক স্বাগত ভাষনের জবাবে বাংলাদেশের ইসলামী জনতার পক্ষ থেকে ইরান বিপ্লবের বীর সেনানীদের মোবারকবাদ জানান এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে সৃষ্টতাদের ইসলামী বিপ্লবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রশংসা করেন। অতপর বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের আকুল আবেদন জানান।

উল্লেখ্য, আয়াতুল্লাহ খোমেনীর আস্তানা এই কোম। হাজার বছরের ঐতিহ্য-বাহী কোমের মাদ্রাসায়ে ফয়জিয়া ও হাওজায়ে এলমিয়া হাজার হাজার বিপ্লবী আলেম সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছে দেশময়। তাঁদেরই বিপ্লবী কর্মধারা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, সংগ্রাম-শাহাদত বিপ্লবী ইরানকে জন্ম দিয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান সৃষ্টিতে আলীগড়ের যে ভূমিকা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সৃষ্টিতে কোমের ভূমিকা তাই। তবে এ দুটোর শিক্ষা পদ্ধতি বিপরীতমুখী। আলীগড় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র গড়েছে। তাই তা হয়েছে প্রতারনা। ফলে তা ভেংগেছে। পক্ষান্তরে কোম দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেছে। তাই তা হয়েছে যথার্থ। ফলে তা অজেয় হয়েছে। পাকিস্তান যদি দেওবন্দের দ্বীনি শিক্ষার সৃষ্টি হত তা হলে অবশ্যই যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র হত। তথাপি দেওবন্দ পাশে থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও পাকিস্তানকে ইসলামায়ন প্রচেষ্টায় যে অবদান রেখেছে তা অবিস্মরনীয়। সৌভাগ্যের বিষয়, পাকিস্তানের দু'অংশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামায়ন প্রয়াস তাদের আজও অব্যাহত। বাংলাদেশে দেওবন্দী শিক্ষার উজ্জলতম সৃষ্টি হাফেজ্জী হুজুরের প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ও খেলাফত আন্দোলন গড়ে তোলা তারই প্রকৃষ্ট নজীর। পাকিস্তানে দেওবন্দী আলেমদের ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মরহুম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী থেকে শুরু করে আজও অবিরাম চলছে।

আসর পড়ে আমরা বিপ্লবী ইরানের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ভাবী উত্তরাধিকারী আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরীর সাথে মিলিত হলাম। অত্যন্ত উঁচু স্তরের বিচক্ষণ রক্ষণশীল আলেম। নিতান্ত অমায়িক ও সদালাপী। হাসি যেন মুখে লেগেই থাকে। যে কোন সমস্যার ওপরে আলোচনায় তাঁকে সদা প্রস্তুত মনে হয়। বিজ্ঞ ডাক্তারের মত কোন কিছুর ভূমিকা বলতেই আদি-অন্ত বুঝে ফেলেন। মনে হল, আমাদের মিশনের সব কিছুই তাঁর জানা। কুশল বিনিময়ের পর হুজুরের তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব মিশনের যুদ্ধ-বন্ধের বক্তব্যটি সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। সংগে সংগে আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী তাঁর ভাষন শুরু করলেন। বক্তব্যের সার কথা এই: ইরান-ইরাক যুদ্ধ মূলত ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ। ইরাকের বা'ছ পার্টি নাস্তিকতাবাদী সমাজ তান্ত্রিক পার্টি। তাই তার সরকার প্রধান সাদ্দাম হোসেন নাস্তিক। আর এ কারণেই তারা ইরানের ইসলামী সরকারকে সহ্য করতে না পেরে রাতের আঁধারে অঘোষিত হামলা চালিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাকে মদদ জোগাচ্ছে রুশ-মার্কিন ও তার দোসর যত ইসলামের দুষমনরা। একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে ইসলামের বীর মোজাহেদরা সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। কুফরী শক্তির চরম পরাজয় ও ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বে আমাদের বিরতি নেই। আপনাদের মত ইসলামপ্রিয় মনীষীদের কাজ হবে সে জেহাদে আমাদের মদদ করা, জেহাদ থেকে বিরত করা নয়।

আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরীর এ ভাষণ শুনে আমরা অনেকটা নিরাশ হয়ে পড়লাম। কারণ, আগেই জানতে পেয়েছি, তাঁর মতামত তাদের ইমামের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে। অগত্যা আমরা হাল ছাড়লাম না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুদ্ধ বন্ধের জিগীর জারী রাখলাম। বেচারা এরূপ নাছোড়বান্দাদের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, সাদ্দাম হোসেন আমাদের দেয়া শর্তগুলো মেনে নিলেই কেবল যুদ্ধ বন্ধ হবে। শর্তের ক্ষেত্রে কোন আপোষ নেই।

www.pathagar.com

হাফেজ্জী হুজুর তখন বললেন, ও সব তো দুনিয়াবী শর্ত। দুনিয়াদারদের কাছে আপনারা তা পেশ করে আসছেন। আমি তো এসেছি দ্বীনের শর্ত নিয়ে। এ শর্তের ব্যাপারে আমি আপনার মতামত জানতে চাই। আমি চাই, কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে আপনারা সন্ধি করে মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজন মুসলমান হত্যা আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবী ধ্বংসের চাইতেও মারাত্মক।

আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী চুপ হয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, সাদ্দাম হোসেন যদি ইরাকে কোরআন-সুন্নাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে এবং আপনাদের ও ইরাকী আলেমদের দেয়া ইসলামী হুকুমাতের রূপরেখা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় তা হলে আমরা ক্ষতিপূরণ দাবীসহ সকল শর্ত ছাড়াই যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী আছি। তবে আমি বা'ছ পার্টি'র সাদ্দাম হোসেনকে যতদূর জানি তাতে এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে কিছুতেই সে সন্ধি করতে পারে না।

আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরীর এ ঘোষণায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হাফেজ্জী হুজুরের মুখে আশার আলোর ঝলক খেলে গেল। আমাদের বুক থেকেও নৈরাশ্যের জগদ্দল পাথর নেমে গেল। যুদ্ধ বন্ধ ও সন্ধির প্রশ্নে ইরানই সব সময়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরাক তো তার জন্য একপায়ে খাড়া। দুনিয়ার যে যা প্রস্তাব নিয়ে আসে, ইরাক মেনে নেয়, ইরান প্রত্যাখ্যান করে। সেই ইরানই যখন আমাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, তখন ইরাকের না মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং হাফেজ্জী হুজুর সহ আমরা সবাই মিশনের নিশ্চিত সাফল্য ভেবে উৎফুল্ল হলাম।

থমথমে পরিবেশ এতক্ষণে হাল্কা হল। ফলে আমরা শিয়া-সুন্নীর বিভিন্ন মতপার্থক্যের ওপরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় লিপ্ত হলাম। সেজদার জাগায় মাটির চাকতি রেখে 'আরদ' এর হাদীস বাস্তবায়নের শিয়ারীতি যে এখন মাটি থেকে উৎপন্ন বস্তু পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে এ তথ্য তিনিই আমাদেরকে জানালেন। দ্বীনি জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে সত্যিই আমরা মুগ্ধ হলাম। সংগে সংগে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা আমাদের অভিভূত করল। মনে হল, আয়াতুল্লাহ খোমেনী তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে ভুল

www.pathagar.com

করেন নি। ইত্যবসরে মাগরেবের ওয়াক্ত এসে গেল। আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী কিছুতেই হাফেজ্জী হুজুরের সামনে ইমামতি করতে রাজী হলেন না। পরন্তু তাঁর পেছনে নামায পড়ার জন্য এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যার ফলে বাধ্য হলেন তিনি মাওলানা আযীযুল হক সাবকে তাঁর পক্ষ থেকে ইমামতি করার নির্দেশ দিতে। এভাবে নামায আদায় করে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাঁর সাথে আমাদের আলোচনা দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

সেখান থেকে আমরা আয়াতুল্লাহ গুলপায়গানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় আলেম। আয়াতুল্লহ্ খোমেনীর বিপ্লবের বড় দরের একজন সমর্থক। বর্তমানে প্রায় অচল অবস্থায় বিছানায় থেকেই এলেম চর্চা ও এলেম বিতরনের কাজ চালান। ডানে ও বামে তাঁর কিতাব পত্তর এবং সামনে রয়েছে কাগজ কলম। দেহ সহ তাঁর সব কিছুই সাদা। সবার সম্মানার্হ। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে আকর্ষনীয়। বিদায়কালে তিনি হুজুরকে আল মীযান ও অসুলে কাফী উপহার দেন।

আয়াতুল্লাহ গুলপায়গানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কোমের শিক্ষক-মণ্ডলীর প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আয়াতুল্লাহ আজরীর গৃহে সমবেত হলাম। বাংলাদেশের দ্বীনি প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত সুদীর্ঘ ভাষণে তিনি আমাদের স্বাগত জানিয়ে হাফেজ্জী হুজুরের ব্যক্তিত্বের ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং বা'ছপার্টি প্রধান সাদ্দাম হোসেনের ইরান আক্রমন ও ধ্বংসলীলা, আলেমদের হত্যা ও বহিষ্করণ এবং ২০ লাখ ইরাকী নাগরিককে ইরানে ঠেলে দেয়ার সকরুণ কাহিনী শোনান। তারপর প্রশ্ন রাখেন, এহেন জালিম সাদ্দামকে উৎখাত না করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কি করে নিরস্ত হতে পারে? আমাদের তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব এ ভাষণের জবাবে কোরআন-সুন্নাহর অনুশাসনের ভিত্তিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জন্য মিশনের উদ্যোগের পটভূমি বর্ণনা করেন এবং ইরানী মতামত নিয়ে হজ্জ সমাপনান্তে ইরাক সফরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি খৃষ্টান, ইহুদী ও নাস্তিকদের যৌথ চক্রান্তের

www.pathagar.com

মোকাবেলায় মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচনা শেষে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ডিনারে অংশ গ্রহণ করি এবং রাত এগারটায় আমরা তাবলীগ দফতরে ফিরে আসি।

৭ই সেপ্টেম্বর সকাল পাঁচটায় আমরা হুজ্জাতুল ইসলাম আবাঈ সহ আয়াতুল্লাহ মার'আশীর সংগে দেখা করি। তিনিও শীর্ষস্থানীয় সর্বজনমান্য আলেমদের অন্যতম। তিনিও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বিপ্লবের ঘোর সমর্থক। আয়াতুল্লাহ গুলপায়গানীর মত তিনিও নিজকে জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিতরনের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। ইরান বিপ্লবে তাঁর অবদান প্রচুর। চারপাশে তাঁর কিতাবের স্তুপ দেখে ছাত্র জীবনের চরণ মনে পড়ল : মরেংগে হাম কিতাবুঁ পর, অরক হোগা কাফন আপনা। কুশল বিনিময়ের পর জ্ঞানগর্ভ আলাপ আলোচনা শুরু হল। মনে হল ধর্মজ্ঞানের তিনি এক অতল সমুদ্র। শিয়া-সুন্নীর সব কেতাবই তাঁর নখ-দর্পনে। হাদীসের সনদ নিয়েছেন তিনি শিয়া-সুন্নী উভয় গ্রুপের মোহাদ্দেস থেকে। হাফেজ্জী হুজুরকেও তিনি ছাড়লেন না। তাঁর সনদ বর্ণনার লিখিত এজাযত নামা আদায় করলেন। কারণ, উপমহাদেশের শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর সূত্রে সনদ বর্ণনার দিকটি তাঁর অপূর্ণ ছিল। বিনিময়ে তিনিও তাঁর তরফ থেকে সনদ বর্ণনার জন্য হাফেজ্জী হুজুরকে একটি মুদ্রিত ও মহরযুক্ত এজাযতনামা দিলেন। অবশেষে তিনি তাদের ইসলামী বিপ্লবের ওপর আলোকপাত করলেন এবং বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় হযরত হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্ব ও প্রয়াসের ওপর বিশেষ জোর দিলেন। হাফেজ্জী হুজুর তাঁর বক্তব্যের জবাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠায় এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরলেন। প্রসংগত তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দশ হাজার ছাত্র গোটা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে কিভাবে দ্বীনের তালীম ও তরবিয়ত চালিয়ে যাচ্ছেন তাও উল্লেখ করলেন। বেলা নয় ঘটিকায় আমরা আয়াতুল্লাহ মার'আশী থেকে বিদায় নিয়ে ইমাম মুছা কাজেমের (রঃ) কন্যা হযরত মাছুমার (রঃ) মাযার যেয়ারত করলাম। মাযারটি সত্যিই দেখার মত। বিরাট জায়গা নিয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বিরাজমান। সেখানে বর্তমানে তাদের শহীদ আয়াতুল্লাহ মাদানী,

www.pathagar.com

শহীদ আয়াতুল্লাহ মোতাহেরী ও শহীদ হুজ্জাতুল ইসলাম মোস্তাজেরীর কবরও বিদ্যমান। আমরা একে একে সব কবরই যেয়ারত করলাম। অবশ্য মাজারে বেশ কিছু বেদআতী কার্যকলাপও প্রত্যক্ষ করলাম। মাযার যেয়ারতের পর আমরা তৎসংলগ্ন ফয়জিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখলাম। তারা হযরত হাফেজ্জী হুজুরের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে গেলেন। এই সেই ফয়জিয়া মাদ্রাসা যেখানে নাকি আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে গ্রেফতারের জন্য কয়েক হাজার শাহী ফৌজ কয়েকশত আলেম ও তালেবে এলেমকে নির্মমভাবে শহীদ করল।

বেলা দশটায় আমরা কোম ছেড়ে তেহরান রওয়ানা হলাম। বেলা বারটায় আমরা পাসদারানদের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানান পাসদারান-প্রধান জনাব শামাখানী ও সহকারী প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম তাহেরী। তাঁরা পাসদারানের দায়িত্বশীলদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। হেড কোয়ার্টার মসজিদে পাসদারানের সাথে আমরা জোহর নামায আদায় করলাম। তরুন সিপাহীরা দলে দলে এসে যখন ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে দৃশ্য যে কোন ঈমানদারকে মুগ্ধ না করে পারে না। নামাযে তাদের আত্মনিমগ্নতা দেখলে মনে হয়, আধ্যাত্মিকতা প্রভাবিত এ তরুন সেনানীরা যেন প্রভুর দরবারে তাদের শেষ নিবেদন রেখে রনাংগনে নামতে যাচ্ছে।

নামাযের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সুড়ঙ্গ পথে এক নতুন জগতে। এ জগতের সাথে ভূপৃষ্ঠের আর কোন সম্পর্ক নেই। এ জগতেই বাস করছেন আজ পাসদারানের পরিচালক মণ্ডলী। বিপ্লবের আগে এটাই ছিল সাভাকের কসাইখানা। সেখানেই আমাদের লাঞ্চপর্ব সম্পন্ন হল। সেই ফাঁকে জনাব শামাখানী শোনালেন আমাদের বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাদ্দাম হোসেনকে সামনে রেখে বিপ্লব ধ্বংসের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের কাহিনী। এককালের সাভাকের হেড কোয়ার্টারে বসে শুনলাম আজ সাভাক ও তার পৃষ্ঠপোষকদের লাখো কুকীর্তির সকরুণ বিবরণী।

এখান থেকে আমরা বেলা তিনটায় পৌঁছলাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামিনীর বাসবভনে। দেয়ালঘেরা এ প্রেসিডেন্ট ভবনটি

www.pathagar.com

সারল্য নিয়েই বড় টিপটাপ মনে হল। বেশ জোরালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হয়ত ঘন ঘন প্রেসিডেন্ট হারানোর ভয় থেকেই এ সর্তকতা! জনাব আলী খামিনী ছিলেন তেহরান মসজিদের ইমাম। ইরান-ইরাক যুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি ছ'দিন রণাংগনে জেহাদে লিপ্ত থেকে সপ্তম দিনে এসে জুমআর ইমামতি করতেন। তাও করতেন ইউনিফর্ম নিয়ে এক হাতে রাইফেল ও অন্যহাতে খোতবার কিতাব রেখে। রনাংগণ তাঁর ডানহাতটি ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই আমাদের স্বাগত জানাতে এসে মোসাফাহা করলেন বাম হাতে। তাতে স্বভাবতই মনে অশ্রদ্ধা জাগল। কিন্তু যখন ডান হাতের শাহাদতের কাহিনী শোনলাম তখন শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। লম্বা দাড়ী ও লম্বা আচকান পরা দীর্ঘকায় মানুষটির চেহারায় যে আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ ঠিকরে পড়ছিল তার তুলনা আজকের দুনিয়ার অন্য কোন প্রেসিডেন্টের চেহারায় সত্যিই দুর্লভ।

সহাস্যবদনে অভিবাদন আর কুশলাদি বিনিময়ের পর হাফেজ্জী হুজুরের বক্তব্য শুরু হল। হুজুর বাংলায় তাঁর কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর মুখপাত্র মাওলানা আযীযুল হক সাব আরবীতে তা প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরছেন। প্রেসিডেন্ট জবাব দিচ্ছেন ফার্সীতে। তাঁর অজুহাত, তাঁদের রিপোর্টার ও সাংবাদিকরা যাতে প্রতিটি কথা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন তার জন্যই এ মাতৃভাষার ব্যবহার। বলাবাহুল্য, কোন ইরানী নেতাই এ পর্যন্ত আমাদের সাথে মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলেন নি। তাই একজন হিন্দুস্তানী দোভাষী থাকতো আমাদের উর্দুতে বুঝিয়ে দেবার জন্য। অবশ্য আমাদের সবক'টি সদস্যই ফার্সী বুঝতেন, কেউ কেউ বলতেও পারতেন। তাই দোভাষী উল্টাপাল্টা কিছু বুঝালে ধরা পড়ে যেতেন। প্রেসিডেন্টের কাছে মাওলানা আযীযুল হক হুজুরের তরফ থেকে যে বক্তব্য রাখেন তা এই :

"আমরা আপনাদের দেশে আতিথেয়তা লাভের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। বিশেষত মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের স্বার্থে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আলোচনার যে ব্যবস্থা রেখেছেন তার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুজুর তাঁর পঁচানব্বই বছরের চরম বার্ধক্য নিয়েও ছুটে এসেছেন দুটি ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশের মধ্যে

www.pathagar.com

সন্ধি করিয়ে মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করার খোদাদত্ত জিম্মাদারী আদায়ের জন্য। কোরআন-সুন্নাহকে ফয়সলা মেনে আপনারা দু'দেশ যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবেন বলে তিনি আশা পোষণ করেন। আপনারা জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে বিপ্লব সাধন করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের যে প্রয়াস চালাচ্ছেন তা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত। তাই তিনি স্বভাবতই আপনাদের কাছ থেকে কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মীমাংসার ব্যাপারে সুদৃঢ় আশাবাদী।"

যুদ্ধ-বন্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে সর্বাধিক প্রাণখোলা ও সিদ্ধান্তসূচক আলোচনা হল আমাদের প্রেসিডেন্টের সাথেই। আয়াতুল্লাহ মোস্তাজেরীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সন্ধির প্রশ্নটিকে যতখানি ঝাপসা করে ফেলেছিল, আলী খামিনীর অরাজনৈতিক সরলতা সেটাকে ততখানিই স্বচ্ছ করে দিল। ইমামতির অকপটতা নিয়ে তিনি বললেন ঃ

"আমরা তেহরানে আপনাদের উপস্থিতির জন্য অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি, আপনাদের এ সফর সুখকর হবে। আপনাদের সাথে আমাদের এ সাক্ষাৎকারের প্রভাব বাংলাদেশ ও ইরানের জনগণের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে গভীরতর ও সুসংহত করবে। বিশেষত এ সফর বিশ্ব মুসলিমের ভেতর অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির মোনাফেকী প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। বিপ্লবোত্তর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বানচাল করার জন্য ইসলাম দুষমনরা মোনাফেক মুসলমানদের সহায়তায় শিয়া-সুন্নী প্রশ্ন তুলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করার চক্রান্তে মেতেছে। হয়ত জানেন, দু'বছর আগে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সেবাদাস কয়েকটি রাজতন্ত্রী ও একনায়কত্ববাদী আরব রাষ্ট্র মিলিত হয়ে শিয়া-সুন্নী বিরোধকে চাংগা করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ধ্বংসের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তারা তুরস্ক, আফগানিস্তান ও উপসাগরীয় দেশসমূহ সহ ইরানের প্রতিবেশী মুসলিম জনগণকে ইরানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কর্মসূচী নিয়েছে। এমনকি ইরানের অভ্যন্তরেও শিয়া-সুন্নী বিরোধ সৃষ্টি করে ভেতর থেকে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্র চলছে। অবশ্য ইরানে তার ফল উল্টো

www.pathagar.com

হয়েছে। শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার জন্য এখানে শিয়া-সুন্নী সংহতি মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উভয় ফের্কার আলেমরা গলায় গলায় মিলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে নিজ নিজ ফেকাহ বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। জুমআ সম্মেলনে উভয় গ্রুপের ফেকাহবিদরা নিজ নিজ মজহাবের আলোকে বক্তব্য পেশ করছেন। সংখ্যালঘু হয়েও ইরানের সুন্নী ভাইরা আজ বুক ফুলিয়ে সর্বক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর রয়েছে। তথাপি এখনও সংগোপনে কিছু ভাড়াটে আলেম মফস্বল এলাকার অশিক্ষিত মুসলমানদের ভেতর এ বিরোধ চাংগা রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু কোথাও সফলতা অর্জন করছে না।

মাওলানা আযীযুল হক সাব তখন বললেন, পাশ্চাত্য সংবাদ সংস্থাগুলোর সরবরাহকৃত সংবাদ সমূহ বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোয় প্রচারিত হওয়ায় ইরান বিপ্লব ও ইরানে শিয়া-সুন্নী সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মাঝে বেশ কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। হযরত হাফেজ্জী হুজুর এসেছেন বিশ্বের মুসলমানদের ভেতরকার সর্ববিধ ভুলবুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করতে। এ কারণেই তিনি ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। তিনি মনে করেন, একমাত্র ইসলামী অনুশাসন পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে পারে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আলেম সমাজকেই মিল্লাতের নেতৃত্বদান করতে হবে।

এ প্রসংগে প্রেসিডেন্ট বললেন, এবারে হজ্জের সময়ে আমরা মক্কায় বিশ্ব ওলামা সম্মেলনের আয়োজন করেছি। সেখানে এ ধরনের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন। আমি আশা করি, আপনারা আমাদের মেহমান হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে এ প্রস্তাবের উদ্যোক্তা হবেন।

অতপর তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের অত্যাচারের কাহিনী শোনালেন। কিভাবে সে ইরাকের আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সমাজতন্ত্রের নির্বিচার নিধনের শিকার করেছে, কিভাবে বিশ লাখ ইরাকী জনতাকে ইরানে বাস্তুহারা করে ঠেলে দিয়েছে, কিভাবে এক তরফা আকস্মিক হামলা চালিয়ে ইরানের নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করেছে, এক এক করে তিনি তার

www.pathagar.com

ফিরিস্তি তুলে ধরলেন। তারপর বললেন, সাদ্দামের বেনামী-স্বনামী বিশ বছরের শাসন ও দু'বছরের ইরান-ইরাক যুদ্ধ চালানোর পদ্ধতি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সে কখনও সত্য ও ন্যায়ের ধার ধারেনা। যদি সে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী হত তা হলে কখনও সে সমাজতন্ত্রের উৎপীড়ন চালাত না এবং ইরানী মুসলমানের রক্তপাত ঘটাত না। তথাপি আপনাদের মহান প্রয়াসকে স্বাগত জানাচ্ছি। যদি আপনারা সফল হন, যদি সাদ্দাম হোসেন ইসলামী হুকুমতের ঘোষণা দেয়, তা হলে ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের শুধু মোবারকবাদই জানাবনা, বিনা ক্ষতি পূরণে যুদ্ধ বন্ধ করব। পরন্তু তখনকার ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরাক যদি আমাদের কাছে ক্ষতি-পূরণ দাবী করে, আমরা তাও দেব। এমন কি আপনাদের নিয়ে তখন আমরা গোটা ইরানে উৎসব পালন করব।

হযরত হাফেজ্জী হুজুরের যুদ্ধ-বন্ধ ও সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা পেলাম প্রেসিডেন্টের কাছেই। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ, কোন বেসরকারী ব্যক্তি তা যতই ক্ষমতাবান হোক, কোন সরকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেনা। এতদিনে আমরা আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি আশ্বস্ত হলাম। এ জন্য সর্বান্তকরণে প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানালাম। ধন্যবাদের জবাবে প্রেসিডেন্ট হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে তিন শয়তানের চক্রান্ত ও হামলার হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে বাঁচাবার জন্য শিয়া-সুন্নী সহ সকল 'কলেমা গো' মুসলমানকে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানালেন। হুজুরও তাঁর এ আবেদনকে স্বাগত জানালেন। ইত্যবসরে আসরের ওয়াক্ত এসে গেল। প্রেসিডেন্ট জোর করে হাফেজ্জী হুজুরকে ইমামতিতে ঠেলে দিলেন। সেই সুবাদে আমাদেরও সৌভাগ্য হল হুজুরের পেছনে নামায পড়ার।

আরেকটি ঘটনায় হুজুরের প্রতি প্রেসিডেন্টের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল। ক্যামেরাম্যানরা প্রেসিডেন্টের সাথে হুজুরের ছবি তোলার উদ্যোগ নিলে হুজুর মুখ লুকোলেন। সংগে সংগে প্রেসিডেন্ট ছবি তুলতে নিষেধ করলেন। অথচ শিয়া মজহাবে ছবি তোলা অবৈধ নয়।

প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের আলোচনা প্রায় আড়াই ঘণ্টা দীর্ঘায়িত হয়।

www.pathagar.com

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আড়াই ঘণ্টার এ আলোচনাটি তিনি বগমার্কা ধরণের একটি স্বদেশী সিগ্রেট দিয়ে দিন মজুরদের মত তিনবার নিভিয়ে তিনবার ধরিয়েই সমাপ্ত করলেন, আরেকটি সিগ্রেটের প্রয়োজন হল না। প্রেসিডেন্টের কৃচ্ছ্রতার এ নজীরই বুঝি গোটা ইরানকে মোহান্ত বাবাজীতে পরিণত করেছে।

৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা ন'টায় আমরা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের জনক জনাব আয়াতুল্লা খোমেনীর সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হলাম। এ যুগের সব চাইতে বিস্ময়কর এ ব্যক্তিত্বটিকে স্বচক্ষে দেখা ও তাঁর সামনাসামনি সন্ধির আলোচনা করা নিঃসন্দেহে ইরান সফরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। আমরা জানতাম, ইরানের এই মুকুটবিহীন সম্রাট, খুব কম কথা বলেন আর কম লোকের সাথেই কথা বলেন। আধুনিক বিশ্বের হর্তাকর্তা বিধাতারা তাঁর কাছে নাকি পৌঁছতেই পারেন না, কথা বলা তো দূরের কথা। এমনকি মুসলিম জগতের বড় বড় দিকপালরাও এসে তাঁর পেছনে নামায পড়ে কোন মতে শুধু মোসাফাহা করে কৃতার্থ হন, কথা বলার সুযোগ মেলে না। বেদিকপালরা তো দূর থেকে দর্শন পেয়েই ধন্য। দেশ-বিদেশের সবার দৌড় প্রেসিডেন্ট আলী খামিনী তক। কারণ, এ সবই তায়াল্লক মায়াল্লাসের ব্যাপার। পক্ষান্তরে তাদের ইমাম থাকেন তায়াল্লক মায়াল্লায় নিয়োজিত। তাই কেবল তায়াল্লক মায়াল্লার লোকেরই সেখানে প্রবেশাধিকার, অন্য কারো নয়।

আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের ইমামও তায়াল্লক মায়াল্লার লোক। শুধু তাই নয়. তিনি তাদের ইমামের চাইতে বয়সেও প্রায় দশ বছর বড়। তাই তায়াল্লক মায়াল্লার ক্ষেত্রেও তিনি দশ বছর সিনিয়র। ফলে তাঁর দ্বার সেখানে শুধু অবারিতই ছিল না, ছিল স্বাদরিত। আজকের দুনিয়ার মুসলিম উম্মার শিয়া-সুন্নী দু' ফের্কার দু' প্রধান মিলতে যাচ্ছেন 'আল কুফরো মিল্লাতে ওয়াহেদার' মোকাবেলায় 'ইন্নামাল মো'মেনূনা ইখওয়াতুন ফাসলেহু বায়না আখওয়ায়কুম' এর জিম্মাদারী পালনের জন্য। তাই স্বতই সে মুহূর্তটি একদিকে যেমন ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বে মহিয়ান, অন্যদিকে ছিল তেমনি অজস্র আবেগে দেদীপ্যমান।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, শিয়াদের ইমাম সম্পর্কিত ধারণা আমাদের হতচকিত করল। যেদিন থেকে কেউ তাদের ইমাম খেতাব পাবেন, সেদিন থেকে তাঁকে নিষ্পাপ থাকতে হবে, কোন পাপ প্রকাশ পেলে ইমামতি খতম হয়ে যাবে। তাই স্বভাবতই ইমামের প্রতি ভক্তি তাদের অপরিসীম। শিয়াদের কারো মতে তো ইমামের মর্যাদা নবী ও ফেরেশতার ওপরে। গোটা সৃষ্টির ওপর বনী আদমের শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনা করে ফেরেশতার ওপর ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব মানার চিন্তা-ভাবনা করা গেলেও নবীর ওপর ইমামের শ্রেষ্ঠত্বের কোন ভিত্তিই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা তাদের ফকীহদের শরণাপন্ন হলাম। তাঁরা জানালেন ঃ নবী বলতে আমরা রসূলদের বুঝাইনি, বুঝিয়েছি বনী ইসরাঈলের নবীদের। কারণ, স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলের নবীদের মর্যাদা পাবে। প্রশ্ন তুললাম, নবীদের মর্যাদা তো বুঝলাম, কিন্তু ইমাম তো আপনাদের নবীর ওপরে মর্যাদাবান। তা হলেন কি করে? জবাবে তাঁরা ইমাম মেহেদীর (আঃ) হাতে হযরত ঈসার (আঃ) বাইয়াত হবার উদাহরণ পেশ করলেন। অগত্যা চুপ করলাম বটে, মনটা পরিষ্কার হলনা।

সে যাক, শিয়াদের আকীদা-আমল নিয়ে শিয়ারা থাক। আমরা সুন্নীরা আমাদের আকীদা-আমল নিয়ে মরতে চাই। আমরা না তাদের সুন্নী বানাতে এসেছি, না তারা আমাদের শিয়া বানাতে ডেকেছে। আমরা তো একত্র হয়েছি কলেমা-গো মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া মিটিয়ে এক প্লাটফর্মে এনে নাস্তিক, মোশরেক, ইহুদী ও নাসারার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে। ব্যর্থ করতে চাই আমরা পারস্পরিক লড়াই লাগিয়ে মুসলিম মিল্লাত ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্রটি।

এ পর্যন্ত আমরা যত জনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাতে না ছিল কোন ব্রীফিং, না শর্ত-শরায়েত। কেবল তাদের ইমামের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে আমরা ব্রীফিং ও শর্ত-শরায়েতের সম্মুখীন হলাম। আয়াতুল্লাহ জান্নাতী এলেন আগের রাতে হুজুরের কাছে সবিনয় আরজ নিয়ে। জানালেন ইমামের সাথে সাক্ষাতের রীতি-নীতি। অতি সংক্ষেপে পাঁচ মিনিটে বক্তব্য শেষ করতে হবে। যা বলার এক সংগে বলতে হবে। তারপর ইমাম তাঁর জবাবী ভাষণ রাখবেন।

www.pathagar.com

ভাষন শেষ ; বৈঠকও শেষ। ব্রীফিং শুনে তো আমরা ঘাবড়ে গেলাম। এত অল্প সময়ে অতশত জমানো কথা বলব কি করে? তাই সবাই বসে 'খায়রুল কালামে মা কাল্লা ওয়া দাল্লা' হাদীস তামীলে লেগে গেলাম। দাঁড়ও করালাম পাঁচ মিনিটের এক বক্তব্য। হুজুরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ যুদ্ধ-বন্ধ ও সন্ধি, মুসলিম ঐক্য ও অমুসলিম ষড়যন্ত্র, এক কথায় কুয়ার ভেতরে সমুদ্দুর ঢুকোলাম। আর তাই নিয়েই হাজির হলাম তাদের ইমামের দরবারে।

ইদানিং আয়াতুল্লাহ খোমেনী থাকেন তেহরানে। শহরে নয়, শহরতলীতে। শহুরেদের অভিজাত কলোনীতে নয়, শহর প্রান্তের গরীবের বস্তীতে। তাদের ভাষায় 'মুস্তাদআফীন'দের পাড়ায়। এলাকাটির নাম জামারান। শহর সীমান্তের এক পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট এক সাদামাটা ফ্লাটে থাকেন তিনি। সাথেই মসজিদ। তারও ইমাম তিনিই। এককালে মোদার্রেসী করতেন, এখন করেন ইমামতি। কথায় বলে, মোল্লার দৌড় মসজিদ তক। এও যেন তাই। এতবড় বিপ্লব ঘটিয়ে শাহী প্রাসাদের অফার পায়ে ঠেলে এসে তিনি মসজিদের ইমামতি নিলেন। এ যুগে এর চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর। পাসদারানের পাহারায় থাকেন তিনি। তাঁর কাছে পৌঁছতে দেহতল্লাশীর ঝামেলা রয়েছে। একে তো আয়াতুল্লাহ জান্নাতী সাথে রয়েছেন, তার ওপরে আমরা তাঁর বিশেষ মেহমান। তারও বড় কথা, নিরাপত্তায় নিয়োজিত পাসদারান গ্রুপই আমাদের এগিয়ে নিচ্ছিল। তাই সে ঝামেলা বলতে গেলে আমাদের স্পর্শই করলনা। অতি সহজে পৌঁছে গেলাম আমরা তাঁর অপেক্ষা-কক্ষে। সেখানে আমরা চা-নাস্তায় আপ্যায়িত হলাম। ইত্যবসরে তিনি তাঁর বৈঠকখানায় এলে জান্নাতী সাব আমাদের নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

সুঠাম সুন্দর সুদীর্ঘ অশীতিপর বৃদ্ধ শিয়া ইমাম এগিয়ে এসে বাংলাদেশের নবতিপর বৃদ্ধ সুন্নী ইমামকে এমন নিবীড়ভাবে বুকে জড়ালেন যেন শিয়া-সুন্নী বিরোধের দুর্গম প্রাচীরটি নিমেষে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের দু'ফের্কার দুই মহান নায়ক যখন হাতে হাত রেখে এগিয়ে পাশাপাশি বসলেন, তখন মনে হল, মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতির যে মজবুত ভিত

www.pathagar.com

রচিত হয়ে গেল তা উপড়ে ফেলার শক্তি স্বয়ং ইবলিসেরও নেই। সেটা ছিল ইসলাম দুষমনদের সুদীর্ঘ অপপ্রচারের এক মর্মান্তিক পরাজয়। আমরাও একের পর এক ইরানী ইমামের সাথে করমর্দন সেরে ঢালা বিছানায় বসে গেলাম। ছোট্ট একটা খোলামেলা সাদামাটা বৈঠকখানা। একপাশে একটা লম্বা টুল পেতে তাতে কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানেই দু'ইমাম পাশাপাশি বসলেন। আমরা মোক্তাদীরা সমতলে থেকে তাদের হাবভাব দেখছিলাম। একজনের মুখে জিক্‌রুল্লাহ জারী ছিল। আরেকজন বারংবার তাকিয়ে তাঁকে দেখছিলেন। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর কুশল বিনিময় সমাপণান্তে আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনা পর্ব শুরু হল।

হাফেজ্জী হুজুরের লিখিত আরবী ভাষণ পড়ে শুনালেন মাওলানা আযীযুল হক সাব। তাতে জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হল এবং বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে যে সব ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর প্রশংসা করা হল। তারপরই সলাম-বিরোধী শক্তিগুলোর মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে হুজুরের বক্তব্য শোনেন। তারপর তিনি ফার্সীতে জবাবী ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষণটি ছিল এই:

ইরানে আপনার মত মহান বুযুর্গের আগমনে আমি কৃতজ্ঞ ও আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তেহরানে অবস্থানের দিনগুলোয় আপনি আপনার সহচরদের নিয়ে দেশের যেখানে ইচ্ছা যান এবং যার সাথে ইচ্ছে কথা বলুন। তারপর জানুন, বিপ্লবের প্রতি জনগণ কি খুশী, না অখুশী? যত ইচ্ছা ঘুরে ফিরে জেনে নিন, বিপ্লব মানুষকে কি সুখ দিয়েছে, না দুঃখ দিয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে গণমানুষের কাছে গিয়ে দেখুন, কি ভাবে তারা এ ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য জানমাল উৎসর্গ করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভালভাবে যাচাই করে দেখুন, ইরানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে কিনা আর জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে কিনা? আপনারা কি জুমআর জামাতে, কি অফিস-আদালতে, কি

www.pathagar.com

সভাসমিতিতে যেখানেই যান না কেন, দেখতে পাবেন, ইসলাম ছাড়া জনগণের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। বর্তমান যুদ্ধে যে জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রয়েছে তাও আপনারা দেখতে পাবেন।

মুসলিম মিল্লাতের অনৈক্যের মৌলিক কারণগুলোর অন্যতম হল শিয়া-সুন্নী বিরোধ। মিল্লাতের দুষমনদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ফলে এমনকি কাফের-মোশরেকের মোকাবেলায়ও শিয়া-সুন্নী এক হয়ে মোকাবেলা করতে পারছে না। শত্রুর এজেন্টরা অহরহ চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে তারা এক না হতে পারে। পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ বিরোধ এখনও বেশ প্রবল হয়ে বিরাজ করছে। এ বিরোধ মুসলমানদের দুর্বল করে রেখেছে এবং শোষকদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। লেবাননের উদাহরণ নিন। ম্যাণ্ডেটারী শাসন ছেড়ে যাবার সময়ে ফরাসী সরকার সেখানকার এক তৃতীয়াংশ খৃষ্টান বাসিন্দাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য দু'তৃতীয়াংশ মুসলিম বাসিন্দাকে শিয়া ও সুন্নী দু'সম্প্রদায়ে ভাগ করে খৃষ্টানকে প্রেসিডেণ্ট, শিয়াকে স্পীকার ও সুন্নীকে প্রধানমন্ত্রী করার বিধান গড়ে দিলেন। ফলে খৃষ্টান প্রেসিডেণ্ট আজ ইহুদীদের ডেকে এনে শিয়া সুন্নী উভয়কে শেষ করছে। যদি সেদিন শিয়া-সুন্নীর বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারত, তা হলে খৃষ্টানদের ক্ষমতাসীন হবার প্রশ্নই দেখা দিত না। আমরা আশা করব, আপনারা নিজ নিজ দেশে এ বিরোধ মিটিয়ে ফেলে কাফের ও মোশরেকদের মোকাবেলায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ সুগম করবেন। কাফের ও মোশরেকরা চায় ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাক। তা হলেই তারা আমাদের চরিত্র ও সম্পদ হরণ করতে পারবে।

আজ দুনিয়ার মুসলমান কাফের, মোশরেক ও মোনাফেকের সংঘবদ্ধ হুমকীর সম্মুখীন। তাই আমাদের এ সময়ে পরস্পর ঝগড়া ও লড়াই করা উচিত নয়। তা সত্বেও ইরাকের সাথে যে আমাদের যুদ্ধ চলছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আপনারা হয়ত এ ব্যাপারে সব কিছু অবহিত নন। ইরাকের নজফ শহরে যখন আমি নির্বাসিত ছিলাম, তখনও সাদ্দাম সেখানকার জনগনের মধ্যে ইসলাম-দুষমন, খুনী ও রক্ত পিপাসু বলে খ্যাত ছিল। তখনও সে প্রেসিডেণ্ট হয় নি। প্রেসিডেণ্ট হয়ে সে আমেরিকার উস্কানীতে আজ ইরানীদের পাশী

www.pathagar.com

ও অগ্নিপূজক আখ্যা দিয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে একযোগে হামলা চালিয়ে পাইকারী ভাবে হত্যা করেছে। বাধ্য হয়ে আমাদের জনগণ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আজ যুদ্ধের প্রায় তিন বছর পার হয়ে চলল। এ পর্যন্ত সাদ্দাম হামলাকারী ও দখলদার ছিল এবং আমরা আত্মরক্ষা ও পুণরুদ্ধারের যুদ্ধ চালিয়েছি। আমরা কি ইসলাম, কি কোরআন, কি বিবেক কোন কিছু থেকেই এ সমর্থন পাইনি যে, আত্মরক্ষার যুদ্ধ করা যাবেনা। তারা আমাদের শহর-জনপদে প্রতিদিন মিসাইল ও বোমার আঘাত হানছে, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। সেক্ষেত্রে আমাদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ ছাড়া কি পথ থাকে? সাদ্দাম তো সন্ধির জিগীর তুলেছে খুজিস্তান তার দখলে রাখার জন্য। খুজিস্তান যখন উদ্ধার হয়েছে, এখন আমরা সন্ধি চাই। শর্ত এই, হামলাকারীকে চিহ্নিত ও নিন্দা করতে হবে; যে হাজার হাজার ইরাকী বিতাড়িত হয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে এবং আমাদের যে শহর ও জনপদ ধ্বংস করে ধূলির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমার কথা এই, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে এবং ভাল লোকের সেখানে ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। আমরা ইরাকী জনতার কোন ক্ষতি হতে দেইনি। এ কারণেই বাগদাদ কি বসরা কোন শহরেই বোমা কিংবা মিসাইল নিক্ষেপ করিনি। অথচ আপনারা সরে জমীনে গিয়ে দেখুন, আবাদান, দেজফুল, খুররম শহর, আহওয়াজ ইত্যাদি ইরানী শহরগুলো তারা কিভাবে ধ্বংস করেছে। আর কিভাবে তারা নিরীহ নিরস্ত্র জনতাকে পাইকারীভাবে হত্যা করেছে।

ইরাকীরা আমাদের ভাই। ইরাকের মাটিকে আমরা পবিত্র মনে করি। সেখানে আহলে বায়তের অনেক পবিত্র আত্মা বিশেষত আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (কঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) মাযার বিদ্যমান। সেখানে দু'তৃতীয়াংশ বাসিন্দা শিয়া এবং তাদের সাথে সুন্নী ভাইরাও একমত যে, সাদ্দাম হোসাইন ইসলামের দুষমন ও বা'ছপার্টি প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল আফলাকের শিষ্য। আমি সন্ধির জন্য প্রস্তুত। তবে আক্রমণকারীর বিচার হবেনা এবং অপরাধীর শাস্তি হবেনা, এটা তো হতে পারে না। ইসলাম এরূপ কাজ

www.pathagar.com

অনুমোদন করেনা। সাদ্দাম হোসাইন দেশ-বিদেশের প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, ইরান উপসাগরীয় দেশগুলো দখল করতে চায়। আমরা তার প্রতিবাদে বারংবার ঘোষণা করেছি, শরীয়ত আমাদের সেরূপ কাজের অনুমতি দেয়না। তারপর মুসলমানের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্নে আমার বক্তব্য এই, আমরা আত্মরক্ষার যুদ্ধ করছি। আল্লাহ ও তাঁর শরীয়ত এবং মানবীয় বিবেক আমাদের তা করার অনুমতি দেয়। আমরা মজলুম জাতি। আপনাদের কাছে এটাই চাই, সমস্যাটি আপনারা সরে জমিনে তদন্ত করে দেখুন। তারপর যাদের অপরাধ তাদের শাস্তি দিন। আপনারা দেখেছেন, একটি বৃহৎ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ লাখের জাতি ইসরাঈল একশ কোটি মুসলমানের ওপর হামলা করে বসেছে এবং ইতিহাসের এক নজিরবিহীন অপরাধ করেছে। অথচ তখন লক্ষ্য করেছেন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি; বরং ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দানের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। আমরা বলছি, অবৈধ ইসরাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলতে হবে এবং মুসলমানকে তাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের ও আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা করার তওফীক দিন, এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

একান্তই ঘরোয়া পরিবেশে টাখনুর ওপরে তহবন্দ, নেস্‌ফ সাক জুব্বা ও গোলটুপী পরিহিত ইরানী ইমাম যখন ধীরে ধীরে এ বক্তব্যগুলো রাখলেন, তখন মনে হচ্ছিল, পাহাড় মাথায় নিয়ে ধ্যানমগ্ন এক সাধক নিজ সাধনার ফসল উপহার দিচ্ছেন। বিন্দুমাত্র আবেগ উত্তেজনা নেই, নেই কোন বাগাড়ম্বর, সহজ সরল কথায় মনের গভীরে লুকানো দেশ ও জাতি প্রীতির তীব্র অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছিলেন মাত্র।

এ নাতিদীর্ঘ বক্তব্য সমাপণান্তে ইরানী ইমাম বাংলাদেশের আমীরে শরীয়তের দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর তাঁর জিক্‌রের নিমগ্নতা থেকে মাথা তুলে বললেন, আপনি যা বললেন তা সবই প্রণিধানযোগ্য। তবে কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আপনার পরিষ্কার বক্তব্য চাই।

www.pathagar.com

ইরানী ইমাম মৃদু হেসে বললেন—আমরা তো এখন যুদ্ধ করছিনা। (হজ্জ উপলক্ষে তখন সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি চলছিল।)

হুজুরের তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক বললেন, আগামীতেও যাতে যুদ্ধ না হয় হুজুরের প্রস্তাব তারই নিশ্চয়তা দানের জন্য।

ইরানী ইমাম মৃদু হাসির রেশ টেনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর নিশ্চিন্ত হোন ইরাকে ইসলামী হুকুমাত ঘোষিত হবার সংগে সংগে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করব।

এ কথা শোনামাত্র আনন্দে ঝলমল করে উঠল হুজুরের মুখ। তাঁর মিশনের পয়লা ধাপ সাফল্যের সাথে উতরোল বলেই তাঁর এ আনন্দ। ইরানে আসা অবধি হুজুরকে কখনও এরূপ উৎফুল্ল মনে হয়নি। মনে হত, দুশ্চিন্তার এক বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি শুধু আল্লাহ-বিল্লাহ করে দিন কাটাচ্ছেন। এত দিনে যেন বোঝাটি নেমে যাওয়ায় হুজুর উৎফুল্ল চিত্তে মাথা তুলে তকালেন। ফলে স্বভাবতই এক অন্তরংগ পরিবেশ সৃষ্টি হল। সে পরিবেশে উভয়ের বয়সের আলোচনা আসায় যখন দেখা গেল, বাংলার আমীরে শরীয়ত ইরানের ইমামের চাইতে দশ বছরের বড়, তখন উভয়ই হেসে ফেললেন। এ ভাবের ঘরোয়া আলোচনার আনন্দঘন পরিবেশে ইরানী ইমামের ছকে বাঁধা সাক্ষাৎরীতি কোথায় যে উবে গেল তা কেউ টেরই পেল না। জনাব জান্নাতী সহ উপস্থিত সব ইরাকীর কাছে এ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। এ ব্যতিক্রম যে একান্তই হাফেজ্জী হুজুরের মহান ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে, তা বুঝতে কারো বাকী রইল না। তাই সেদিন থেকে হাফেজ্জী হুজুর সমগ্র ইরানীদের দৃষ্টিতে এক মহান বুযুর্গ হিসেবে ধরা দিলেন।

দশ মিনিটের আলোচনা শেষ হতে ঘণ্টা পার হল। আলোচনা শেষে বেরিয়ে আসতেই বিপ্লবী রক্ষীরা আমাদের চার পাশে ভীড় জমাল। একজন বলল, আমাদের ইমামের মুখে আমরা কোনদিন হাসি দেখিনি। আজ আপনাদের ইমামের বদৌলতে আমরা আমাদের ইমামের মুখে হাসি দেখলাম। আরেকজন বলল, আপনাদের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইমামের সাথে দেখা করতে এসে তাঁর পেছনে নামায পড়ে শুধু মোসাফাহা করে চলে গেছেন। কথা বলার সুযোগ পাননি। আর আপনারা এক ঘণ্টা কথা বললেন! নিশ্চয়ই এটা আপনাদের

www.pathagar.com

ইমামের বদৌলতে। এসব শুনে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলাম এবং হুজুরের খোদাদত্ত মর্যাদার গভীরতা উপলব্ধি করে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হলাম।

৯ই সেপ্টেম্বর আমরা ক্ষমতাচ্যুত শাহের ঐতিহাসিক শাহী প্রাসাদ দেখতে গেলাম। জানতে পেলাম প্রাসাদ তাঁর একটি নয়, আঠারটি। তার ভেতরে চারটিই তাঁর নিজের তৈরী। নাম দিয়েছেন, নয়া ভবন, শাহাবাদ, গুলিস্তান ও মর্মর প্যালেস। সাঁয়ত্রিশ বছরের শাহী জীবনে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়েছেন এগুলো। মূলত শাহী প্রাসাদের কোনটিই কারো চাইত কম যায় না। একটা দেখলে সবটার আন্দাজ করা যায়। তাই আমরা তাঁর শেষ কালের সর্বাধুনিক প্রাসাদটি দেখতে গেলাম। এটি ফারাহদীবার প্রাসাদ। শাহকে সন্তান দেবার, তাও আবার ছেলে সন্তান দেবার গ্যারান্টি দিয়ে যে নারী শাহের প্রিয়তমা স্ত্রী সুরাইয়াকে তাড়িয়ে এসে তার জায়গা দখল করলেন, তারই নাম ফারাহ দীবা। ঠাঁই পেলেন শাহের বেগম হবার প্রয়োজনে নয়, অনাগত শাহের জননী হবার দাবী নিয়ে। বেগম তো শাহের ভাল ভাল বেগমই ছিল, ছিলনা কেবল ছেলে সন্তানের জননী। মেয়ে সন্তান দিয়ে তো আর জননীর শাপমুক্তি ঘটেনা। তাই পয়লী বেগম ফওজিয়া কন্যা নিয়ে শাহের মন তো পেলেনই না, রাণীত্বও হারালেন। শাহের ছেলে না হলে ভাবী শাহ কে হবেন? সে চিন্তায় নাকি সারা ইরানীর ঘুম ছিল না। প্রজাপুঞ্জের ঘুম নষ্ট করে শাহানশাহ কি আর ঘুমোতে পারেন? জাতিকে এতীম রেখে কি করে মরতে পারেন তিনি? তাই তিনি নিছক প্রজাপুঞ্জের উপকারার্থে দোসরী বেগম নিঃসন্তান রাণী সুরাইয়াকে তালাক দিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে ফারাহ দীবাকে রাণী বানালেন। ফারাহ দীবাও বছর না ফিরতেই শাহকে ছেলে সন্তান উপহার দিলেন। সারা ইরানে ধন্য ধন্য পড়ে গেল ফারাহ দীবার। শাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। প্রজাপুঞ্জ নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমোবার সুযোগ পেল। তবু যে একটা কিন্তু রয়ে গেল, তা কেউ টের পেল না। শাহের ছেলে তো জন্ম নিল, কিন্তু জন্ম নিল না তবু ইরানের ভাবী শাহানশাহ।

এহেন ফারাহ দীবার মনের মত করে গড়া নয়া ভরন প্রাসাদটি প্রাসাদ তো নয়; একটি স্বপনপুরী। নয়া ভরন প্রাসাদের নিরাভরন রূপটি যেন

www.pathagar.com

হাজারো আভরণকে ম্লান করে দিয়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে নিকুঞ্জবনে শুভ্রসফেদ খণ্ড মেঘের মত বিরাজমান এ সৌধটি দেখার সাথে সাথে মন উড়ে যায় পারস্যোপন্যাসের রূপকথার রাজ্যে। মনে পড়ে যায় মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামার রাজ-রাজড়ার কত কথা, কত কাহিনী। সবার শেষে চোখে ভাসে স্রষ্টার আমোঘ বাণী 'ওয়ামাল হায়্যাতুদ্ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরূর (পার্থিব জীবন শুধুই প্রতারণার জীবন)।

এককালের জমজমাট 'কসরে শাহ' আজ শাহের হাজারো কুকীর্তির নিদর্শন হয়ে লাখো দর্শকের ধিক্কার কুড়াচ্ছে। সেদিনের মহা জৌলুসের শাহী নিকেতন আজ শয়তানী নিদর্শন (মোজারে তাতাণ্ড) খ্যাতি নিয়ে দেশ দেশান্তরের পরিব্রাজকদের কাছে নিজ ন্যাক্কারজনক কাহিনী বিবৃত করে চলছে। যে শাহী প্রাসাদের দুয়ারে দাঁড়ানো থাকে শাহানশাহের বিশাল ব্রঞ্জমূর্তী, যার কক্ষে শায়িত থাকে দীর্ঘকায় নগ্ন রমনীমূর্তি কিংবা যৌন-ক্রিয়ারত নারী-পুরুষের নগ্ন প্রতিকৃতি, ভোগ-বিলাসের অতুল সামগ্রী যার প্রতিটি কক্ষকে করে রাখে মোহময় ও পাপাসক্ত, বিকৃত রুচীর পাপী শয়তানরা তার শিল্প-সৌকর্যের প্রশংসায় যতই পঞ্চমুখ হোকনা কেন, সুরুচীর বিবেকবান মানুষের কাছে তা সর্বকালেই ঘৃণ্য থেকে আসছে। বিপ্লব এসে শাহী মূর্তির পা কেটে গোটা দেহ উড়িয়ে দিয়েছে। পা দুটো হয়ত এ জন্য রেখে দিয়েছে যে, শাহকে উড়াতে পারলেও তার পদচিহ্ন এখনও ইরানের বুক থেকে পুরোপুরি তারা নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। আর নগ্ন অশ্লীল মূর্তিগুলো এখনও রেখে দিয়েছে শাহের রুচীর স্বাক্ষর হিসেবে। এ অশালীন নগ্নতার মোকাবেলায় বিপ্লবী ইরানের পর্দার শালীনতা অতি উজ্জল হয়ে ধরা দেবে বলেই হয়ত তারা তা রেখেছে।

শাহী প্রাসাদের রিসিপশন রুম, অফিস রুম, মিউজিয়াম রুম, গেষ্ট রুম, ক্লক রুম, মিরার হল ইত্যাকার কক্ষগুলো দুনিয়ার সেরা মহামূল্যবান কার্পেটে সুসজ্জিত। তার মর্মরপ্রস্তর নির্মিত দেয়াল গাত্রের বৈচিত্র্যময় স্বর্ণখচিত কারুকার্য ও নানারূপ সোনালী ফুলের সমাহার যে কোন দর্শককে যুগপৎ বিস্মিত ও হত-ভম্ব করে। যে শাহের সৌধের কক্ষগুলো বলতে গেলে সোনায় মোড়া, যে

www.pathagar.com

শাহের সিগ্রেটের কেজটা পর্যন্ত সোনায় গড়া, যে শাহের প্লেট, গ্লাস, প্রিস, কাপ, পেয়ালা সবই স্বর্ণে স্বর্ণময়, সেই শাহের বিলাস প্রাসাদের বর্ণনা দেবার মত এত ভাষা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সংক্ষেপে বলা যায়:

আগার ফেরদৌস বর যমীনাস্ত
হামীনাস্ত হামীনাস্ত হামীনাস্ত

"দুনিয়ায় যদি বেহেশত থেকে থাকে তো তা এটাই, এটাই, এটাই।" শাদ্দাদ তার বানানো বেহেশতের দুয়ারে পা দিয়েই হাওয়া হল, ঢোকার চান্স আর পেলনা। সেখানে ইরানের শাহানশাহ তাঁর বানানো বেহেশতে যে কিছুকাল কাটিয়ে গেলেন এটাই তো বিরাট কৃতিত্ব। নয়াভরন প্রাসাদের শাহী শয়ন কক্ষের নয়ন জুড়ানো যুগল বিছানার শূণ্যতার হাহাকার কার না অন্তর করুণাসিক্ত করে? এমন দামী পালঙ্কের এমন দামী বিছানা-বালিশ শাহী আদর হারিয়ে এরূপ নির্মমভাবে অনাদৃত থাকবে তা কে ভেবেছিল? জাজিমের বিনম্র উচ্চতা, বিছানার চাদরের উজ্জল ঝলোমলো রূপ আর বালিশের তুলতুলে কমলতার স্পর্শ যে কাউকে তলিয়ে ভুলিয়ে রাখতে ছিল যথেষ্ট। স্বভাবতই আজ তার ম্রিয়মান দশা যে কোন দর্শককেই ভাবাকুল করে তোলে। ধিতল প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষই গাইড আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল আর ধৈর্য সহকারে তন্ন তন্ন করে তার প্রতিটি জিনিসের ইতিকথা শোনাতে লাগল। কিন্তু শোনার কানই খোলা ছিল মাত্র। মন তো ছিল গোটা সৌধের মালিকদের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত। বিপ্লবীরা কোথা থেকে মৃত শাহের ছবিটি পর্যন্ত এনে শাহী প্রাসাদ নামক মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। সেটা দেখার সংগে সংগে মনের অজান্তে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল 'ফাসীরু ফীল আরদে ফান্যুরু কাইফা কানা আকেবাতুল লিল মোকাজ্জেবীন' (দুনিয়াটা ঘুরে দেখ, সত্যধর্মকে মিথ্যা বলার লোকদের কি পরিণতি ঘটেছে)।

বাঁচার জন্য শাহ কি না করেছিলেন? লোকারণ্য শহরের সুরক্ষিত প্রান্তে পাহাড় আর কুঞ্জবন ঘেরা দুর্ভেদ্য প্রাসাদে বাস করতেন। বিশ্বের সেরা শক্তি আমেরিকার ছত্রছায়ায় অবস্থান করতেন। রাশিয়ার সাথে মোকাবেলার আধুনিকতম সমর সম্ভারের গুদাম বানালেন। আধুনিক সমরে দক্ষতম ইসরাঈলী

www.pathagar.com

বাহিনীর চার হাজার সৈন্য এনে প্রাসাদ রক্ষী বানালেন। নিজের বিশাল স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে মার্কিন উপদেষ্টার পরিচালনাধীনে দঃ পূঃ এশিয়ার সেরা বাহিনীতে পরিণত করলেন। সি, আই, এ'র বুদ্ধিমত্তা ও সাভাকের নির্মমতাকে নিজ নিরাপত্তার স্বার্থে পুরোপুরি কাজে লাগালেন। প্রতিপক্ষ নিধন ও গণহত্যার ঝড় বইয়ে দিলেন। লাখো জনতার রক্তের জোয়ারে ইরানকে প্লাবিত করলেন। অবশেষে সেই প্লাবনেরই ভাটির ফিরতি টানে নিজেই যে কি করে ভেসে গেলেন তা বুঝতেও পেলেন না। "আয়নামা কুন্তুম য়্যাদরিককুমুল মওত ওয়ালাও কুন্তুম ফী বুরুজিম মোশাইয়াদা'। (যেখানেই থাকনা কেন মরণ পৌঁছে যাবে হোকনা তা নিচ্ছিদ্র কুঠুরী)।

দোভাষী জানাল ঃ শেষবারে শাহ-উৎখাতের মিছিল যখন অজস্র তরংগমালা সৃষ্টি করে ঝড়ের বেগে শাহী প্রাসাদে ছুটে আসছিল, তখন শাহের ষ্টাণ্ডিং অর্ডার ছিল যে, ট্যাংক, কামান আর মেশিনগান যা চালিয়ে হোক, জনতাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। পক্ষান্তরে ইমামের ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ছিল, ওরা গুলি ছুড়লে তোমরা ফুল ছুড়বে। অথচ তখন আমাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রে বেশ কিছু অস্ত্র ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য এসে গেছিল। কিন্তু ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। প্যারিসে বারংবার যোগাযোগ করেও তাঁর মত বদলালো গেলনা। অগত্যা মা-বোনেরা ওড়না ভরে ফুল নিল। আমরা ইমামের প্রতিকৃতি নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চললাম। কুঞ্জবনের কাছে পেঁছিতেই শুরু হল গুলিঝড়। তা ছিল ধূলিঝড়ের চেয়েও ব্যাপকতর। জনতার মিছিলের অগ্রবর্তী তরংগমালার পর পর দু'টি তরংগ চিরতরে স্তব্ধ হল। অমনি শুরু হল মা-বোনদের ফুলঝড় আর পুষ্পবৃষ্টি। হঠাৎ গুলিঝড় বন্ধ হল। অবাক দৃষ্টি মেলে দেখলাম, রাইফেল দাঁড় করিয়ে সব ইরানী সৈন্য বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। আর মা-বোনরা ছুটে গিয়ে একদল তাদের রাইফেলের বাটগুলোয় ফুল ভতি করছে আর অন্যদল দুহাতে পুষ্প বৃষ্টি ছড়িয়ে তাদের অভিনন্দিত করছে। ফুলের সামনে গুলির এ আত্মসমর্পন আমাদের কিছুক্ষণ অভিভূত রাখল। তারপর ইসলামের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবনত হয়ে দৃপ্ত ঈমানে অবাধে এগিয়ে চললাম শাহী প্রাসাদের দিকে।

www.pathagar.com

ইতাবসরে শাহ সব জানতে পেয়ে হাওয়াই জাহাজে পাড়ি জমালেন। এ ঘোষনা শোনার সংগে সংগে বিজয়ী জনতা তকবীর ধ্বনিতে গগন নিনাদিত করে প্রত্যাবর্তন করল।

দোভাষীর এ বর্ণনা শুনতে শুনতে বারংবার আমার একটি আয়াতই মনে পড়ছিল : 'ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহসান-ফাএজাল্লাজী বায়নাকা ওয়া বায়নাহু আদাওয়াতান কাআন্নাহু ওয়ালিউন হামীম (অধমের মোকাবেলা উত্তম দিয়ে কর, তা হলে তোমার ও তার ভেতরকার শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপ নেবে)।

শাহী প্রাসাদের নরম গালিচা আর শাহী কাননের কোমল দুব্বা মাড়িয়ে ইস্পাতকঠিন শাহের রক্তপিপাসু চরিত্রের কথা ভাবতে গিয়ে বারংবার হোচট খাচ্ছিলাম। সুদখোরের বাইরের মিষ্টি হাসির ভদ্রতার আড়ালে ভেতরের মুনাফা লালসার কদর্যতার সাথেই কেবল এর কিছুটা মিল পড়ে। মসনদের মোহ যাকে একবার পেয়ে বসে তার মসনদ হারাবার আগে কোনদিন চোখ মেলে তাকাবার বুঝি উপায় থাকে না।

শাহ ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি নিখুঁত নিদর্শন। তাই তিনি আধুনিক ইরানকে গড়েছিলেন মার্কিন জারজ সভ্যতার পূর্ণাংগ পাদপীঠরূপে। মদকে তিনি অবাধ করে ঘরে ঘরে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েদের মিনিস্কার্ট পরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রাপ্তব্য করেছিলেন। অর্ধনগ্ন নারীকুল গলায় 'কিস মি' লকেট ঝুলিয়ে রাজপথে শিকার খুঁজে বেড়াত। বিদেশী মেহমান দেখলেই 'মোতা' 'মোতা' করে নিজেদের ফেরী করে ফিরত। রাতের ইরান ছিল মদাসক্ত ও নৃত্যপটিয়সীদের পৈশাচিক তাণ্ডবে মুখর। বেহায়াপনা ও ব্যভিচারে ইরানের তারুণ্য শক্তিকে তলিয়ে দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে এ গনজোয়ারের যুগে তাঁর রাজতন্ত্রের তরনীটি তর তর বেগে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধ সাধল ইরানের ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক দর্শন। আকাশে-বাতাসে যার সাদী, ফেরদৌসী, হাফিজ, ওমর খাইয়ামের মরমী সংগীত ঝংকৃত হচ্ছে, পরতে পরতে যার সুফী সাধকদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুরণিত হচ্ছে, যে মাটির জীবাত্মারা পরমাত্মায় লীন হওয়ায় 'জীবনের সার্থকতার' দীক্ষা পেয়েছে, সে মাটির বুকে বস্তুবাদী রাজতন্ত্রের 'জীবাত্মা জিন্দাবাদ' শ্লোগান কি করে চলতে পারে? চলতে

www.pathagar.com

পারেনা বলেই গোটা ইরান তাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ডাকে একযোগে সাড়া দিয়ে সমস্বরে 'আল্লাহু আকবর-খোমেনী রাহবর' শ্লোগানের মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে শাহের জীবাত্মা জিন্দাবাদের কিশতীর সলীল সমাধি ঘটাল।

পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের প্রতিভূ শাহ ইরানকে পুঁজিবাদের একটি শক্ত ঘাটিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। মার্কিন উপনেশবাদের প্রতিনিধি শাহ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় তাঁর উপনেশবাদী থাবা বিস্তারের পাঁয়তার শুরু করেছিলেন। গোটা দেশের তৈল ও ভূ-সম্পদ মুষ্টিমেয় অনুগৃহিতের হাতে তুলে দিয়ে ঘরে ঘরে হা-আন্নের হাহাকার সৃষ্টি করে তিনি ভেবেছিলেন, সমরাস্ত্রের ঝনৎকার ও যৌন অনাচারের মায়াজাল সৃষ্টি করে তাদের দাবিয়ে ভুলিয়ে কাল কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছিলেন, প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই একজন মূসা আসেন। তখন সেই মূসার 'আসা' ও 'য়্যাদে বায়দা'র অলৌকিক শক্তি ফেরাউনের লৌকিক সমরাস্ত্রের ঝনৎকার ও যৌন যাদুর মায়াজাল চূর্ণ বিচূর্ণ করে মজলুম জনতাকে উদ্ধার করে থাকে।

হ্যাঁ, জানতে পেলাম, এ বিরাট বিপ্লব সাধনের জন্য জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে মোজতাহেদের ভূমিকা নিতে হয়েছে। বেলায়েতে ফকীহ কিতাব লিখে শিয়া মজহাবের তিনটি ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন ঘটাতে হয়েছে। তা হচ্ছে তাকিয়া, রোহবানিয়াত ও মোতা। তিনি ঘোষণা করলেন, কোন ফকীহ তার জন্য তাকিয়া বৈধ ভাবতে পারবে না। কারণ, শাহাদতই যার একমাত্র কাম্য হবে তাকিয়া তার পথে অন্তরায় হবে। তেমনি ইমাম মেহেদী (আঃ) না আসা পর্যন্ত রোহবানিয়াত (বৈরাগ্য) অনুসরণ করার চিন্তাও ইসলাম বিরোধী। তাই তা বর্জনীয়। ইমাম মেহেদী (আঃ) এসে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর বিপ্লব সাধন করবেন ঠিকই। তা বলে তার আগেও দ্বীনের কাএদরা ছাটখাট বিপ্লব সাধন করবেনা এমন ধারনা ভুল। তদ্রূপ মোতা বৈধ রাখার কারণে তারুণ্য শক্তি জেহাদ ও শাহাদতের জজবা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই এটাকে অবশ্যই নিরুৎসাহ করতে হবে। বলাবাহুল্য, ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে এ কালের রূপকথার নায়কের এ তিনটি বৈপ্লবিক সংস্কার শাহী সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি দিয়ে ঘুম পাড়ানো শিয়াদের ভেতর বিপ্লবের নতুন জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। তারই স্রোতে ভেসে গেছে রূপকথার প্রতি নায়ক রাক্ষসরাজ শাহানশাহ।

www.pathagar.com

শাহী নিদর্শন দেখার পর্ব শেষ হতে আমাদের পূর্বাহ্ন পার হল। অপরাহ্নে গেলাম আমরা 'বেশেতে জাহরা' যেয়ারতের জন্য। ইরানী জনতার আবেগ অনুভূতির এ তীর্থটি আমাদের দেশের শহীদ মীনার কিংবা স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তাই হযরত হাফেজী হুজুরও আমাদের সাথে গেলেন। লাখো শহীদের এ কবরস্থানে শায়িত রয়েছেন আয়াতুল্লাহ তালেকানী, সাবেক প্রেসিডেন্ট রাজাঈ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী হুজ্জাতুল ইসলাম বাহনোর ও আয়াতুল্লাহ বেহেশতী সহ একই সংগে নিহত ইরানের শীর্ষস্থানীয় বাহাত্তর নেতা, শাহী ফৌজের নির্মম হামলায় নিহত একই জনসভার সোয়া চার হাজার জনতা, সাভাকের বর্বর নিধন-যজ্ঞের শিকার হাজার হাজার তরুণ-বিপ্লবী ও বর্তমান ইরান-ইরাক যুদ্ধে নিহত কয়েক হাজার সেনানী। আমাদের গাড়ী যেখানে গিয়ে থামল আর যেখান থেকে আমাদের পদব্রজে যাত্রা শুরু হল, সেখানেই বিশাল সুউচ্চ এক কবরে শায়িত রয়েছেন আয়াতুল্লাহ্ তালেকানী। মনে হল, বেঁচে থাকতে যিনি জীবিত জাতির শীর্ষে ছিলেন, মরে গিয়ে তিনি মৃত জাতির শীর্ষে ঠাঁই পেয়েছেন। ফুল আর ফুলের মালায় কবরটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। দলে দলে নর-নারী আসছে আর যেয়ারত করে চলে যাচ্ছে। আমরাও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছু দোয়া-কালাম পাঠ করলাম। তারপর শুরু হল আমাদের পদব্রজে যেয়ারতের ম্যারাথন রেস। বিশাল কবরস্তানের প্রান্ত থেকে দেখা যায় শুধু কালো বোর্কা আর সাদা পোষাকের সমারোহ। একটু এগিয়েই আমরা রাজাঈ-বাহনোর ও বাহাত্তর নেতার কবরস্থানে পৌঁছে গেলাম। মানুষের ভীড় আর কান্না যেন সেখানে ভেংগে পড়েছে। দোয়া, দরূদ, তেলাওয়াতে মুখর সে জায়গা। ফুল আর ফুলের মালার সমারোহ সেখানেও। কোনমতে একটু ঠাঁই করে আমরাও দোয়া-দরূদে শরীক হলাম। তারপর যাত্রা আবার শুরু হল। লক্ষ্য করলাম, প্রতিটি কবরের শীর্ষে মৃতের ছবি ও পরিচিতি বিধৃত রয়েছে। যেয়ারতকারীদের জন্য, বিশেষত আত্মীয় স্বজনদের জন্য এটা এক কল্যাণপ্রদ নির্দেশিকা। মৃতের বলতে গেলে বার আনাই তরুণ ও যুবক। অবশিষ্ট চার আনা হল ফুটফুটে চেহারার কিশোর ও গুরুগম্ভীর প্রবীণ। তারা সবাই দেশ, জাতি ও সর্বোপরি ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

www.pathagar.com

তাই ইরানীদের মতে তারা সবাই শহীদ। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে অবস্থান করছে। আর এ কারণেই তাদের কবরস্থানের নাম দিয়েছে তারা 'বেহেশতে জাহরা।'

দোয়া-কালাম পড়তে পড়তে আমরা এগিয়ে চললাম। সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ কবরগুলোর মাঝখানে সুলম্বিত পথ। কাতারের পর কাতারবদ্ধ হয়ে যেন রণাংগণে কিংবা নামাজে হাজির রয়েছে। প্রায় সবার কবরেই কিছু না কিছু নর-নারী হয় বসে তেলাওয়াত করছে, নয় দাঁড়িয়ে যেয়ারত করছে। বেশীর ভাগ কবরে নারীরা বসে তেলাওয়াত করছে। শুনতে পেলাম, বিপ্লব ও যুদ্ধে এ পর্যন্ত চব্বিশ হাজার বিধবা হয়েছে। এতীমের সংখ্যা নিঃসন্দেহ এর কয়েকগুণ হবে। কোথাওবা তরুণী বিধবার বুকভাংগা কান্নাও দেখলাম। তবে সে কান্নায় বুকফাটা শিহরণ দেখেছি, মুখ ফোটা উতরোল দেখিনি। কোথাও জনক-জননীকে ফলমূল বিতরণ করতে দেখেছি। সে ফলমূল কোথাওবা তাদের মনরক্ষার্থে আমাদেরও নিতে হয়েছে। ভিন্ন দেশী ভিন্ন রঙের আমাদের দিকে প্রায় সবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হত। আমরাও কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে বা বসে তাদের শান্ত্বনার বাণী শোনাতাম। এক প্রৌঢ়া জননী আমাদের পেয়ে উল্টো বাণী শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: পাঁচ ছেলের তিনটিই শহীদ হয়ে জান্নাতে পৌঁছে গেছে। আমি এ জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি। বাকী দুটো ছোট। তাদেরও বড় হলে আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য উৎসর্গ করব। কারণ, তারা আমার গর্ভে জন্ম নিলেও মূলত ইসলামের সন্তান। ইসলামের সন্তানরা তো ইসলামের গৌরবের জন্য প্রাণ দেবে। মায়ের জন্য সন্তানকে বেহেশতে পাঠাবার চাইতে উত্তম কাজ আর কিছুই হয়না। আপনারা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের সন্তানের জননীদেরও এ সত্যটি ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন। তিন তিনটি কর্মক্ষম সন্তান-হারা জননীর মুখে এ ধরণের কথা শুনে স্বভাবতই আমরা হতবাক হয়েছি। বুঝতে পেলাম, ইরান আজ এ ধরণের জননী সৃষ্টি করতে পেরেছে বলেই সারা দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে।

বেহেশতে জাহরা ছেড়ে আসতে রাত হয়ে গেল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইরানীরা বিভিন্ন মসজিদে জমায়েত হয়ে দোয়াদরূদ

www.pathagar.com

পড়ে ও আল্লাহর কাছে তাদের ইসলামী বিপ্লবের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য কান্না-কাটা করে। মসজিদে খোমেনীতে সে রাতে প্রায় লাখ তিনেক লোকের জামাত হয়েছিল। হযরত আলীর (ক:) বর্ণিত মছনুন দোয়াগুলোই তারা বেশী বেশী পড়ে। তাদের কান্নার বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই বুঝি এক। বুক চাপড়ে না কাঁদলে যেন তাদের কান্নাই হয় না। মসজিদে খোমেনীতে সে রাতে কারবালার মাতমের এক মহা মিছিল নেমেছিল।

দশই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ইরানে ছুটির দিন। বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবস ও শুক্রবার পূর্ণদিবস তাদের ছুটি থাকে। বৃহস্পতিবার রাতের দোয়া-দরূদ আর শুক্রবারে জুমআর সুবিধার জন্যই তারা এ সাপ্তাহিক ছুটি পায়। তখন তেহরান ইউনিভার্সিটি বন্ধ ছিল। বিপ্লবের পরপরই এ পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র কোমের কর্তাদের হাতে দায়িত্ব দেয়া হয় সিলেবাস ও পাঠ্য পুস্তক সংস্কারের। সম্প্রতি তারা তা সম্পন্ন করার সাথে সাথে ভার্সিটি খুলে দেয়া হয়েছে। সেখানেই সমগ্র তেহরানীরা একসাথে জুমআ আদায় করত। তাই সে জামাতে অন্যূন বিশ লাখ লোক জমায়েত হত। জুমআর মূল খতীব হলেন প্রেসিডেন্ট আলী খামিনী। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন স্পীকার হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানী। তাঁর অবর্তমানে সেদিনের খতীব ছিলেন আয়াতুল্লাহ কাশানী। ইরানী নেতৃবৃন্দ এসে হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে জুমআর খোৎবা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। হুজুর আমাদের নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব খোৎবা পড়বেন। মাওলানা আযীযুল হক সাব খোৎবা লিখে হুজুর সহ আমাদের সবাইকে শোনালেন। সামান্য রদবদলের পর তা অনুমোদিত হল। আজকের ইরানীরা আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাই জেহাদী জজবায় উজ্জীবিত। তাই জেহাদের আয়াত ও আহাদীস খোৎবার প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হল। তারপর আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বন্ধ ও তার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, তা শেষভাগে পেশ করা হল। উদ্দেশ্য, ইরানীরা যেন বুঝতে পায়, আমাদের সন্ধি প্রস্তাব তাদের জজবায়ে জেহাদের শুধু অনুকূলই নয়, পরন্তু তার পরিপূর্ণ সহায়ক।

www.pathagar.com

বেলা এগারটায়ই খোৎবা পাঠের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। হুজুর রয়ে গেলেন। পরে এসে তারা অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকেও নেন। আমরা সুরক্ষিত জুমআর এলাকায় সহজেই পৌঁছে গিয়ে ইমামের কক্ষে ঠাঁই নিলাম। কক্ষের দ্বিতলে খোৎবার মঞ্চ। মঞ্চের ডান পাশে খোলা ছাদে ক্যামেরাম্যানরা ছবি তোলার ও রেডিও-টি, ভি ওয়ালারা খোৎবা রেকর্ডের জন্য হাজির থাকে। কিছুক্ষণ পরেই মাওলানা আযীযুল হক সাবকে খোৎবা মঞ্চে নেয়া হল ও আমাদের নিয়ে বসানো হল জুমআর জামাতের পয়লা কাতারে। বিশাল জামাতের অগ্রভাগই শুধু আমাদের নজরে এল, পশ্চাৎভাগ যে কতদূর সম্প্রসারিত তা দেখার উপায় ছিল না। এতক্ষনে খোৎবামঞ্চ দ্বিতলে রাখার তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম।

মাওলানা আরবীতে খোৎবা পড়েন। বিশ লাখের বিশাল জামাতের মুসল্লীরা সবাই তা না বুঝলেও চুপচাপ বসে শোনেন। খোৎবার পরে জনাব আবদুর রহীম আব্বাসী তার ফার্সী অনুবাদ শোনান। তখন বিভিন্ন বক্তব্যের ওপরে উৎফুল্ল জনতা তকবীর ধ্বনি দেন ও দরূদ পাঠ করেন। মাওলানার খোৎবাটির বাংলা অনুবাদ এই :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

হে ইরানের শাহাদত পিয়াসী ভ্রাতৃবৃন্দ !

আপনাদের প্রতি মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজী হুজুর, তাঁর সফর সংগীবৃন্দ ও বাংলাদেশের জনগণের সালাম ও শুভেচ্ছা রইল। আপনারা জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে সংগ্রাম করে যুগের এক অভিশপ্ত তাগুতী শক্তি প্রাচীনতম রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেছেন। আপনারা দেশ থেকে শয়তানের পদচিহ্ন যথা অশ্লীলতা ও শরিয়তগর্হিত কার্যকলাপ রহিত করেছেন। আপনারা শরিয়তের পবিত্র আইন-কানুন এ দেশে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য অজস্র জান কোরবান করেছেন এবং এখনও তার জন্য আপনাদের নওজোয়ানরা আকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে চলছে। আপনারা দ্বীনের মশাল জেলেছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তির ওপরে প্রচণ্ড

www.pathagar.com

আঘাত হেনেছেন। তাই আপনাদের ওপর আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত বর্ষিত হোক।

আমরা মনে করি, আপনারা কোরআনের নির্দেশ মতে এ সব কাজ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানের ক্ষেত্রে গাফেল তারা শয়তানের রাস্তায় যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। জেনে রেখ, শয়তানের ষড়যন্ত্র জালের ভিত খুবই দুর্বল'। আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মোমেনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' তিনি অন্যত্র বলেন, 'শহীদগণ আল্লাহর কাছ থেকে পানাহার প্রাপ্ত হয়।'

এ সব আয়াতের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, যারা জেহাদ থেকে বিরত থাকে তারা বড়ই দুর্ভাগা। দু'দিনের জীবনের মায়ায় ভুলে যারা মরনের ভয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। সুরায়ে তওবায় আল্লাহ পাক বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের হল কি? যখনই তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য বেরিয়ে পড়, তখনই তা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হয়। তোমরা কি আখেরাতের জীবনের চাইতে দুনিয়ার জীবনটাকে অধিকতর পসন্দ করছ? জেনে রেখ, ইহকালের জীবন ও তার আয়েশ-আরাম পরকালের তুলনায় খুবই নগন্য।'

হযরত আলী (কঃ) বলেছেন, 'মরণ তোমাদের অদৃষ্টের লিখন। মরণকে যদি তোমরা পিছনে ঠেলতে চাও, তাহলে তা এগিয়ে এসে তোমাদের গ্রাস করবে। যদি তোমরা মরণ থেকে পালাতে চাও, তা হলে তা তোমাদের দুয়ারে এসে হাজির হবে। তোমরা সে বস্তু সম্পর্কে সাবধান হও যা তোমাদের পেছনে ধাওয়া করছে ও তোমাদের খুঁজে ফিরছে। মনে রেখ, তা হচ্ছে কবর। সাবধান। কবর হয় তোমাদের জন্য বেহেশতের এক বাগিচা হবে, নয় দোযখের এক কুণ্ড হবে।'

হে বীর ভ্রতৃবৃন্দ!

আপনারা যদি যথার্থ অর্থে আল্লাহর পথে রক্ত বিসর্জন দিয়ে থাকেন তা হইলে নিঃসন্দেহ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং শাহাদতের শরাবান তহুরা

www.pathagar.com

পান করেছেন। শাহাদত প্রকৃতই একটি সৌভাগ্য। কেননা, শাহাদত বৈষয়িক ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অতি মর্যাদার চিরস্থায়ী জীবনে রূপান্তরিত করে। মূতার যুদ্ধে জাফর ইবনে আবুতালেব (রাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যখন তার ডানহাত কাটা যায়, তখন তিনি বাম হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা ধারণ করেন। যখন তার বাম হাতও কাটা যায়, তখন তিনি দু'হাটু ও দাঁতের সাহায্যে ইসলামী ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। তারপর যখন তিনি শহীদ হন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে ফেরেশতার মত পাখা দান করেন। ফলে সবাই দেখতে পায় যে, তিনি ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

হে আল্লাহর সৈনিকবৃন্দ!

জেনে রাখুন, মুসলমানদের একটি ফরজ কাজ হল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা ও ঝগড়া-ফাসাদ না করা। স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ হও এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়োনা।' তিনি অন্যত্র বলেন 'মুসলমানরা একে অপরের ভাই। তাই তাদের (ঝগড়া হলে) সন্ধি করিয়ে দাও। আর সেক্ষেত্রে তাকওয়ার আশ্রয় নাও। তাহলে তোমরা আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা লাভের যোগ্য হবে।'

হে ইরানী মুসলিমবৃন্দ! এ দেশে আপনারা যখন ইসলমৌ কানুন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন, তখন চলুন, আমরা পরস্পর মিলে আমাদের মাঝে বিরাজমান সকল বিরোধ মিটিয়ে ফেলি। আসুন, আমরা ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান ঘটাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা মুসলমানদের মধ্যকার যাবতীয় মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। এগুলো দুর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর কোরআন ও রসূলের সুন্নার পুরোপুরি অনুসরণ। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'আরব ও অনারবে কোন তফাৎ নেই। কেবল মাত্র তাকওয়া মর্যাদার তারতম্য সৃষ্টি করতে পারে।' যদি আমরা পূর্ণমাত্রায় কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করতে পারি, তা হলেই খোদায়ী মদদে আমাদের প্রকৃত বিজয় অর্জিত হবে। আর তখনই উপনিবেশবাদী শয়তানরা মুসলমানদের হাতে অপমানিত ও লজ্জিত হবে এবং মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফেলিস্তিন মুক্ত হবে। তেমনি আফগানিস্তান, ইরিত্রিয়া ও

www.pathagar.com

ফিলিপাইনের মুসলমানরা দুষমনের হাত থেকে রেহাই পাবে। আপনাদের সবাইকে মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম। বিশ্বের ইসলামী দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম চালিয়ে বিজয়ী হোক, এ কামনা নিয়েই আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ও তাঁর
সফর-সংগীবৃন্দ।

খোৎবা শেষে আমরা জুমআর নামাযে অংশ নিলাম। যদিও জুমআ মোসাফেরের জন্য ফরজ নয়, তথাপি লৌকিকতার খাতিরে আমরা তাদের সাথে জুমআ পড়ে নিলাম। ঘরে এসে অবশ্য আমরা জোহর পড়ে নিয়েছি। জুমআর মূল খতীব জনাব কাশানীর খোৎবা চলেছিল প্রায় দু'ঘন্টা। তাতে গত সপ্তাহের জাতীয় কার্যকলাপের পূর্ণ পর্যালোচনা ও আগামী সপ্তাহে জাতির কর্মসূচীর পূর্ণ ফিরিস্তি শোনানো হয়। নামায পড়ালেন তিনি যেন একটি খোলা কবরে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত নিরাপত্তার খাতিরেই এ ব্যবস্থা। কারণ এ দেশের সব গুলিরই লক্ষ্যবস্তু আলেমকুল। নারীরাও জুমআয় অংশ নেয়। তাদের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক এলাকা।

সন্ধ্যায় রেডিও তেহরানের প্রতিনিধি আসেন হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি সেখানে বক্তব্য পেশ করি। আমাদের আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তার ভেতরে একটিতে আমি অংশ নেই। অবশিষ্টগুলোয় মাওলানা আযিযুল হক সাব অংশ নেন। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারেই ইরানী সাংবাদিকরা চেষ্টা করতেন আমাদের থেকে ইরাকের বিরুদ্ধে বক্তব্য আদায়ের জন্য। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা এই বলে এড়াতাম যে, মধ্যস্থতাকারী কোন পক্ষকে অপরাধী বললে মধ্যস্থতার কাজ বিঘ্নিত হয়। এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মাওলানা আযিযুল হক সাব ইরাক আক্রমণকারী কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আসার প্রাক্কালে আমাকে বাংলাদেশস্থ ইরাকী রাষ্ট্রদূত বলেছেন, ইরান যে আক্রমনকারী তার অকাট্য দলীল আমাদের হাতে রয়েছে। আপ-

www.pathagar.com

নারা দেখতে চাইলে তা দেখাতেও পারি। বেচারা ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে মাওলানার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, এমন একটা সর্বজনস্বীকৃত সত্যের ব্যাপারে তাদের কাছে এ ধরণের বক্তব্য দুনিয়ার আর কেউ কখনও রাখেনি। আমার পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারটিতেও আমি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, আপনারা যতভাবেই প্রশ্ন করুন না কেন, কে আক্রমনকারী তা নিশ্চিত জানা থাকলেও আমরা যে কোন অবস্থাতেই তা প্রকাশ করবনা। এ কারণেই পরবর্তীকালে তারা ইরাকের বিরুদ্ধে আমাদের দিয়ে কিছু বলাতে চেষ্টা করতনা।

তেহরান রেডিওকে দেয়া আমার সাক্ষাৎকারটি এই :

প্রশ্ন : আপনাদের ইরান সফরের উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর : বিসমিল্লাহির রহমানের রহিম। আমাদের ইরান সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরান-ইরাকের যুদ্ধ বন্ধ করে অমুসলিমদের চক্রান্তের মোকাবেলায় মুসলিম মিল্লাতের সংহতি সাধনের প্রয়াস চালানো। অবশ্য আনুসংগিক আরও দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে। এক, জনাব আয়াতুল্লাহ জান্নাতীর দাওয়াতের মর্যাদা প্রদান। দুই, ইরানীদের স্বষ্ট ইসলামী বিপ্লব স্বচক্ষে পর্যবেক্ষন।

প্রশ্ন : এ ক'দিনের সফরে আপনারা কোথায় কি কাজ করেছেন ?

উত্তর : ইরানে এসে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইরান মজলিশের স্পীকার জনাব হাশেমী রাফসানজানী, আয়াতুল্লাহ খোমেনীর পরে সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা জনাব আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম আলী খামিনী ও ইরান বিপ্লবের জনক জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে প্রাণখোলা আলাপ করেছি। আমাদের আলোচনা ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ ও সন্তোষজনক। মুসলিম জাহানের পারস্পরিক বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা যে একমাত্র ইসলামই দিতে পারে, অন্য কোন শর্ত নয়—এ ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি।

আমাদের সফরের আনুসংগিক উদ্দেশ্যের পয়লাটি সাধন করেছি আমরা ইরানে এসে জনাব আয়াতুল্লাহ জান্নাতীর দফতরে মেহমান হয়ে। তারপর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ পর্যন্ত ইরান বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র কোমের ফয়জিয়া মাদ্রাসা, ইরান বিপ্লবের প্রেরণার উৎস লাখো শহীদের জীবন্ত শহর

www.pathagar.com

বেহেশতে জাহরা, ইরান বিপ্লবে আহতদের সুশ্রূষাকেন্দ্র ছারুল্লাহ হাসপাতাল, ইরান বিপ্লবের অতন্দ্র প্রহরীদের লীলাকেন্দ্র 'মারকাজে পাসদারানে ইনকেলাব', ইরান বিপ্লবের প্রচারযন্ত্র পাশবিকতা বিবর্জিত রেডিও-টেলিভিশন, ইরান বিপ্লব প্রভাবিত নগ্নতা বিবর্জিত নারী সমাজ ও ইরান বিপ্লবে বিপর্যস্ত শাহী প্রাসাদের 'তাণ্ডতী নিদর্শন' পর্যবেক্ষণ করেছি।

প্রশ্ন ঃ ইরান সম্পর্কে আপনাদের নূতন কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে? কোরআন ও ইসলামের সাথে ইরানের বর্তমান সরকার ও বিপ্লবের কি সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর ঃ আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে সাধিত ইরানের বর্তমান বিপ্লব ইসলামের প্রাথমিক যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো ইরান সম্পর্কে যে প্রচার করছে, তার সাথে সত্যের কতটুকু মিল রয়েছে?

উত্তর ঃ ইরানে এসে আমরা ইসলামের এমন সব নমুনা দেখতে পেয়েছি যা আমাদেরকে পাশ্চাত্য প্রচারযন্ত্র প্রভাবিত অনেক ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ বাংলাদেশ বাংগালী জাতীয়তাবাদের নামে অর্জিত হলেও উপ-মহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ফসল পাকিস্তানেরই ক্রোড় থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই মাত্র সাড়ে তিন বছরেই বাংগালী জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কায়েম হয়েছে এবং আট কোটি মুসলিম বাংলাদেশীর প্রভাবে এক কোটি অমুসলিমের আদর্শ-সংস্কৃতির প্রাধান্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই আবার সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। গত নির্বাচনে হাজারো দুর্নীতির মুখে হযরত হাফেজ্জী হুজুরের দেশের তৃতীয় শক্তি হিসাবে অভ্যুত্থান তারই জলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম খোমেনীর সাথে মোলাকাত করে তাঁর সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা হল?

উত্তর ঃ জনাব আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে দেখতে পেয়েছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য ইরান থেকে কি পয়গাম নিয়ে যাচ্ছেন? আর ইরানী জনতার জন্যই বা কি বাণী রেখে যাচ্ছেন?

উত্তর : বাংলাদেশের জন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছি ইরান বিপ্লবের সঠিক সন্দেশের অনুপম সওগাত। আর ইরানী ভাইদের দিয়ে যাচ্ছি আসন্ন ইমাম মেহদীর (আঃ) পয়লা কাতারের সৈন্য হওয়ার সর্বোত্তম সুসংবাদ।

ওয়াস্‌সালাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

সেদিন রাতে আমরা টেলিভিশন দেখলাম। আমরা আরও ক'দিন দেখেছি। যেদিন আমাদের খবর থাকত, সেদিনই ওরা ডেকে নিয়ে আমাদের টেলিভিশন দেখাত। টেলিভিশনও যে এ যুগে বৈধ হতে পারে, বৈধ শুধু নয়, একেবারে অপরিহার্য হতে পারে, তা ইরানে না এলে হয়ত বুঝতেই পেতাম না। ইরানী মোল্লারা পাশ্চাত্য টেলিভিশনকে শুধু কলেমা পড়িয়ে মুসলমানই বানায় নি, জুব্বা পড়িয়ে মোল্লা বানিয়ে ছেড়েছেন। টেলিভিশন খুললেই দেখা যায়, মাদ্রাসার দরস-তাদরীস শুরু হয়েছে। কখনও কোরআনের তা'লীম হচ্ছে, কখনও হাদীসের দরস্ হচ্ছে, কখনও ফেকাহ্‌র মসআলা-মাসাএল চলছে, কখনও বা আরবী ভাষা শেখানো হচ্ছে। টেলিভিশনেই দেখতে পেলাম, ইরানী আলেমরা ইরাকী যুদ্ধ বন্দীদের নিয়মিত কোরআন-হাদীসের দরস্ দিয়ে মৌলভী বানিয়ে চলছে। টেলিভিশনে এ ছাড়া দেখা যায় যতসব প্রামাণ্য চিত্র। শাহ বিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকে সাফল্য পর্যন্ত গোটা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তাতে তুলে ধরা হয়। বিশেষত সাভাকের নির্মম অত্যাচারের লোমহর্ষক দিকগুলো তাতে পুরোপুরি বিধৃত রয়েছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধেরও বিভিন্ন প্রেরণাদায়ক ও শিক্ষামূলক চিত্র দেখানো হয়। তা ছাড়া দেখানো হয় দেশ রক্ষা ও জাতি গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিতদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও জাতীয় উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পদ্ধতি। আরো শোনানো হয় উদ্দীপনামূলক জাতীয় সংগীত ও নেতাদের বাণী-বিবৃতি। মোট কথা, ইরান টেলিভিশন দেখা আর ওয়াজ মাহফিলে কিংবা মাদ্রাসায় যাওয়া একই কথা। তবে কি তা নারী বর্জিত? তাও নয়। নরের কাজে নর আসে, নারীর কাজে নারী। বর্জিত কেবল যৌনপ্রেমের প্যানপ্যানানী, নর-নারীর টানাটানি আর নগ্ন দেহের হানাহানী।

www.pathagar.com

টেলিভিশনের পর্দায় নারী এসে নারীদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম সেরে চলে যায়। কাজের ফাঁকে বা শেষে পরপুরুষকে হাসি উপহার দিয়ে যাবার প্রয়োজন ভাবে না। তেমনি প্রয়োজন ভাবেনা নিজ দেহ বল্লরীর সুচালো কি উঁচালো অংশের বাজার যাচাই করার। এ ধরণের মরু সাহারার কারবার হলে নাকি আমাদের দেশের টেলিভিশনগুলো লু হাওয়ায় লুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ ইরানের এমন কোন ঘর নেই যেখানে টেলিভিশন নেই এবং এমন কোন লোক নেই যে নিয়মিত টেলিভিশন দেখেনা। তা ছাড়া এদেশেও দেখেছি, যুদ্ধকালীন রেডিও টিভি পাইকারী হারে আল্লাহ-বিল্লাহ চালিয়েও জনপ্রিয়তা হারায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। মূলত মোমেনের জিন্দেগী জেহাদের জিন্দেগী। জেহাদ বিমুখ আয়েশী জিন্দেগীই তাদের বিকৃতির অতলে তলিয়ে দেয়।

ইরানী টেলিভিশনে আমাদের প্রতিটি প্রোগ্রাম বেশ আকর্ষনীয় করে দেখিয়েছে। ফলে আমাদের প্রত্যেকেই ইরানীদের কাছে পরিচিত হয়ে গেছি। সেদিন মাওলানা আযিযুল হক সাবের খোৎবা পাঠ দেখানো হয়। খোৎবার সময় বিশেষ বিশেষ অংশ শোনানো হয়। খোৎবার সময়ে মুসল্লীদের উচ্ছাস ও শ্লোগান পর্যন্ত পর্দাস্থ হয়। টেলিভিশনের পর্দায় এই প্রথম হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে দেখা গেল। নামাযে নিরত অবস্থায় তাঁর এ ছবি নেয়া হয়। এর আগে কখনও সুযোগ হয়নি। এ ছবি দেখে নাকি ইরানীদের প্রত্যয় জন্মেছে, তিনি বড়দরের ওলি আল্লাহ। ইরানের ঘরে ঘরে তিনি নাকি বাংলার ইমাম নামে অভিহিত হয়েছেন।

হাঁ, ছবি শিয়ারা জায়েজ মনে করে এবং হাদীসের 'তাসবীর' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের ও আমাদের মতভেদ রয়েছে। বলতে গেলে ইরানের ঘরে ঘরে, রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ছবি ছড়িয়ে আছে। তাদের ইমামের ছবি তো আছেই। তার সাথে রয়েছে প্রেসিডেন্ট খামিনী, আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী, হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ছবি। তা ছাড়া রয়েছে তাদের শহীদ নেতৃবৃন্দ যথা আয়াতুল্লাহ বেহেশতী, হুজ্জাতুল ইসলাম বাহনোর, শহীদ রাজাঈ প্রমুখের ছবি। তারা জীবিত নেতাদের যেমন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তেমনি মৃত নেতাদেরও স্মরণে রাখতে চায়। মূল নেতার সাথে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্যান্য নেতাকে সমানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের নজীর সত্যিই বিরল। এক নেতার পেছনে এগার নেতা তৈরী'র এটাই বুঝি পদ্ধতি। এমন দেশে যে কোনদিন নেতার অভাব হয়না তাতো বাহাত্তর নেতার একসংগে অন্তর্ধান থেকেই প্রমাণিত হল।

এগারই সেপ্টেম্বর শনিবার ফজর পড়েই আমরা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এলাকা দেখার জন্য রওনা হলাম। রনাংগন এলাকায় এয়ার ফোর্সে'র বিমান ছাড়া অন্য বিমানের প্রবেশাধিকার নেই। অথচ তেহরান থেকে আহওয়াজে বিমান ছাড়া দিনাদিনি যাতায়াতের উপায় নেই। তাই এয়ারফোর্সে'র বিমানেই আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা হল। এয়ার ফোর্সে'র সদর দপ্তরে যখন পৌঁছলাম, তখনও বিমান বাহিনীর প্যারেড চলছিল। বিমানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার ফাঁকে দাঁড়িয়ে তাদের প্যারেড দেখছিলাম। শুনে অবাক হলাম, পাশ্চাত্য লেফট রাইটের জাগা দখল করেছে কোরআনের 'নাসরুম মিনাল্লাহ—ফাতহুন করীব' আর 'আশিদ্দাও আলাল কুফ্ফার—রুহামাও বায়নাহুম।' শুধু তাই নয়, সুরা ফীল থেকে সুরা নাস পর্যন্ত নিত্যকার নামাযের সুরাগুলো প্যারেডে পুরো-পুরি আবৃত হচ্ছে। সব বিভাগের শীর্ষে আয়াতুল্লাহ রাখার তত্ত্ব এতক্ষণে হৃদয়ংগম হল।

ন'টার দিকেই আহওয়াজ পেঁাছে গেলাম। ইরানীদের কথিত ইরাকী ধ্বংসলীলার বেশ কিছু নিদর্শন সেখানে দেখানো হল। লক্ষ্য করলাম, ইরা-কীরা লোকালয়-হাসপাতাল নির্বিশেষে বোমাবর্ষন করতে দ্বিধা করেনি। তথাপি আহওয়াজ শহরটি মোটামুটি অক্ষতই রয়েছে। তবে নির্বিচার বোমাবর্ষনের কারণে অধিকাংশ বাসিন্দা বাস্তুত্যাগী হয়েছিল। এখন তাদের পুনর্বাসনের কাজ চলছে।

আমরা এখানকার পাসদারান হেড কোয়ার্টারে কিছুক্ষন অবস্থান করলাম। পাসদারানের গাড়ীতেই আমরা আবাদান ও খুররম শহরে যাব। ইত্যবসরে তারা চা-নাস্তা দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করল। এখানেই দেখা পেলাম দশ এগার বছরের এক সুদর্শন কিশোরের। সে আমাদের পানি পান করাচ্ছিল।

www.pathagar.com

অভিমান বিজড়িত কণ্ঠে সে আমাদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে দোয়া চাইল যেন তাকে জেহাদে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। তার অভিযোগ, বাপ-মা থেকে তার পনর বছর বয়স হওয়ার সার্টিফিকেট আনা সত্ত্বেও সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে সেনাবাহিনীতে নেয়নি। ফলে সে শহীদ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। কিশোরটির এ কথা কটি আমাদের ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। মাওলানা আযীযুল হক সাব আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আমরা দোয়া করি, খোদা যেন তোমার হায়াত দারাজ করেন এবং পনের বছর পূর্ণ হলে তুমি জেহাদে যোগ দিতে পার। কিশোরটি বাধা দিয়ে বলল, না-না আমার হায়াত দারাজের কথা বলবেন না। বরং আমার হায়াত কম হোক, ইমামের হায়াত দারাজ হোক। আমরা হতভম্ব হলাম। ভাবলাম, সুদূর আহওয়াজের এক কিশোরের ইমাম ভক্তির এ পরাকাষ্ঠা যে জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়, সে জাতিকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার কোন উপায় থাকে কি? জানতে পেলাম, গোটা জাতি নামাযের পরে মোনাজাতের জন্য এ মর্মে একটি চরণ বানিয়ে নিয়েছে: 'উমরে মান কম শওয়াদ ওয়া উমরে ইমাম দরাজ শওয়াদ'।

আহওয়াজ থেকে আমরা পাসদারানের গাড়ীতে আবাদান চললাম। মাইল পাঁচেক যেতেই তারা আমাদের ইরাকী অগ্রগতির শেষ সীমানা দেখিয়ে বলল, কেবলমাত্র বনি সদরের অবহেলা বা ষড়যন্ত্রের কারণেই ইরাক এতখানি এগোতে পেরেছিল এবং সে বিতাড়িত না হলে ইরাক আহওয়াজ দখল করে ফেলত। আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, বনি সদরের এ ভূমিকার কারণ কি? তারা বলল, কারণ তো মার্কিন দূতাবাস থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্রেই জানতে পেরেছিলাম। তাতেই দেখা গেছে, বনিসদর ও কুতুবজাদেহ ছিলেন সি, আই, এর মস্তবড় এজেন্ট। আমরা তো তখনই তাদের শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিলাম। দরিয়া দিল ইমাম বলে দিলেন, পেছনে কে কি ছিল তা জানার দরকার নেই। এখন থেকে ভাল হয়ে চললেই ভাল। কিন্তু মজলিশ তাদের বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইমাম তখন বনি সদরকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। কিন্তু বনি সদর জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে ইমামের কৃপায়

www.pathagar.com

ক্ষমতায় থাকার চাইতে পালিয়ে যাওয়াই উত্তম ভাবলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, মার্কিন প্রভু অচিরেই ইমামকে উৎখাত করে তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর আজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবের মুখ দেখবেনা কোন দিন।

বনি সদর-কুতুব জাদেহ্‌র কিছুটা মার্কিন-প্রীতি পণবন্দীর ব্যাপারেই প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের ধারণায় তা ছিল ব্লক-প্রীতির ব্যাপার। দক্ষিণপন্থী বলেই তাঁর মার্কিন ব্লকের প্রতি ঝোঁক। তা তিনি যে সি, আই, এ, পন্থী তা এই নতুন শোনলাম বলে বিশ্বেস করতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল।

পাসদারানের একজন বলে উঠল, জানেন, খুররম শহরের পতন হত না। তারা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে লড়ছিল আর কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে প্রাণ দিচ্ছিল। কিন্তু বনি সদর সবাইকে অন্ধকারে রেখে বলতেন, সব ঠিক আছে। একের পর এক শহরের পতন ঘটলেও তিনি জানাতেন, কিছুই হয়নি। সেনা-বাহিনী যেহেতু তাঁর কম্যাণ্ডে, তাই কোথাও তাদের এগোতে দিতেন না। হয়ত মার্কিন সরকার ইরাককে দিয়ে ইমামকে উৎখাত করে তাকে ক্ষমতায় রাখত। ইমাম যখন সঠিক সূত্রে এ খবর পেলেন, সংগে সংগে তার হাত থেকে সেনা-বাহিনীর কম্যাণ্ড তুলে নিলেন। তখন বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। তথাপি প্রচুর খেসারত দিয়ে হলেও জাতি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।

এসব শুনে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। সত্যি বলতে কি, বনি সদরের জন্য আমার কেন যেন কিছুটা দুর্বলতা ছিল। তাই তাঁর অপসারণটা আমি মনে প্রাণে আদৌ মেনে নিতে পারিনি। আমার আশংকা হচ্ছিল, এর ফলে বিপ্লবী ইরান বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মোল্লা-মিষ্টারের মিলন-সেতুটা ভেংগে যাবে। কিন্তু আজ যা শোনলাম তা যদি সত্য হয়, তা হলে এমন দেশদ্রোহী জাতির দুষমনকে ইরানীরা যা করেছে তা তো খুব কমই করেছে। এ কারণেই হয়ত আমার আশংকা ভুল প্রমাণিত হল এবং বনি সদরের পতনের পরেও মোল্লা-মিষ্টারের মিলন সেতুতে বিন্দুমাত্র ফাটল সৃষ্টি হলনা। হবে কি করে? মোল্লাদের প্রাধান্য নেতৃত্বে রয়েছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে প্রাধান্য মিষ্টারের। ইসলাম তাদের মিলন সেতু।

গাইড বললেন, এ এলাকা থেকে ইরাকীদের তাড়াতে ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়েছে। আমরা তার চিহ্নও দেখতে পেলাম। রাস্তার দু'পাশের লাইট

www.pathagar.com

পোষ্টগুলো পর্যন্ত দুমড়ে মোচড়ে একাকার হয়ে আছে। ট্যাঙ্কের পর ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত ও অকেজো হয়ে এখানে সেখানে পড়ে আছে। সমর সরঞ্জামবাহী যান-বাহন যে কত ভেংগেচুরে পড়ে রয়েছে তা গুণে শেষ করা কঠিন। এ সব দেখতে দেখতে দুপুরের দিকে আমরা আবাদান পৌঁছে গেলাম। আবাদানে তখন যোহরের আজান চলছিল। এরই ভেতর দূর পাল্লার কামানের গর্জন শুনছিলাম। গাইড বললেন, ইরাকীদের আজান শুনতে পাচ্ছেন? আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কোথায়? গাইড হেসে বললেন, ওই যে দূর পাল্লার কামানের গর্জন শুনছেন ওটাই ওদের আজান। বসরা থেকে অহরহ তারা আবাদানের দিকে ছুড়তেই থাকে। বিশেষত, আজানের সময়ে তারা ভাবে, ইরানীরা নামাযে গেছে, এখনই সুযোগ।

শাতিল আরবের এ পাড়ে আবাদান, ওপারে বসরা। দূর পাল্লার কামানে একে অপরের নাগালে রয়েছে। তাই একে অপরকে সদা সন্ত্রস্ত রাখতে চাইলে অনায়াসেই রাখতে পারে। বিপ্লবী কবি নজরুলের কণ্ঠে শুনতে পাই:

শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে এখানে হাজারো বীর

বিশ্বের সেরা তেল শোধনাগার আবাদানের দীন দশা দেখে বেদনায় ভারাক্রান্ত হলাম। ইরাকীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল যেন এ শোধনা-গারটি। এমনভাবে তা বিধ্বস্ত করেছে যেন কোনদিন তা আর কাজে না আসে। যুগ যুগ ধরে তিলে তিলে গড়া এ শোধনাগারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে শুরু করে কতকাল পরে ইরানীরা সাবেক আবাদান ফিরে পাবে তাই ভাব-ছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম সেখানকার এক কর্মকর্তার কথা শুনে। তিনি বললেন, যে হারে আমাদের পুর্ণনির্মাণ তৎপরতা চলছে তাতে আশা করা যায়, দু'এক বছরে আমরা শোধনাগারটি পূর্বাবস্থায় দাঁড় করাতে পারব। লক্ষ্য করলাম, আবাদানে ঘরবাড়ী যে ক'টা অবশিষ্ট রয়েছে গুলির আঘাতে সবগুলোই ঝাঝড়া হয়ে আছে। ইরানীরা বলল, শহরটি ইরাকীরা দখল করতে পারেনি বলেই দু'চারটি ঘর অবশিষ্ট রয়েছে।

ইরানীদের এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করলাম খুররম শহরে পৌঁছে। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এ শহরটি কিছুকাল ইরাকীদের দখলে ছিল। ইরানীরা কলসের

www.pathagar.com

কাঁধে নিজেদের রক্ত ঢেলে শহরটি পুণর্দখল করেছে। তাই এর নাম দিয়েছে 'খুনিন শহর'। এখানেই ইরানীরা ইরাকীদের ত্রিশ হাজার সৈন্য ও সাড়ে আটশ' ট্যাংক হস্তগত করে। শহরটি আর শহর নেই, বিশাল এক ধ্বংসস্তুপ হয়ে আছে। ইরাকীরা গোটা শহরের সৌধরাজী ডেব্রিসে পরিণত করে তা দিয়ে শহরের চারদিকে গড়ে তুলেছিল ফ্রান্সের সিগফ্রিড আর ম্যাজিনো লাইন কিংবা ইসরাঈলের বারলেভ লাইন। কিন্তু দেশপ্রেমের মোকাবেলায় দখলদারের সকল কলাকৌশলেরই যে সকরুণ পরাজয় ঘটে, যুগে যুগে ইতিহাস সেটাই প্রমাণ করে আসছে।

খুররম শহরের ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে বারংবার মনে পড়ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর পশ্চাদপসরণকালীন পোড়ামাটি নীতির কথা। যে শহর শত্রুর হাতে ছেড়ে যেতে হবে সে শহরে শত্রু এসে যেন কিছুই না পায়, এটাই ছিল পোড়ামাটি নীতির সার কথা। কিন্তু একটি মুসলিম দেশ আরেকটি মুসলিম দেশের বেলায় এ নীতি কি করে অনুসরণ করল তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বুঝতে কষ্ট হলনা, এ কাজ ইরাকের নয়! ইরাকের মুখোশ পড়ে দুনিয়ার সেরা ইবলিস নিজ হাতে এ ধ্বংসাত্মক কাজ সাধন করে গেছে। নইলে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও হাসপাতালগুলো রেহাই পেলনা কেন? ইরানীদেরও এই একই ধারণা। তারা বলছে, ইরাককে শয়তানরা ঘাড়ে ধরে যুদ্ধে নামিয়েছে। তাই সে ইচ্ছে করলেও যুদ্ধ ছাড়তে পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী দেশ দুটোকে যুদ্ধে লাগিয়ে তাদের শক্তি ও সম্পদ নিঃশেষ করাই শয়তানদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভেবে পেলাম না, সবার সামনে ব্যাপারটা দিবালোকের মতই পরিস্কার হওয়া সত্বেও কেউ তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেনা কেন? মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, পরোয়ারদেগার! তোমার ওলির এ শান্তি মিশনের উসিলায় মুসলমানদের ক্ষমা কর, তাদের এক কর ও নেক কর।

গাইডকে প্রশ্ন করলাম, 'যে মহান বিপ্লব আপনারা ঘটিয়েছেন, কিছুকাল শান্তিতে কাটিয়ে সেটাকে সুসংহত করাই কি আপনাদের উচিত নয়? তিনি জবাবে বললেন, আমাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে? ইসলামী বিপ্লবকে যদি ইবলিসী শক্তিরা মেনে নিতে পারত তা হলে মক্কা বিজয়ের পরে রসুলুল্লার মৃত্যু,

www.pathagar.com

তবুক ও খন্দকের যুদ্ধ করতে হত না। তেমনি দরকার হত না খলীফাদের রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করার। শয়তানের মূল ঘাটি দখল না করা পর্যন্ত তো সে তার অনুচরবর্গ দিয়ে আমাদের জ্বালাতন করতেই থাকবে। ইহকালের শান্তি মোমেনের কাম্য নয়, তার কাম্য শুধু শাহাদত।' আমি নিরুত্তর হয়ে গেলাম।

খুররম শহরে অবস্থানকালে টেলিভিশনের রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানরা আমাদের ঘিরে ধরল। এ ধ্বংসস্তুপ দেখার পর আমাদের কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তা জানাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎকারে অংশ নিলেন মাওলানা আযীযুল হক সাব।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা দেখে আপনাদের কি মনে হল?

উত্তর ঃ এ ধ্বংসলীলা ইতিহাসে বেনজীর। এ এক জঘন্য অপরাধ।

প্রশ্ন ঃ এ ধ্বংসলীলা যারা চালিয়েছে তাদের সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান এরূপ ধ্বংসলীলা চালাতে পারে বলে আমি মনে করিনা।

প্রশ্ন ঃ ফেজ কনফারেন্সে আরব রাষ্ট্রগুলো বায়তুল মোকাদ্দাস গ্রাসকারী ইসরাঈলকে স্বীকৃতিদানের যে পরিকল্পনা নিয়েছে সে সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?

উত্তর ঃ অবৈধ ইসরাঈলকে স্বীকৃতিদান কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারেনা।

'জবহাতুল হরব' পরিদর্শনের সাথে সাথে ইরানে আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটল। আমরা ফিরে এসে হেজাজ সফরের প্রস্তুতি শুরু করলাম। সেদিন রাতে ইরানে কর্মরত বাংলাদেশী ক'জন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী হুজুরের সাথে এসে দেখা করলেন। ইরানের ওলামা-বিপ্লব দ্বারা তারা বেশ প্রভাবিত বলে মনে হল। তারা হুজুরের কাছে দোয়া চাইলে হুজুর তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করলেন।

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানী রাষ্ট্রদূত জনাব মেহেদী আখনজাদাও এসে হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ তরুণ বিপ্লবী রাষ্ট্রদূত হুজুরকে পিতৃত্বের মর্যাদা

www.pathagar.com

দিয়ে পুত্রস্নেহের দাবীদার হলেন। হুজুর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহাশীশ জ্ঞাপন করলেন।

ইরানে পৌঁছার দিন তিনেক পর ইরানস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এসে হুজুরের সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, ইরানের বিপ্লবী সরকার হুজুরকে যে মর্যাদা দিচ্ছেন এবং এখানকার রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা হুজুরকে যে কভারেজ দিচ্ছে তা এ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রপতিকেও দেয়া হয়নি। তাই তিনি হুজুরকে অনুরোধ করলেন বাংলাদেশকে যাতে সুবিধাজনক শর্তে তেল সরবরাহ করে তা নিয়ে ইরান সরকারের সাথে আলোচনা করতে। হুজুর মৃদু হেসে বললেন, এটা তো অনেক ছোট কাজ। আমি তো এর চাইতে অনেক বড় কাজ নিয়ে এসেছি। আমার কাজের শর্ত একটাই, তা হচ্ছে ইসলাম। চৌধুরী সাব তখন বললেন, হুজুরের ইসলামী শর্ত মেনে নিয়ে সদ্ধি করাটা সাদ্দাম হোসেনের জন্য খুব কঠিন কাজ হবে। হুজুর নিরুত্তর রইলেন। তারপর তিনি আব্দার তুললেন হুজুরকে রুইমাছ খাওয়াবার। হুজুর হেসে সম্মতি জানালেন। বিদেশ-বিভুঁয়ে চৌধুরী সাবের পাঠানো বাংলাদেশী রুইমাছ বড়ই তৃপ্তির সাথে খেয়েছিলাম। তবে এ রুইমাছের পেছনে যা খায়-খরচা গেছে তা ভাবতে গিয়ে অন্তর কিছুটা অতৃপ্ত হয়েছিল বৈকি। ইরানীরা বাংলাদেশের এ রাষ্ট্রদূতকে খুব আপন ভাবতে পারছেন না বলে মনে হল। হয়ত তিনি তাদের মন-মেজাজ ও রীতি-নীতির অনুকুল নন বলেই। মূলত প্রত্যেক দেশে তাদের মন মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে রাষ্ট্রদূতরা কাজ করতে পারলে হয়ত বেশী কাজ নেয়া যায়। বলাবাহুল্য, জনৈক কর্তাব্যক্তির সাথে দ্বীনি শর্তে তৈল সরবরাহের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর রোববার দিবাগত রাত তিনটায় আমাদের জেদ্দার উদ্দেশ্যে ইরান ত্যাগের যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হল। জান্নাতী সাব প্রস্তাব দিলেন, আমরা যেহেতু হজ্জ সমাপন পর্যন্ত তাদের মেহমান, তাই তাদের হজ্জ ডেলিগেশনের সাথে অবস্থান করি ও তাদের উদ্যোগে মক্কায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব হজ্জ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করি। আমরা পরামর্শ শেষে তাঁকে জানালাম, যেহেতু

www.pathagar.com

আমরা মধ্যস্থতার মহান মিশন নিয়ে এসেছি, তাই আপনাদের আয়োজিত হজ্ব সম্মেলনে যোগদান করা আমাদের ঠিক হবে না এবং আপনাদের ডেলিগেশনের সাথে অবস্থান করা উচিত হবে না। অগত্যা জান্নাতী সাব আমাদের আলাদা হজের ব্যবস্থা করলেন। আমরা তাতে আর আপত্তি করতে পারলাম না। কারণ, বাংলাদেশস্থ ইরানী দূতাবাসও জানিয়ে দিয়ে ছিলেন, আমাদের হজ্ব সমাপন পর্যন্ত আমরা ইরানের মেহমান এবং সেজন্য বাংলাদেশে বসেই তারা আমাদের মোয়াল্লেম ফী জমা দিয়েছে।

রাত তিনটায় আমরা ইরানী হজ্ব ফ্লাইটে জেদ্দার পথে ইরান ত্যাগ করলাম। জান্নাতী সাব সদলবলে এসে আমাদের বিদায়ী সম্ভাষণ জানিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে গেলেন। বিদায় মুহূর্তটি ছিল বড়ই ভারাক্রান্ত মুহূর্ত। সজলনেত্রে বিদায় দিতে গিয়ে শরীয়ত মাদারী বলে গেলেন, ইরাকে গিয়ে আপনারা আমাদের চাইতে অনেক জাঁক জমকের শাহী মেহমানদারী পাবেন। বড় হোটেলে থাকবেন ও ভাল খাওয়া খাবেন। কিন্তু তাদের কাছে কি আমাদের এ ভালবাসা ও আন্তরিকতা পাবেন?

প্লেন ছাড়ার সংগে সংগে আবার সেই তকবীর নিনাদ, আবার সেই দরূদের গুঞ্জন। ভাবলাম, ইরানী দুনিয়ার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝি এ 'ঝঞ্ঝাট' থেকে আর রেহাই নেই।

ইরান ছেড়ে এসে ইরানী জাম্বোজেট বসে ইরান বিপ্লবের ফলশ্রুতি নিয়ে ভাবছিলাম। ইত্যবসরে বিশ্বব্যাপী এ সত্য স্বীকৃত হয়েছে, এ বিপ্লব আধুনিক কালের ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবকে ম্লান করে দিয়েছে। তাই পেন্টাগনে রিসার্চ শুরু হয়ে গেছে এ বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি ও সাফল্যের অন্তর্নিহিত শক্তি নির্ণয় ও নির্ধারনের জন্য। বস্তুবাদী দুনিয়ার সমস্ত কলা-কৌশল ও সাজ-সরঞ্জামের দম্ভ চূর্ণ করে যে বিপ্লবের অভ্যুদয়, সে বিপ্লবের নায়ক ও জনগণকে তারা নূতন ভাবে অধ্যয়ন শুরু করেছে। কারণ, এ বিপ্লব গোটা আধুনিক দুনিয়াকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। এ বিপ্লব সত্য হলে আধুনিক দুনিয়া মিথ্যা হয়ে যায়। এ বিপ্লব বেঁচে থাকলে বস্তুবাদী দুনিয়ার মরণ ঘন্টা বাজতে থাকে। এ বিপ্লবের স্লোগানই হচ্ছে, লা-শারকিয়া লা-গরবিয়া, আস সওতিয়া ইসলামিয়া' পূর্বের (রুশরকের) নয়,

www.pathagar.com

পশ্চিমের (মার্কিন-ব্লকের) নয়, এ বিপ্লব ইসলামের। এ বিপ্লবের সৈনিকরা মার্চ করতে গিয়ে রুশ-মার্কিন পতাকা পদদলিত করে মার্চ করে। এ বিপ্লব আমেরিকাকে যেভাবে কানে ধরে লেফ-রাইট করায়, তেমনি রাশিয়াকে চোখ রাঙিয়ে শাসায়। ইরানের মাটি থেকে এ বিপ্লব মার্কিন প্রতিভূকে যেভাবে উৎখাত করেছে, তেমনি রুশ এজেন্টদের খতম করেছে। জীর্ণবসন-শীর্ণআননের এক আধ্যাত্মিক ফকীর সতের বছরের নির্বাসিত জীবনে শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী চালিয়ে এ বিপ্লব সফল করেছেন। সফল করেছেন মহাশক্তিধর সশস্ত্র শাসকের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার মিছিল আর আত্মাহুতির সাহায্যে। লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় তাই প্যারিসের গাছতলায় সেজদারত খোমেনী আর শাহী প্রাসাদ থেকে উড়ে চলা শাহানশার কার্টুন এঁকে ক্যাপশন দিল, প্রেয়ার ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড।

হাঁ, এ প্রেয়ার দিয়েই খোমেনী প্যারিসে বসে শাহকে উড়িয়ে দিলেন। এ প্রেয়ারের জোরেই নিরস্ত্র খোমেনী তেহরানে পৌঁছে সশস্ত্র শাপুর বখতিয়ারকে পাছদুয়ার দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। খোমেনীর এ প্রেয়ারই প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ধেয়ে আসা মার্কিন পারমানবিক অস্ত্রবাহী কিটি হককে পারস্য উপসাগরে পৌঁছার সাথে সাথে স্তব্ধ করে দিল। তাঁর এ প্রেয়ারই পণবন্দী উদ্ধারে ছুটে আসা বিশ্বসেরা কম্যাণ্ডোদের সপ্লেন বিনা দুর্যোগে ধ্বংস করেছে। তাঁর এ প্রেয়ারই ভিতর ও বাহিরের হাজারো ষড়যন্ত্র ও হামলাকে পর্যুদস্ত করে বিপ্লবী ইরানকে তিন বছর ধরে সাফল্যের পর সাফল্যের মুখ দেখাচ্ছে।

এ সব দেখে শুনেই আধুনিক দুনিয়া দিশেহারা হয়ে উদ্বেগাকুল। এ বিপ্লবকে বাঁচতে দিলে তারা মারা যায়। আর তাদের বাঁচতে হলে এ বিপ্লবকে মারতে হয়। এ মারার জন্যই তাদের হাজারো হাতিয়ারের এস্তেমাল চলছে। কিন্তু কোন হাতিয়ারই কাজ দিচ্ছেনা। প্রত্যেকটা হাতিয়ারই বুমেরাং হয়ে তাদেরই ঘায়েল করছে। এ কোন মহা জ্বালা! তাই এ বিপ্লব নিয়ে দুনিয়াজোড়া রিসার্চ শুরু হয়ে গেছে।

চৌদ্দশ বছর এগিয়ে আসা দুনিয়াটিকে কেউ কান ধরে যদি চৌদ্দশ বছর পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় তো এগোনো বাসিন্দাদের মেজাজ না ধরে উপায় থাকে কি? যে ধর্মান্ধতাকে মধ্যযুগের বর্বরতা আখ্যা দেয়া হল, যে মোল্লাদের

www.pathagar.com

কাটমোল্লা খেতাব দিয়ে কোনঠাসা করা হল, যে কোরআনকে চৌদ্দশ বছরের পুরনো কাহিনী বলে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসিত করা হল, সেই কোরআন কি করে আবার মোল্লাদের কাঁধে চড়ে এক পাল ধর্মান্ধ জনতা নিয়ে পারমানবিক যুগের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে 'মোর্গ বর আমেরিকা' 'মোর্গ বর শোরাভী' মোর্গ বর ইসরাঈল' ও 'মোর্গ বর জেদ্দে বেলায়েতে ফকীহ' শ্লোগান দিতে পারে? কি করে কেড়ে নিতে পারেএ যুগের নারী মুক্তির মস্ত সনদ, ছুড়ে ফেলতে পারে যুগের ইনসাফের মহান আইন আদালত, ঝেড়ে ফেলতে পারে যুগের শিক্ষা-সভ্যতার সব আলামত? কি করে ভুলাতে পারে মকারের লজ্জত আর জাগাতে পারে জজবায়ে জেহাদ ও শাহাদত? কি করে মুহুতে চায় জড়বাদের অভিশাপের সীমাহীন জুলমাত আর ধ্বংস করতে চায় এ কালের রোম ও পারস্যের শাহী তখত?

বিপ্লবের নায়ক খোমেনী যখন বলেন, এ দুনিয়ার পরাশক্তির বড় বুত দুটো ধ্বংস না করতে পারলে মোমেনদের ঈমান বাঁচানো যাবেনা, তখন সেটাকে নেহাৎ উম্মাদনা ছাড়া আর কি বলা যায়? তারপর যখন সত্যি সত্যি মার্কিন দূতাবাসকে পণবন্দী বানান আর আফগান বাস্তহারাদের ট্রেনিং দিয়ে রুশ সেনাদের খতম করান, এমনকি ক্ষুদে পরাশক্তি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লেবাননে সৈন্য পাঠান, তখন তাকে নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া আর বি বলা যায়?

অবশ্য এগুলোকে যদি নিছক উম্মাদনা কিংবা নেহাৎ দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া কিংবা এড়িয়ে যাওয়া যেত তা হলেও কথা ছিলনা। কিন্তু যে উম্মাদনা গোটা একটা জাতিকে পেয়ে বসে আর যে দুর্ঘটনা সারা দুনিয়ার সম্মিলিত প্রতিরোধ চুর্ণ করে তিন তিনটি বছর টিকে থেকে দিনের পর দিন কেবল ঘটতেই থাকে তা উড়াবার বা এড়াবার উপায় কি?

অতএব রিসার্চ কর। হে দুনিয়া! রিসার্চ কর।

www.pathagar.com

দুই

সকালেই আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে নামলাম। নতুন বিমান বন্দর। নতুনটাও বিরাট। তবে এর বিরাটত্বের সাথে নতুনত্বের সংযোজন ঘটেছে। আগেরটাই বিলাতের হেথ্রো বিমান বন্দরকে হার মানাত। এবারেরটা যে দুনিয়ার যে কোন বিমান বন্দরকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য গড়ে উঠছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। তেলের দেশের তৈলাক্ততার ছাপ সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। মেঝেয় পা ফেলতেই পদস্খলনের আশংকা হয় তীব্রতর। সার্বক্ষনিক সচেতনতা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। তবে মাথায় ছাদ নামের ছত্রীমণ্ডলী ছায়ার করুণাবারি সিঞ্চন করে চলছে। তাই পা উপড়ালেও মাথায় বারিধারার ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই।

ইরানী ফ্লাইটে আসা যে এত বিপজ্জনক তা জেদ্দায় না নেমে টের পাইনি। মনে হল, গোটা বিমান বন্দর ইরানী ফ্লাইটের অবতরণের সাথে সাথে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত হল। বেপরোয়া ইরানী হজ্জ যাত্রীরা তাদের অভিযানে এরূপ বীরদর্পে পদার্পন করছিল যা দেখে আমাদের মত নিরীহ যাত্রীদের না ঘাবড়ে উপায় ছিলনা। প্রতিপক্ষের চেকিং প্রস্তুতিও সবল। মাঝখানে আমাদের নলখাগড়াদের সকরুণ দশাটি ভাবতেও আজ হাসি পায়। ইরানের রঙের সাথে আমাদের রঙের মিল পড়ছেনা। অথচ আমরা ইরানী বিমানের যাত্রী। এ ধাঁধা দূর করতেই আমরা হিমসিম খেলাম। সউদী চেকাররা আমাদের পাসপোর্ট নিল তো নিলই। ঘণ্টাবধি আর দেখাই নেই। এ অফিসার সে অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। তারা যেন কথা শুনতেই নারাজ। বুঝলাম, ইরানী বিমানের যে বিমার আমাদের ভোগাচ্ছে তা দূর করার জন্য সউদী দাওয়াই দরকার। দাওয়াই ছিলও আমাদের সাথে। বাংলাদেশস্থ সউদী রাষ্ট্রদূত বন্ধুবর ফুয়াদ আল খতীব ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক লোক। তিনি ইরান হয়ে সউদী আরবে নির্বিঘ্নে ঢোকার মোক্ষম তাবীজ সাথে দিয়েছিলেন। অগত্যা সে তাবীজের পয়লা এস্তেমাল ঘটালাম। আলহামদু লিল্লাহ! অল্পক্ষনের ভেতরেই আমরা

www.pathagar.com

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। ছাড়াতো পেলাম, সংগে সংগে ইরানের সামান্যতম নিশানাটুকু পর্যন্ত আমাদের হাতছাড়া হল। ইরানী পত্র-পত্রিকা তো গেলই। ইরানে দেয়া আমাদের যত বিবৃতি-ভাষণ ও সাক্ষাৎকারের আরবী কপি সবই গেল। ভাবলাম, ইরানই যখন ছাড়লাম, তখন আর ইরানের ঝামেলা রেখে লাভ কি ?

ওমা, বাইরে এসে আবার সেই ইরান। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়েই সামনের বিশাল চত্বর জুড়ে ইরানীরা আস্তানা গেড়েছে। টেলিভিশনে পরিচিত আমাদের পেয়েই আস্তানায় নিয়ে বসাল। মনে মনে ঘাবড়ালাম। যে বালা কাটিয়ে এলাম, আবার সেই বালা। কিন্তু তা এদের বলি কি করে ? ইরান দূতাবাসের হজ্জ তদারকী ক্যাম্প সাথেই ছিল। আমাদের নিয়ে সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করল। দারুন অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। অস্বস্তিকর পরিবেশও টের পাচ্ছিলাম। অথচ বলার উপায় ছিল না কিছুই। পরদিন সকালে যখন তারা আমাদের মদীনার ফ্লাইটে তুলে দিল, তখনই কেবল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

মদীনার ফ্লাইটে বসে দেখা দিল আরেক অস্বস্তি। সে অস্বস্তি ছিল সত্যিই বেদনাদায়ক। সউদী বিমানের ফিলিপাইনী বালাদের নগ্নদেহী পরিচর্যা আমাদের, বিশেষত হজ্জ্বের জন্য হল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এ পবিত্র মাটির এরূপ অবমাননা কাকে না পীড়া দেয় ? এ ব্যাপারে সউদী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের ভাবনায় অধীর হলাম। মক্কায় পৌছে এক ফাঁকে সউদী ধর্মীয় প্রধান বিন বা'ছের কাছে আমরা এ ধরণের আরও কিছু ব্যাপার নিয়ে একান্তে আলাপ করেছি।

মদীনা মোনাওয়ারায় পা দিতেই আমরা অন্য জগতে প্রবেশ করলাম। সে জগতে যুদ্ধ-সন্ধির ঝামেলা নেই, নেই কোন অনৈক্য-বিভেদের সংঘাত। সেখানে আপন-পর আর পক্ষ-বিপক্ষ সবই একাকার। সেখানে ইরাকী এগিয়ে এসে ইরানীকে বুকে জড়ায় আর ইরানী এগিয়ে গিয়ে সউদীর সাথে কোলাকুলি করে। তারপর সবাই মিলে হাতে হাত রেখে ছুটে যায় সবার প্রিয়তম নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর রওজা মোবারকে। সে কি এক অপূর্ব দৃশ্য। কিযে

www.pathagar.com

এক মহান অনুভূতি তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। হৃদয়ের অবারিত দ্বার খুলে হৃদয় মণ্ডলীকে বরণের মাধ্যমে মহা হৃদয়কে কেন্দ্র করে হৃদয় জগতের সেই যে মহা সম্মেলন তা কেবল অসীম হৃদয়ে হারিয়ে গিয়েই তৃপ্ত হয়, অন্য কোথাও ধরা দেয় না।

মদীনার ফ্লাইটে বসেই হুজুর আমাদের অন্যান্য দোয়া কালামের সাথে সাথে বেশী বেশী দরূদ পড়ার নির্দেশ দেন। আমরা চুপচাপ তাই করে চললাম। প্লেন থেকে নেমে আমরা গাড়ী ভাড়া করে সোজা সুজি বাংগালীদের মোসাফেরখানায় গিয়ে উঠলাম। মসজিদে নববীর অত্যন্ত কাছাকাছি এ ত্রিতল প্রাচীন সৌধটিতে বিরাট চার চারটি কক্ষ রয়েছে। প্রতি কক্ষে ছ'জন করে ঠাঁই নিতে পারে। সপরিবারে গেলে রিজার্ভ কক্ষও নেয়া যায়। চাটগাঁর জনৈক ব্যবসায়ীর মহানুভবতার স্বাক্ষর বয়ে চলছে এ মোসাফেরখানা। নামমাত্র ভাড়া নেয়া হয় সৌধটির রক্ষণাবেক্ষনের জন্য। বর্তমানে তার দায়িত্বে রয়েছেন পটিয়ার হাজী ইউনুস সাব। চাঁটগার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। পটিয়া মাদ্রাসার সেক্রটারী। হুজুরের অন্যতম ভক্ত। কক্ষগুলো যদিও তখন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, তথাপি তিনি আমাদের তাঁর পাশের কক্ষেই ঠাঁই করে দিলেন। সেখানে বিছানা-পত্তর রেখে ওজু গোসল সেরে আমরা রওজা মোবারকের যেয়ারতে ছুটে গেলাম। আমাদের গোটা অন্তর নিঙরে তখন শুধু এসব দরূদই ধ্বনিত হচ্ছিল ঃ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রহমাতাললিল আলামীন, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদাল মুরসালীন।

কবির ভাষায় যে 'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলা মায়ের কুটীর হতে' সেই স্বপন যখন বাস্তবায়নের স্তরে পৌঁছে, তখন মনের আবেগ যে কোন স্তরে পৌঁছে তা কি করে বুঝাব ? যে বাংগালীর সাঁঝ সকালের গানের কলি হচ্ছে,

পূবের হওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে ধাইয়া
যাওরে তুমি এই গরীবের সালাম খানি লইয়া

সেই গরীব যখন নিজেই সালাম নিয়ে রওজা মোবারকে হাজির হয়, তখন তার মনের ভাব বুঝাতে গিয়ে পৃথিবীর সব ভাষাই বুঝি বোবা হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মদীনার ধূলিতে পা রাখতে গিয়েও সংকোচে পা জড়িয়ে যেতে চায়। মনে পড়ে যায় ঃ ও মদীনা বলতে পারিস, কোন সে পথে তোর

খেলত ধূলা মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর

সেই পাক ধূলামাটিতে নাপাক পা রাখতে কার না সংকোচ দেখা দেয় ? মদীনায় আরও দুবার এসেছি। রওজা পাকেরও দু' দুবার যেয়ারত করেছি। কিন্তু হুজুরের মত পুন্যাত্মার সাহচর্যে আজকের এ যেয়ারত মনে হল স্বতন্ত্র এক যেয়ারত। যেয়ারতের অনেক কাহিনী শুনেছি। এমন প্রেমিকের যেয়ারতের কাহিনীও শুনেছি যার অপারগতার কারনে রওজা মোবারক এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর যেয়ারত নসীব করেছে। এমন বন্ধুর কাহিনীও জানি যার আব্দার উপেক্ষা করতে না পেরে রওজার অধিপতিকে হাত এগিয়ে দিয়ে মোসাফাহা করতে হয়েছে। তেমনি কোন এক প্রেমিকের সাথেই যে আমরা যেয়ারতে হাজির হয়েছি তা অনুভব করছিল দেহের প্রতিটি শিরা ও হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী।

'রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাত' এ দু'রাকাত নফল পড়ে নিতে যে কি হিমসিম খেতে হল তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা। সিজদায় রাখা মাথায় কত যুগল চরনেরই যে দলন চলল তার ইয়ত্তা কি ? কিন্তু কৈ, তা নিয়ে তো মনের কিছু মাত্র অভিযোগ নেই। ক্ষোভও খুঁজে পেলাম না তার কোন কোনে। হাজার লাথি খেয়েও যে জান্নাতের বাগিচাখণ্ডে চার চারটা সিজদা দিতে পেরেছে সে তৃপ্তিতেই সে আত্মহারা। কমল হাতে পেলে কাঁটার আচড় ক'গণ্ডা লাগল তা আর কে হিসাব করে ?

মসজিদে নববীর রওজা পাক থেকে মিম্বর পর্যন্ত প্রশস্ত জাগাটুকুই রওজার শাহানশার বর্ণিত 'বেহেশতের একটুকরা বাগিচা'। এখানকার ইবাদত সর্বাধিক মকবুল আর সব চাইতে ছওয়াবের। তাই রাত দুটো থেকেই এ জাগা দখলের প্রতিযোগীতা চলে। ভাগ্যবানরা ভাগ্যান্বেষনে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে সফল হয়। হতভাগারা আয়েশী নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজে যার যার কপাল খায়। দু'রাকাত নফল সেরে এগোলাম রওজা পাকের যেয়ারতে। যার জন্য আসা তাঁকে সালাম না করে আর তাঁর সাথে দেখা না করে কিরূপে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হব ? তাও আবার এক আধ দিনের নয়, আট দিনের মেহমান।

www.pathagar.com

একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত বাজামায়াত নামায পড়তে হবে মসজিদে নববীতে। তারপর হবে ছুটি। কিন্তু যেয়ারতে এগোবার সাধ্যি কি? ইরানীদের মাতম মিছিল আর নাইজিরিয়ানের সবল হুজ্জুম ঠেলে রওজা পাকে পৌঁছতে বাংগালী স্বাস্থ্য যে আদৌ অনুকূল নয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। হ্যাঁ, নাইজিরিয়ানের সবল হুজ্জুম যখন সাইক্লোন হয়ে তুমুল তরংগ তুলে ছুটে চলে, তখন বাংগালী তো বাংগালী, সউদী-মিসরী পর্যন্ত ইয়া নফসী জিগীর করে কে কোথায় ছিটকে পড়ে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। পয়লা হজে মাকামে ইবরাহীমে সিজদায় গিয়ে যখন টের পেলাম মাথার ওপর দিয়ে নাইজিরিয়ান ঝড় চলছে, তখন মাথা বাঁচাতে গিয়ে দামী চশমা জোড়া অকাতরে বিসর্জন দিয়েও আল্লাহ্‌র অশেষ শোকরিয়া আদায় করেছি। সে স্মৃতি হৃদিপটে সদা প্রোজ্জ্বল বলেই সাবধানে সময় কাটিয়ে রওজার পাশে পৌঁছলাম। স্বভাবতই দু'চোখে অশ্রুর ঢল নামল। ঢল নামল নিজের হাজারো পাপের অনুশোচনায়। ঢল নামল শাফিউল মোজনেবীনের সুপারিশ পাবার ব্যাকুলতায়। ঢল নামল প্রিয়নবীকে পেয়ে হারাবার নব আশংকায়। এ যেন 'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

অন্তর জুড়ে আবেগের পর আবেগের তরংগাভিঘাত চলছিল। এই সেই নবী যিনি মানুষের মুক্তি ও শান্তির ভাবনায় বছরের পর বছর হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এই সেই নবী যিনি মানুষের মুক্তির বানী শোনাতে গিয়ে অবিশ্বাসীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। এই সেই নবী যিনি তায়েফ প্রান্তরে প্রস্তারাঘাতে রক্তাক্ত হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ওগো পরোয়ার দেগার! আমার জাতিকে তুমি পথের দিশা দাও, ওরা যে আমাকে চিনতে পারছে না।' এই সেই নবী যিনি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি জন্মভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করলেন, তথাপি সত্যের সংগ্রাম থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হলেন না। এই সেই নবী যিনি সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য দান্দান শহীদ করলেন, তথাপি অসত্যের কাছে মাথা নত করলেন না। এই সেই নবী যিনি বিজয়ীর বেশে জন্মভূমিতে গিয়ে এতদিনের অত্যাচারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এই সেই নবী যিনি উম্মতের গুনাহ্ মাফের জন্য দিনের পর দিন সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে গুনাহ্

www.pathagar.com

মাফের আশ্বাস নিয়ে মাথা তুলেছিলেন। এই সেই নবী যিনি উম্মতের মৃত্যু যন্ত্রনা নিজে বরণ করে উম্মতকে তা থেকে রেহাই দিয়ে গেলেন। এই সেই নবী যিনি কেয়ামতের কঠিন দিনে হাউজে কাউছারের পানি বিতরণ করে উম্মতের বুকফাটা তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। এই সেই নবী যিনি কোন উম্মত আবার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় নাকি এ ভাবনায় 'ইয়া উম্মতি' 'ইয়া উম্মতি' চীৎকার করে পাগলের মত হাশরের ময়দানে পাহারা দিয়ে ফিরবেন। এই সেই নবী যিনি প্রতিটি উম্মতের জান্নাতের নিশ্চয়তা না পেয়ে নিজে জান্নাতে পা রাখবেন না। এমন মহান উম্মতগত প্রাণ নবীর রওজার সামনে দাঁড়িয়ে যদি আমার মত নিকৃষ্টতম উম্মত দু'ফোটা অশ্রু ঝরাতে পারে তো তার চাইতে সৌভাগ্যের ব্যাপার আর তার জীবনে কি হতে পারে ?

পাশাপাশি তিন কবরে শুয়ে আছেন তিন শিরোমণী। তাঁরা হলেন নবীকুল শিরোমণী হযরত মোহাম্মদ (সঃ), সিদ্দীককুল শিরোমণী হযরত আবু বকর (রাঃ) ও শাসককুল শিরোমণী হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)। স্রষ্টিকুল শিরোমণী সরোয়ারে কাএনাত (সঃ) তাঁর প্রিয়তম দুই সহচর সহ সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে রোজ হাশরে উম্মতের খেয়াপারের তরণী চালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কবির ভাষায় এ রূপ-কল্পের অভিব্যক্তি ঘটেছে এভাবে :

'আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরনীর নাই ওরে নাই ডর
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারিগান লা-শারীক আল্লা'

শেষকালে বলা হল ঃ

'কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয়'

তাই দেখছি, 'কাণ্ডারী আহমদ' তাঁর দুই 'পাকা মাঝি মাল্লা' সাথেই রেখেছেন। তৃতীয় মাল্লা দাতাকুল শিরোমণী হযরত উসমান জিন্নুরাইন ডাকের মাথায় জান্নাতুল বাকীতে অপেক্ষা করছেন। চতুর্থ মাল্লা জ্ঞানীকুল শিরোমণী হযরত আলী (কঃ) এগিয়ে আছেন নজফে। চার মাল্লারই যেয়ারতের সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। তাই একটু ডানে সরে শুরু করলাম পয়লা মাল্লার কবর যেয়ারত ঃ

www.pathagar.com

আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহে আবা বকর আস্ সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু আনকা .... ।

এই সেই আবুবকর যিনি সত্যের ডাকে সর্বাগ্রে সাড়া দিলেন। এই সেই আবুবকর যিনি মে'রাজের খবর শোনামাত্র নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। এই সেই আবুবকর যিনি মহানবীর হিজরতের একমাত্র সহচর ছিলেন। এই সেই আবু বকর যিনি সাপের গর্তে পা রেখে মহানবীকে হেফাজত করতে গিয়ে সর্প দংশনে অশ্রুপাত করেও টু শব্দ করেন নি। এই সেই আবুবকর যাঁর পরামর্শে বদরের বন্দী কোরায়েশ নেতারা মুক্তি পেয়ে অনেকে মুসলমান হলেন। এই সেই আবুবকর যিনি মহানবীর ইন্তেকালে উদভ্রান্ত উমরকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়ে শান্ত করেন। এই সেই আবুবকর যিনি উমরের পরামর্শ উপেক্ষা করে যকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই সেই আবুবকর যিনি ভণ্ড নবীদের কঠোর হস্তে দমন করে ইসলামের ভিত্ মজবুত করেন। এই সেই আবুবকর যাঁর সমস্ত সম্পদ দ্বীনের ডাকে হাজির করে বললেন, পরিবার বর্গের জন্য রেখে এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে। এই সেই আবুবকর যিনি মৃত্যুকালে পরিবারবর্গকে বলে গেলেন খেলাফতের কালে নেয়া সব ভাতার টাকা সম্পদ বিক্রী করে বায়তুল মালে জমা দিতে এবং এই সেই আবুবকর যাঁর মৃত্যুর পরে গোপন সেবার প্রতিযোগীতায় পরাজিত উমর ঠিক পেলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীটি কে ছিলেন ? তাই এ মহামানবের মাযারে দাঁড়িয়ে না কেঁদে কারো উপায় আছে কি ?

বাংলার কবি ফররুখও এ পুণ্যাত্মার স্মরণে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

ইসলামতরী ভাসালো আবার নিখিল মানসে আবু বকর
নবীজীর সাথী, ইসলাম-সাথী, মোমেন-সংগী শ্রেষ্ঠ নর।
.....
জান্নাতে ফেরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে
এস সিদ্দীক দরদী সংগী যে করেছ সাথী নিঃস্বতাকে।

আবার দু'পা ডানে সরে গিয়েই দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) কবর যেয়ারত শুরু করলাম। অন্তরের অতল গহন থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সালাম বেরিয়ে

www.pathagar.com

এল : আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মোমেনীন উমর আল ফারুক রাজিয়াল্লাহু আনকা··· । এই সেই উমর যিনি মহানবীর (সঃ) শিরোচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজের শির তাঁর হাতে সঁপে দিলেন। এই সেই উমর যিনি মহানবীর (সঃ) মোনাজাতের ফসল হিসেবে ইসলাম গ্রহন করলেন। এই সেই উমর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেই নারায়ে তকবীর দিয়ে মুসলমানদের প্রকাশ্য মিছিল করে কাবাঘরে নামায পড়ার উদ্বোধন করলেন। এই সেই উমর যিনি বদরের বন্দী কোরায়েশ নেতাদের যার যার আত্মীয় তার তার হাতে হত্যার পরামর্শ দিয়ে 'আশাদ্দো ফী আমরিল্লাহে উমর' খেতাব পেলেন। এই সেই উমর যিনি হোদাবিয়ার সন্ধিতে কাফেরদের দাবী মোতাবেক 'মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' মহর থেকে রসূলুল্লাহ শব্দ কেটে ফেলতে অস্বীকার করলেন। এই সেই উমর যিনি রসূলুল্লাহ্‌র বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণে বাদী ইয়াহুদীর পক্ষ হয়ে বিবাদী মুসলমানটির গর্দান উড়িয়ে দিয়ে 'আল ফারুক' খেতাব পেলেন। এই সেই উমর যিনি মহানবীর (সঃ) ইন্তেকালের খবরে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোষনা করলেন, যে বলবে মুহাম্মদ মারা গেছে আমি তাকে হত্যা করব। এই সেই উমর যিনি হযরত আবু বকরকে প্রথম খলীফা ঘোষণা করে সর্বাগ্রে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহন করে খেলাফতের ঝগড়ার যবনিকাপাত ঘটালেন। এই সেই উমর যিনি খেলাফতের দায়িত্ব পেয়ে দুনিয়ার সেরা ন্যায়পরায়ন শাসকে পরিণত হলেন। এই সেই উমর যিনি ভৃত্যকে উটে চড়িয়ে নিজে উটের রশি হাতে জেরুজালেমে পৌছলেন। এই সেই উমর যিনি নিজের মাথায় গমের বস্তা বয়ে গরীবের ঘরে পৌঁছে দিতেন। এই সেই উমর যিনি এক দরিদ্র মুসল্লীর অভিযোগের জবাব না দেয়া পর্যন্ত তার দাবীমতে মিম্বর থেকে নেমে খোৎবা পাঠে বিরত থাকলেন। এই সেই উমর যিনি কোরআনের খেলাফ করলে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেবে বলায় খুশী হয়ে বলেছিলেন, এরূপ মোমেন থাকতে তাঁর বিপথগামী হবার আশংকা নেই। এই সেই উমর যিনি নিজের ছেলেকে দোররা মেরে হত্যা করে ইনসাফের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এই সেই উমর যিনি পারস্য বিজয়ের মহামূল্যবান মালে গনীমত দেখে কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, এই সম্পদই মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হবে। এই সেই উমর যিনি অর্ধজাহানের খলীফা হয়ে খেজুর পাতার ছাউনীতে

www.pathagar.com

বাস করতেন ও সত্তর তালীর জামা গায় দিতেন। এই সেই উমর যিনি মৃত্যু কালে তাঁর পুত্রকে খলীফা করার প্রস্তাব এই বলে নাকচ করলেন যে, তাঁর খেলাফতের কৈফিয়ত খোদার দরবারে পুরুষানুক্রমে দিয়ে রেহাই পেলেই যথেষ্ট। এই সেই উমর যিনি বলেছিলেন, সুদূর ফোরাতে তীরে একটি কুকুর না খেয়ে মারা গেলেও আমি উমর আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হব। এমন মহান শাসকের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আজকের জালিম দুনিয়ার বাসিন্দাদের কান্না ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? কবির ভাষায় এ অনুভূতিরই অভিব্যক্তি ঘটল এভাবে ঃ

আজকে উমরপন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দিবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফসল ফলাবে যারা
দিক দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।

রওজা মোবারক যিয়ারতের সব আবেগ ও আনুষ্ঠানিকতার পর আমরা জান্নাতুল বাকীর যেয়ারত সম্পন্ন করি। সেখানেই শুয়ে আছেন তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান জিন্নুরাইন। সসম্ভ্রমে সেই মহাত্মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ল ঃ

এই সেই উছমান যাঁর হাতে মহানবী (সঃ) একে একে দু'কন্যা সঁপে দেওয়ায় উম্মতের কাছে তিনি 'জিন্নুরাইন' আখ্যা পেলেন। এই সেই উছমান যিনি ইসলামের সেবায় নিজের বিপুল সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে দরিদ্রের বেশে জীবন কাটালেন। এই সেই উছমান যাঁর গোপন দানে আরবের অজস্র কৃতদাস মুক্তি পেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেল। এই সেই উছমান যাঁর হালাল সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে মহানবী (সঃ) তাঁকে 'গনী' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই সেই উছমান যিনি খেলাফতের কাজে জ্বালানো প্রদীপ ব্যক্তিগত কাজ আসামাত্র নিবিয়ে দিয়েছিলেন। এই সেই উছমান যিনি কোরআন সংকলিত করে মুসলিম জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেলেন। এই সেই উছমান যিনি মুসলমানদের রক্তপাতের চাইতে অসহায়ভাবে নিজে শাহাদত বরণকে শ্রেয় ভাবলেন। তাঁর সেই তেলাওয়াত রত অবস্থার মর্মন্তুদ শাহাদত মনে পড়লে কার না কান্না পায়? সংগে সংগে কবির এ পংক্তিকটিও মনে পড়ে যায় ঃ

www.pathagar.com

হে শালীন! হে শরীফ! রক্তবিনিময়ে তুমি মানুষের দিলে মুক্তিপণ
তোমার সম্ভ্রমে দেখ সচকিত নবীজীর মন।
জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজ নম্র দেখিয়া তোমারে
খোশ আমদেদ গাহে ওছমানের পথের দু'ধারে।

এ জান্নাতুল বাকীতেই শায়িত রয়েছেন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ ন'জন উম্মাহাতুল মোমেনীন। শায়িত রয়েছেন আহলে বায়তের খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত রুকাইয়া (রাঃ) সাইয়্যেদেনা ইবরাহীম (রাঃ) ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ) ইমাম বাকের (রঃ) ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) প্রমুখ। এ ছাড়া রয়েছেন খ্যাতনামা সাহাবী হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ), হযরত সায়াদ বিন মাআজ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাস (রাঃ) ও হযরত উছমান বিন মযউন (রাঃ) প্রমুখ সহ প্রায় দশ হাজার সাহাবী। হযরতের (সঃ) ধাত্রীমাতা হালীমা সা'দীয়া (রাঃ) এখানে চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আমরা সসম্ভ্রমে সবাইকে সালাম পৌঁছিয়ে দোয়া-কালাম পড়ে আমাদের প্রাথমিক যেয়ারতকার্য সমাপ্ত করলাম।

রাজতন্ত্রের দেশ সউদী আরবে এসেও ইরানী উৎপাত থেকে রেহাই পেলাম না। এখানেও সেই মাতম মিছিল, এখানেও সেই মোর্গ বর আমেরিকা, মোর্গ বর শোরাভী আর মোর্গ বর ইসরাঈলের শ্লোগান। রাজতন্ত্রের প্রহরীরা ধাওয়া করতে গেলেই মারামারি বাধায়। কোন্ দেশে বসে কাদের সাথে মারামারি করে এ হুঁশ তাদের থাকেনা। এক রাজতন্ত্র উৎখাত করে দুঃসাহস তাদের এত বেড়ে গেছে যে, দুনিয়ার আর কোন রাজতন্ত্রকেই তারা পাত্তা দিচ্ছেনা। 'জালালাতুল মালিক' নামক এক ভয়াবহ কারবার যে এখানে রয়েছে তার যেন তাদের খবরও নেই। বছর তিনেক আগে এ উৎপাত করতে গিয়ে এদেশের অনেকের গলা কাটা গেছে তারও বুঝি খবর নেই। মিছিল শ্লোগান যে এ দেশে শুধু বেমানানই নয়, বেকানুনও, বেকুফদের তা কে বুঝাবে? ইত্যবসরে তাদের তিরাশী নেতাকে ভিসা ক্যান্সেল করে প্লেনে তুলে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। জানিয়ে দেয়া হয়েছে, হজ্জের নামে তারা গোলমাল করতে এসেছে বলে হজ্জের ফরজ তাদের বাতিল হয়ে গেছে। তাতেও কি

www.pathagar.com

কাজ হল ? লাখ খানিক হজ্জে এসেছে। কত হজ্জ আর বাতিল করা যায় ? রওজা মোবারকে মিছিল করে এসে রওজার সাথে সে কি কপাল ঠোকাঠুকি আর বুক চাপড়া-চাপড়ী। সউদী 'তৌহীদবাদী' প্রহরীরা দেখামাত্র ছড়ি নিয়ে ছুটে এসে মাথায় ঘুরিয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়, হাজাশ্ শির্ক, হাজাশ্ শির্ক। ইরানীরা ক্ষেপে গিয়ে প্রশ্ন তোলে, আমেরিকার পায়ে মাথা ঠুকলে শির্ক হয় না, শির্ক হয় রসুলের রওজায় মাথা ঠুকলে ? বেচারা প্রহরীরা কি জবাব দিবে ? আস্তে করে সরে যায়। ইরানীদের মাতম সমানে চলে জান্নাতুল বাকীতে। আহলে বায়তের পাগল তারা। রওজা পাক তো মসজিদে নববীতে। তাই সেখানে বাসা-বাড়ী বেঁধে থাকার সুযোগ নেই তাদের। আসা-যাওয়াই সার হয়। জান্নাতুল বাকীতে তারা তাবু টানিয়ে ছাউনি ফেলে বাসা-বাড়ী বেঁধে যেয়ারত করছে। সেখানে তাদের সমবেত বুকফাটা আর্তনাদ দেখলে চোখের পানি রাখার জো থাকেনা কারো।

আশেকে রসুল, আশেকে সাহাবা ও আশেকে আহলে বায়েত হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সাথে যেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করে আমরা যেয়ারতের সত্যিকার স্বাদ উপভোগ করেছি। নীরব এক নিবেদিত প্রাণের চোখে অবিরল বারিধারা ও মুখে অবিরাম দোয়া-কালামের যেয়ারতের যে অত্যুজ্জল এক নমুনা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, লাখো যেয়ারতকারীর যেয়ারতে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাযারের অধিবাসীর কাছে কিছু চাওয়ার শির্ক চালু রয়েছে বলে তিনি কখনও মাযার সামনে রেখে মোনাজাত করেন নি। আমরা একে একে আটদিন মদীনা মোনাওয়ারায় কাটালাম। এ ফাঁকে মসজিদে কোবা, মসজিদে কিবলাতাইন ও মসজিদে গামামায় নামায আদায় করেছি। তা ছাড়া ওহোদের শহীদদের মাযার যেয়ারত করেছি।

মদীনা মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীর 'রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাতে' তেলাওয়াত রত অবস্থায় একদিন মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের ইরান সফরের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া জানতে উদগ্রীব হলেন। এর আগে তিনিও ইরান সফর করেছেন। দেখা গেল, আমাদের উভয়ের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া একই। কেয়াদতে ওলামাই যে

www.pathagar.com

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের মূল, এব্যাপারে আমরা একমত হলাম। তাই যে সব ইসলামী আন্দোলনে কেয়াদাতে ওলামা নেই সেগুলো দিয়ে যে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবেনা, সে ব্যাপারেও আমরা একমত হলাম। আলোচনা শেষে তিনি হাফেজ্জী হুজুরের সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহী হলেন। তাই তাঁকে সাথে নিয়ে আমি মোসাফেরখানায় এলাম। হুজুর তখন ঘুমুচ্ছিলেন। অগত্যা তিনি মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা ফযলুল হক আমিনী ও মাওলানা হামীদুল্লার সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতবিনিময় করলেন। এ বৈঠকেও তিনি আমাদের সাথে সব ব্যাপারে একমত হলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মংগলবার সকালে আমরা মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছি এবং ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার আমরা স্পেশাল বাস যোগে রওনা হয়ে সন্ধ্যাসন্ধ্যি মক্কা মোয়াজ্জমায় হাজির হই। যেয়ারতের পালা শেষ করে এবারে আমরা হজ্জের পালা শুরু করলাম। হুজুরের পরামর্শক্রমে আমরা ইফরাদ হজ্জের নিয়াত করে জুল হুলাইফা থেকে এহরাম বেঁধে লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক···পড়তে পড়তে বায়তুল হারামের পাশে এসে নামলাম। আমাদের মেজবান বাংলাদেশ হোটেলের অন্যতম মালিক হাজী মীযান খবর পেয়ে ছুটে এসে আমাদের নিয়ে তাঁর ভাড়ার বাড়ীর হুজুরের জন্য নির্ধারিত কক্ষে ঠাঁই দিলেন। আমরা সেখানে আসবাবপত্র রেখে ওজু-গোসল সেরে মাগরেব পড়ে তাওয়াফে কদুমের জন্য ছুটে গেলাম। বাবে সালাম দিয়ে ঢুকে দোয়া-কালাম সেরে একটু এগিয়ে বায়তুল্লাহ নজরে পড়ার সাথে সাথে আল্লাহু আকবর-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ বলে এখানকার দোয়া-কালাম শেষে তওয়াফ শুরু করলাম। এই সেই কাবা যা স্বর্গলোকের বায়তুল মা'মুরের পার্থিব সংস্করণ মাত্র। এই সেই কাবা যার ভিত রেখে গেলেন বাবা আদম (আঃ)। এই সেই কাবা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) হাতে যার পূর্ণনির্মান সাধিত হল। এই সেই কাবা যার চারপাশে সেই ইবরাহীমের (আঃ) কাল থেকে দিবানিশি চব্বিশ ঘন্টা মানুষ ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। এই সেই কাবা যার তদারকীর দায়িত্ব হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের হাতে ন্যস্ত হল। এই সেই কাবা যার সেবক ও পাড়া-পড়শীর রিযিক ও নিরাপত্তার দায়িত্ব

www.pathagar.com

স্বয়ং আল্লাহ পাক হাতে নিয়েছেন। এই সেই কাবা আবরাহা যাকে ধ্বংস করতে এসে আবাবীল পাখীর হাতে ধ্বংস হয়েছে। এই সেই কাবা মহানবীর (সঃ) মধ্যস্থতায় যার পুণর্নিমিত দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত হল। এই সেই কাবা মহানবীর (সঃ) হাতে যার কালের স্রোতে সংযোজিত অপবিত্রতা শেষবারের মত বিদূরীত হল। এই সেই কাবা যা উম্মতে মোহাম্মদীর কেবলা হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এই সেই কাবা যা লাখো আম্বিয়া, আসহাব, আওলিয়া, গাওস, কুতুব ও মোমেনের তাওয়াফ, আহাজারী ও অশ্রুপাতের সাক্ষী হয়ে হাশরের ময়দানে হাজির হবে। এই সেই কাবা যার এক রাকাত নামাজ লক্ষ রাকাতের পুণ্য দান করে। এই সেই কাবা যার মুলতাযিম ধরে কেঁদে মানুষ তার গোটা জীবনের পাপ মাফ পেয়ে যায়। এহেন কাবার দর্শন কার না অন্তরকে উদ্বেলিত করে, কার না বুক ভাংগা কান্নার উদ্রেক করে? তাই ক্রন্দনোদ্বেলিত চিত্তে আমরা ঝাঁপ দিলাম তার সপ্ত তওয়াফের ঘূর্ণন স্রোতে। হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে তাওয়াফ করার কোন সুযোগ নেই বলেই তার সোজা রেখায় দাঁড়িয়ে তার দিকে দু'হাত মেরে তাতে চুমু খেয়ে 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহেল হামদ' বলে রমল সহ তওয়াফ শুরু করলাম। সৈনিকের লংমার্চের মত একে একে তিন চক্কর দিলাম। তারপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে হেঁটে বাকী চার তওয়াফ সম্পন্ন করলাম। অতপর মোলতাযিমে দু'রাকাত নামায পড়ে মনের সাধ মিটিয়ে মুলতাযিম ধরে কাঁদলাম। অবশেষে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাআত নামায পড়ে তাওয়াফের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করলাম। যে পাথরে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) খোদার ঘর তৈরীর কাজ চালিয়েছিলেন, তাঁর পদচিহ্নযুক্ত সেই পাথরটি ঘিরে যে কাঁচের গম্বুজটি দাঁড় করা হয়েছে, তারই নাম মাকামে ইবরাহীম।

মাকামে ইবরাহীমের পেছনেই রয়েছে যমযম কুপ। শিশু ইসমাঈলকে শায়িত রেখে মা হাজেরা যখন তৃষ্ণার্ত শিশুর জন্য পানির খোঁজে হন্যে হয়ে সাফা মারোয়া পাহাড়ের মাঝে পাগলিনীর মত ছুটাছুটি করছিলেন, তখনই আল্লাহ্‌র কুদরতে ইসমাঈলের ক্রীড়ারত পায়ের গোড়ালীর চিহ্ন থেকে পবিত্র যমযমের স্বচ্ছ ধারা উৎসারিত হয়। তারপর সেই ইবরাহীমের (আঃ) কাল থেকে আজ

www.pathagar.com

পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষকে তা শুধু পরিতৃপ্তই করছেনা, তাদের সাধ্যানুপাতে পাত্র বোঝাই করে যার যার দেশে নিয়ে যাবারও সুযোগ দিচ্ছে। এতকিছুর পরেও সে অনন্ত জলাধারের শেষ নেই, হ্রাসও নেই। কেয়ামত পর্যন্ত তা ঘটবেওনা কোনদিন। তবে হ্যাঁ, মক্কার বাসিন্দাদের ভিতরে জোর গুজব, বাদশাহ ফাহাদ ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথে যমযমের পানি শুকিয়ে যায় এবং তিনি বাধ্য হয়ে নহরে যোবায়দার পানি সরবরাহ করে যমযমের পানি নামে চালিয়েছেন। তবে হজ্জের মওসুম শুরু হবার সাথে সাথে নাকি যমযমের স্বচ্ছধারা আবার জারী হয়। কারো মতে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যমযম কুপ সংস্কারের নামে তার তত্ত্ব আবিষ্কারের কারিগরী চালাতে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যাসত্য আল্লাহই ভাল জানেন।

যমযম কুপের জন্মের ইতিবৃত্ত বড়ই মর্মস্পর্শী। নবী পত্নী সারার সন্তান নেই। সন্তান হল দাসী-সতীন হাজেরার। রাজকন্যার এটা বড়ই অবমাননাকর মনে হল। তাই আব্দার তুললেন স্বামীর কাছে, হাজেরাকে সসন্তান নির্বাসন দিতে হবে। নবী স্বামীর কিছুতেই এ আব্দার মনঃপুত হচ্ছিল না। তখন স্বয়ং আল্লাহ বলে দিলেন, দাসীর ব্যাপারে বেগমের আব্দার মেনে নাও, ওতেই কল্যাণ। তাই চললেন নবী তাঁর একমাত্র সন্তান ও সন্তান-জননীকে নির্বাসন দিতে। এক মশক পানি আর এক বস্তা খোর্মা দিয়ে মা হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে মক্কার পাহাড় আর বনবাদারে ঘেরা জনশূন্য মরুতে ফেলে নবী ফিরে চললেন। মা হাজেরা হতভম্ব হয়ে পিছু ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছিলেন, এ বিজন বনে ফেলে রেখে আমাদের আপনি কোথায় চললেন? নির্বাক নবী শুধুই দ্রুত এগিয়ে চললেন। মা হাজেরা ছুটতে ছুটতে শেষবারের মত প্রশ্ন তুললেন, তা হলে এটাই কি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা? এবারে নবী মুখ খুলে বললেন, হ্যাঁ হাজেরা, এটাই তাঁর ইচ্ছা। খুশীতে ঝলমল করে উঠল মা হাজেরার মুখ। বললেন: আলহামদু লিল্লাহ, তা হলে আল্লাহ আমাদের মারবেন না।

কি মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ নির্মম ব্যবস্থা নিলেন তা হয়ত তখন মা হাজেরাও বুঝতে পাননি। তবে নবীকে খোদা সে আভাস দিয়েছিলেন বলেই তিনি এতটা নির্মম হতে পেরেছিলেন। এক মশক পানি আর এক বস্তা খোরমা

www.pathagar.com

দিয়ে কদিন চলে? তা শেষ হতেই শুরু হল মা হাজেরার উপবাস-অনশন। অনশন ক্লিষ্ট দেহের বুকে দুধ আসবে কোত্থেকে? তাই শুরু হল শিশু ইসমাঈলের অনশন। শিশুর কান্না সইতে না পেরে মা দূরে গিয়ে কান্না শোনা থেকে বাঁচতে চান। কিন্তু তা আর কাঁহাতক? তাই অন্তত পানির খোঁজে কখনও সাফা পাহাড়ে ছুটে গিয়ে দূর দূরান্তরে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে ধরেন। সেখান থেকে হতাশ হয়ে ছুটে যান মারোয়ার শীর্ষে। সেখানেও সেই একই হতাশার পুনরাবৃত্তি। এভাবে সাকুল্যে সাতবার ছুটাছুটি করার পর কে যেন বলল, হাজেরা! অনেক হয়েছে, এবারে সন্তানের কাছে ফিরে যাও।' অমনি ছুটে গিয়ে দেখলেন, সন্তান পা আছড়ে কাঁদতে কাঁদতে পানির ঝর্ণা সৃষ্টি করে পরম তৃপ্তির সাথে খেলছে। সংগে সংগে তিনি চারপাশে পাথর সাজিয়ে পানি আটকে কুপ বানিয়ে নিলেন। তারপর থেকে পরম তৃপ্তি সহকারে মা-সন্তান পানি পান করে চললেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন, মা হাজেরা যদি সেদিন বুদ্ধি করে পাথর দিয়ে পানির চার পাশে বাঁধ সৃষ্টি না করতেন তা হলে পানির প্লাবনে সারা আরব তলিয়ে যেত।

সেই যমযমে গিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম। তা দিয়ে ওজু করলাম। তা গায়-মাথায় দিয়ে নিজকে পবিত্র ও ধন্য করলাম। তারপর এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে মোনাজাত করলাম। বলাবাহুল্য, সুরক্ষিত যমযম কুপে পাইপ লাগিয়ে সারিবদ্ধ কয়েকশ ব্যাসিন সৃষ্টি করে নির্ঝঞ্ঝাট পানি পানের আধুনিক ব্যবস্থা সত্বেও ভীড়ের হ্যাংগাম অতীতের চাইতে বেড়েই গেছে, কমে নাই আদৌ।

যমযমের পানি পান করে নব বলে বলীয়ান হয়ে আমরা সাফা-মারোয়ার সাঈ করতে গেলাম। সাফা থেকে মারোয়া ও মারোয়া থেকে সাফায় সর্বমোট সাত দৌড়। মাঝখানে সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মাঝামাঝি জায়গায় ভোঁ দৌড়ের পালা। ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারোয়াতা মিন শায়াইরিল্লাহ···বলে আমাদের দৌড়ের পালা শুরু হল। আজ তো দেয়াল ঘেরা ছাদের নীচে মোজায়েক পাথরের মসৃণতায় সৌখীন দৌড় চলছে। অথচ মা হাজেরা তপ্ত মরুর প্রখর সূর্যের নীচে কাঁকর বিছানো পথে দৌড়ের যে স্মৃতি রেখে গেলেন

www.pathagar.com

আর তাও রেখে গেলেন তৃষ্ণার্ত শিশুর কান্না নিবারণার্থে পানির খোঁজে পাগল-পারা হয়ে, তার অনুকরণ আজ কতটুকু সার্থক হচ্ছে তা কেবল আলেমুল গায়েবই বলতে পারেন। হয়ত বান্দার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বিচারেই কেবল তার মূল্যায়ন হতে পারে। সাঈর নির্ধারিত দোয়া-কালাম জারী রেখে আমরা একের পর এক করে সপ্তম দৌড়ে মারোয়া পাহাড়ে এসে বসে শেষ মোনাজাত করলাম। সাঈ শেষ করে আমরা মাথা মুণ্ডালাম না। কারণ, ইফরাদ হজ্জে হজ্জ শেষ করে মাথা কামিয়ে ইহরাম খুলতে হয়।

আমাদের মক্কা উপস্থিতির খবর পেয়ে রাবেতার এক কর্মকর্তা ছুটে এলেন হাফেজ্জী হুজুরের দরবারে। সউদী ধর্মীয় প্রধান বিন বা'ছের তরফ থেকে দাওয়াত নিয়ে এলেন রাবেতার মেহমান হয়ে হজ্জ করার জন্য। হুজুর যেহেতু আগেই অন্য মেহমানদারী কবুল করে এসেছেন, তাই রাবেতার মেহমানদারী তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। তথাপি তারা মীনা, আরাফাত ও মুযদালেফায় হুজুর ও তাঁর সফর সঙ্গীদের যাতায়াতের জন্য একটি রিজার্ভ বাস দিলেন। হুজুর এ অফার অস্বীকার করতে পারলেন না।

পরে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর কাছে রাবেতার মেহমানদের হজ্জের যে আজব কিসসা শোনলাম তাতে রাবেতার মেহমান হয়ে হজ্জ করতে না পারার জন্য অখুশী হতে পারলাম না। সাঈদী রাবেতার মেহমান হিসেবে হজ্জ করছিলেন। রাবেতার বিপদ হচ্ছে এই, সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশের মেহ-মানদারী করতে হয় তাদের। তাই হাজারের কারবারের মেহমানদের জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হজ্জ মৌসুমে অতশত গাড়ী সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। ফলে মেহমানদের পাইকারী হজ্জ করানো ছাড়া উপায় থাকেনা। হজ্জের দিনও তো সীমিত। বেচারারা করবেটা কি? তাই হজ্জের দিন এক এক গাড়ী বোঝাই করে সারা দুনিয়ার মেহমানদের একই দিনে আরাফাত, মুযদালেফা, মীনা, তাওয়াফে যেয়ারত সব সেরে দিয়ে খালাস। ওকুফ-টোকুফের বালাই রাখেনি, দিন-ক্ষনেরও পরোয়া করেনি। কাজগুলো তো সেরে দিল। আর চাই কি? তাদের হাজ্জী না বলে তো আর উপায় রইল না। সাঈদী নাকি এ সব কাণ্ড কারখানা আগেভাগে টের পেয়ে আরাফাতেই গাড়ীর বুকিং থেকে অজ্ঞাতে

www.pathagar.com

কেটে পড়েছিলেন। অজ্ঞাতে এ কারণে, টের পেলে গাড়ীওয়ালারা কিছুতেই বুক করা মাল ছেড়ে যেতনা। তালিকা মিলিয়ে মাল বুঝে নিত।

সে যাক। আমরা যেহেতু গাড়ীতে রিজার্ভ হইনি, বরং গাড়ী আমাদের জন্য রিজার্ভ ছিল, তাই মেহমানদারীর মসিবত আমাদের দেখা দেয়নি। তা বলে যে একেবারেই রেহাই পেয়েছিলাম তাও নয়। মোয়াল্লেমের গাড়ী ছেড়ে রাবেতার গাড়ীর মান রাখতে গিয়ে আরাফাতে পৌঁছে আর আমাদের তাবুই খুঁজে পেলাম না। এখন কোথায় থাকি, কোথায় অজু-গোসল-পায়খানা-প্রশ্রাব করি আর কোথায়ইবা খাই। অথচ মোয়াল্লেমদের সেদিন বিরিয়ানী খাওয়াবার কথা। কথাটা যদি ভুলে থাকতে পারতাম, তাও কিছুটা সান্তনা পেতাম। কিন্তু, মরুর দেশের শুকানো গলায় বারংবার শুকনো বিস্কিট সেঁধিয়ে বিরিয়ানী ভোলার কোন উপায় থাকে কি? ভাগ্যিস হুজুরের সাথে ছিলাম। তাই বিলম্বে হলেও হুজুরের খবর পেয়ে একজন এসে তাঁকে তাবুতে নিয়ে গেলেন। আমরাতো তাঁর চেইনে বাঁধা আছি। হুজুরকে টান দিলেই আমরা সাথে হাজির। তাতে মেজবান খুশী হোক কি অখুশী হোক, আমাদের খসানোর তো আর উপায় নেই তার।

হজ্বের মৌসুম মানেই মোয়াল্লেমের মৌসুম। কবে কোন মহারথী কি মহান উদ্দেশ্যে এ মোয়াল্লেম সিষ্টেম চালু করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। নিশ্চয়ই তিনি হাজীদের উপকারার্থেই তা করেছিলেন। আজ কেবল সিষ্টেমটাই আছে, উপকার হাওয়া। হাওয়া তো হাওয়া, উল্টো অপকারই ধাওয়া করে ফিরছে। সে ধাওয়ার ঠেলায় হাজীগণ এখন উর্ধশ্বাসে ছুটছে আর পায়ে পড়ে বলছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এ কালের মোয়াল্লেমরা কসাই নামে সব মহলে সুপরিচিত। হজ্বে যেহেতু কোরবানী আছে, তাই হজ্ব মানেই কোরবানী। কোরবানীর জন্য কসাই অপরিহার্য। তাই হাজীর জন্য মোয়াল্লেম অপরিহার্য। মোয়াল্লেম থাক বা না থাক মোয়াল্লেম ফী থাকবেই। আগে জেদ্দায় পৌঁছে দিলে চলত। এখন যার যার দেশের দূতাবাসে জমা দিয়ে তারপর ভিসাপ্রাপ্তি ঘটে। দশ-বিশবার হজ্বে গিয়ে সব তালীম হাসিল হলেও মোয়াল্লেম চাই। মোয়াল্লেম তো এখন আর তালীমের জন্য নয়, ফী পাওয়ার জন্য। তাকে ফী

www.pathagar.com

দিয়ে আপনি জাহান্নামে যান, মোয়াল্লেমের তাতে কিছুই আসে যায় না। সে তো নামের খসম আযীয মেছের। পীরীতের জন্য খুঁজতে হবে ইউসুফকে। তাকে পেতে গিয়ে যত ছিদ্দত আর ব্যর্থতার মুখ দেখতে হোক না কেন। আমি কোনবারেই মোয়াল্লেমের নাগাল পাইনি। যদিও প্রতিবারে মোয়াল্লেম ফী কড়া গণ্ডায় আদায় করা হয়েছে। স্বামী নামক পদার্থের অস্তিত্ব ছাড়া যেমন নারীর সন্তান ধারণ বৈধ হয় না। মোয়াল্লেম নামক অপদার্থের অস্তিত্ব ছাড়া তেমনি হাজীর হজ সম্পাদন বৈধ হয়না। সম্পাদন তো দূরে, অংশ গ্রহণই বৈধ হয় না। তাই স্বামীর নাম বলতেই হবে, হজ যে যেখানে গিয়েই ধারণ করুক না কেন। তবে সতী হাজীদের মুখে শুনেছি, আমরা অসতী হাজীরাই নাকি বেঁচে গেছি। সতী হাজীরা মোয়াল্লেম স্বামীদের বৈধ হজ ধারণ করতে গিয়ে এমন খেসারতের শিকার হয় যার ফলে অ্যাবোরশন কিংবা অপারেশন ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকেনা।

মূলত সউদী আরবে মোয়াল্লেম ব্যবসাই সব চাইতে উর্বর ব্যবসা। এ ব্যবসায়ে লালে লাল মানুষগুলোর কারো কারো নাকি লাল পানি আর লাস্যময়ী ললনা ছাড়া মনের লালিত্য দেখা দেয়না। তাই হজ মৌসুমটা কোনমতে পার করে, কখনওবা পার না করেই মোয়াল্লেম ফীর সংকারের জন্য ছুটে যান দেশ-দেশান্তরে। কারণ, পবিত্র দেশে বিতর্কিত পথে আয় করা গেলেও অপবিত্র পথে ব্যয়ের সুযোগ নেই।

অবশ্য ভাল মোয়াল্লেম যে আদৌ নেই তা বলছিনা। ভাল মোয়াল্লেম নিঃসন্দেহে হাজীদের বিশ্বস্ত গাইড ও উপকারী বন্ধু। কিন্তু তাদের পরিধি দিন দিন এতই ক্ষীণ হয়ে আসছে যে, বিলীন হতে আর বড় দেশী দেরী নেই। এ দেশের এক খ্যাতনামা ওয়ায়েজের নাম ভাংগিয়ে কোন এক মোয়াল্লেম এবারে বেশ কিছু হাজী শিকার করেছিল। ওয়ায়েজ তার নামভাংগানো ফী পেয়েছে কিনা জানিনা। তবে তার ভক্ত শ্রোতার স্রোতে অবগাহনকারী মোয়াল্লেমের যে দুর্ব্যবহার ও অপকীর্তির ফিরিস্তি শ্রোতারা শোনাল তা যেরূপ মর্মন্তুদ, তেমনি ক্ষমার অযোগ্য। দেশে দেশে মোয়াল্লেম বেনিয়ারা যে ফাঁদ তৈরী করে রেখেছে তা এতই সূক্ষ্ম যে, কখন কোন ফাঁকে সেখানে পা ফেঁসে যায় তা বুঝারও উপায় থাকে না। সব ব্যবসার মত মোয়াল্লেম ব্যবসারও দালাল আছে।

www.pathagar.com

দালালরা ভাল কমিশন পায়। দালালের কমিশন যত বাড়ে, মোয়াল্লেম ফীও তত বাড়ে। সরকারী পরোক্ষ ট্যাক্সের টাকা যেরূপ বিক্রেতার পকেট থেকে যায় না, যায় ক্রেতার পকেট থেকে, এও তেমনি। সব বোঝাই চাপে গিয়ে হাজীর মাথায়। চাপতে চাপতে হয়ত এমন দিন এসে যাবে যখন বোঝা চাপার জন্য আর কোন হাজীর মাথাই খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

তাই বলছি, সময় থাকতে সমাধান দরকার। মোয়াল্লেমের দরকার নেই তা বলছিনা। তবে তা আজও সউদী আরবের হতে হবে বলে মনে করিনা। সব দেশেই এখন বেশ কিছু অভিজ্ঞ হাজী সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক দেশের সরকার নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞ হাজীদের নতুন হজ্জযাত্রীদের মোয়াল্লেম করে দিলে তারা স্বদেশী দূতাবাসের সহায়তায় স্বচ্ছন্দে কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। তাতে একদিকে যেমন দেশের মোয়াল্লেম ফী দেশে থাকে, তেমনি দেশের লোকের কিছু প্রোভিসনও হয়। এতে মক্কাবাসীর আজ ক্ষতিবৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। কারণ, তাদের জীবন এখন আর মোয়াল্লেম ফী-নির্ভর নয়, তৈল-নির্ভর। মোয়াল্লেম ফী এখন তাদের ফালতু আয় আর ফালতু ব্যয়ের বিপদ বাড়ায়।

আমাদের এবারের মোয়াল্লেম কে ছিল তা জানিনা। আমরা হজ্জ করেছি হাজী হেমায়েতের মোয়াল্লেমের তাঁবুতে। তাও আবার রাবেতার গাড়ীর বদৌলতে আরাফাতে পাইনি, পেয়েছি মীনায়। তাও পেয়েছি হুজুরের বরকতে। আর এ কারণেই এ ধার করা মোয়াল্লেমের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগের প্রশ্ন আসেনা। তবে আদি ও আসল মোয়াল্লেমের যে খোঁজ ছিলনা সেটা অকপটেই বলা যায়।

জনাব মাদারশাহী আমাদের মোয়াল্লেম ফী দিতে হয় দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই জানতে পেলাম, ইরানীরা মোয়াল্লেম ফী দেয়না। তারা দেশ থেকেই মোয়াল্লেম সাথে নিয়ে নেয়। তারাই নতুন হজ্জযাত্রীদের হজ্জ করিয়ে আনে। এসব শুনে ভাবলাম, ওদের সব ব্যাপারই তো কেমন কেমন যেন। এও হয়ত তেমন তেমন কিছু। তবে আমরাও তেমন তেমন কিছু করতে পারি কিনা তা চেষ্টা করে দেখা হয়ত অন্যায় নয়।

www.pathagar.com

তারপর আসে হজ্ব মৌসুমে ঘর ভাড়ার কথা। হযরত হাফেজ্জী হুজুরের জন্য হাজী মীযান অত্যন্ত মহব্বত করে নিতান্ত কন্সেসন রেটে যে কক্ষটি রেখেছিলো তার ভাড়া মাত্র দেড় হাজার রিয়াল। মানে, অন্যূন দশ হাজার টাকা। হজ্ব মৌসুম পনের দিন থেকে বড় জোর একমাস। একটা ছোট্ট কুঠ্রীর এক মাসের ভাড়া দশ হাজার টাকা কি করে কল্পনা করা যায়? এ দোষ হাজী মীযানদের নয়। তারা মক্কার বাসিন্দাদের থেকে হজ্ব মৌসুমের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে তার ওপর ব্যবসা করেন। ঘর ওয়ালারাই তাদের থেকে মোটা ভাড়া আদায় করেন। তা আদায় করতে গিয়ে এ হতভাগাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পকেট থেকে টাকা গুনতে হয়। দেশের হাজীদের তারা ভাড়া না দিয়ে পারেনা। দেশী মানুষ পেয়ে দেশের হাজীরা যতদূর পারে কম দেয়। কেউ না দিয়েই কেটে পড়ে। তা বলে ঘরওয়ালার কমতি নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, খোদার ঘরে যারা হজ্ব করতে আসে তাদের কাছ থেকে খোদার ঘরের পড়শীদের ভাড়া নেয়া কি জায়েজ আছে? আহলে সুন্নত অল জমায়াতের বিরাট একটি অংশের মতে আদৌ জায়েজ নেই। এ অংশে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)। যেখানে ভাড়া নেয়াই জায়েজ নেই, সেখানে কুঠ্রী পিছু দশ হাজার তো বাদস্তর বীভৎস ব্যাপার। এদ্দিন এ ব্যাপারগুলো হয়ত এ জন্য তোলা হয়নি যে, খোদার ঘরের খাদেম ও রসুলের দেশের বাসিন্দারা হাজীদের এসব দান-দক্ষিণা পেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, অন্য কোন উপায় ছিলনা তাদের। এখন তা খোদার ফজলে তেলের বদৌলতে তারাই আমাদের 'মিসকীন'দের দান-দক্ষিণা দিয়ে ফিরছেন। তাই এখন তাদের দান-দক্ষিণা হিসেবে দেয়ারও তো বৈধতা নেই। এ অবস্থায় অবশ্যই এগুলো বন্ধ করার জন্য মতবিনিময় হওয়া উচিত। জানতে পেলাম, ইরানীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এবারকার আন্তর্জাতিক হজ্ব সম্মেলনে এসব প্রশ্নও পর্যালোচিত হয়েছে।

আটই জিলহজ্ব আমরা রাবেতার গাড়ীতে ওকুফে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। চার দিনের সফরের সরঞ্জাম নিয়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মীনায় হাজির হলাম। মীনা মানেই তাবুর রাজ্য। রাজ্য তো নয়, তাবুর সাম্রাজ্য। পাহাড় ঘেঁষা প্রান্তরে প্রান্তর-পাহাড় জুড়ে অনন্ত তাবুর আদি-অন্ত খুঁজে পাও-

www.pathagar.com

য়ার জো নেই। তাবুও প্রায় একই কায়দার। তাই নিজ নিজ তাবু নানাভাবে সেনাক্ত করে না রাখলে কোনমতে হারালে আর পাবার উপায় থাকেনা। কত হাজ্জীকে যে তাবু হারিয়ে উদভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করতে ও অসহায়ের মত কাঁদতে দেখেছি তার ইয়ত্তা কি? নিজেও একবার হারিয়ে দিন ভর খুঁজে হদীস না পেয়ে দূতাবাসের পতাকা উড়ানো ক্যাম্পে হাজির হয়েছি। তারা মোয়াল্লেমের নাম-নিশানা নিয়ে বহু খুঁজে আমাকে পৌঁছে দিয়েছে। হাজীদের বিশ্বাস যে, শয়তানের আখড়া এ মীনায় পৌঁছলেই শয়তান পিছ লয়। জানে তো কংকর মারতে এসেছে। তাই ক্ষেপে গিয়ে পুরোপুরি বদলা নিয়ে নেয় তাবু ভুলিয়ে নিয়ে দিনভর ছাতিফাটা রোদ্দুরে ঘুরিয়ে। বিশ্বাসটা তাদের ঠিক বেঠিক যাই হোক না কেন, কারবারটা তো ঠিক।

হাঁ, এ মীনার ইতিহাস বড় আবেগময় ইতিহাস। এ মীনার ইতিহাস না কাঁদিয়েছে এমন মোমেন দুনিয়ায় জন্মেছে কি? এ ইতিহাস খোদাপ্রেমের প্রতি যোগিতার ইতিহাস। এ ইতিহাস পিতা-পুত্র-জননীর কোরবানীর প্রতিদ্বন্দ্বীতার ইতিহাস। পিতা খোদার আদেশে প্রিয়তম পুত্রকে কোরবানী দেওয়ার উদ্যোগ নেন। জননী তাই একমাত্র সন্তানকে মনের মত সাজিয়ে পিতার হাতে তুলে দেন। পুত্র শান্তভাবে জবাই হবে বলে পিতাকে আশ্বাস দেয়। তারপরও যখন পিতা জবাই করতে ব্যর্থ হন, তখন পুত্র তাকে চোখ বেঁধে নিয়ে ছুরি চালাবার পরামর্শ দেয়। মহা পরীক্ষক এ পাগলা পরীক্ষার্থীদের কাণ্ড-কীর্তি দেখে অনতিবিলম্বে ঘোষণা করেন, 'থাম এবার। আর দরকার নেই। গোষ্টিসুদ্ধ পাশ। তোমাদের পরীক্ষার পাট সাঙ হল। এবারে ওই দুম্বাটা জবাই দিয়ে নিয়ত পুরা কর।' সেই থেকে এই কোরবানী হাজার হাজার বছর ধরে বছরান্তের সেই নির্দিষ্ট দিনে চলছে তো চলছেই। কেয়ামত পর্যন্ত এ চলার আর শেষ নেই। পিতা-পুত্র-জননীর খোদাপ্রেমের কোরবানীর এ স্মৃতিচারণ খোদার বান্দাদের প্রতি বছর খোদার পথে আত্মোৎসর্গের ডাক দিয়ে যায়। ডাক দিয়ে যায় বাবা ইবরাহীমদের, ডাক দিয়ে যায় মা হাজেরাদের, ডাক দিয়ে যায় পুত্র ইসমাঈলদের। কিন্তু কৈ সেই ইবরাহীম? কোথায় সেই হাজেরা? ইসমাঈলেরই বা হল কি?

অবশেষে শয়তান কি ইবরাহীম পরিবারের হাতে পরাজিত হয়ে মিল্লাতে

www.pathagar.com

ইবরাহীমের উপর জয়ী হল? তবে কি শয়তান এভাবে তার মর্মান্তিক পরাজয়ের নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে চলছে? অবশ্য ইবরাহীম পরিবারের হাতে শয়তানের সে দিনের নাজেহাল অবস্থা ছিল বড়ই সকরুণ। জননীর কাছে সন্তানের মায়া যে কত অপরিসীম, দুনিয়া ছাড়তে হলেও সন্তান ছাড়তে রাজী নয়, মা হাওয়াদের এ সব দুর্বলতার খবর শয়তানের চাইতে আর কার ভাল রাখার কথা? তাই পয়লা হাজির হল মা হাজেরার কাছে। খয়েরখাঁর বেশ ধরে শুধাল: কি করছ ইসমাঈলের মা? একমাত্র কলিজার টুকরাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাচ্ছ কোথায়? মা হাজেরা সরলপ্রাণে বললেন, ওর আব্বার সাথে জিয়াফত খেতে যাবে? সে আবার শুধাল, কোন জেয়াফত তা জান? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র জিয়াফত। এবারে মতলব খুলল শয়তান। বলল: 'বোকা মেয়ে, আল্লার জেয়াফত মানে তো জবাই করার জেয়াফত। সতীন সা'রা তোমাকে নির্বাসনে পাঠিয়েও খুশী হল না। এবার একমাত্র সন্তানটিকেও জবাই করাচ্ছে। মা হাজেরা অমনি চিনে ফেলে বললেন, দূর হ শয়তান, আল্লাহর মর্জী যদি তাই হয়, তাতেই আমি খুশী। জু'ত না পেয়ে ছুটে গেল ইবলিস বালক ইসমাঈলের কাছে। শুধাল, কোথায় যাচ্ছ ইসমাইল? বালকসুলভ খুশী নিয়ে জবাব দিল, আব্বার সাথে যাচ্ছি আল্লাহ্‌র জেয়াফতে। ইবলিস বলল, আল্লাহ তো তোমাকে জবাই করার জেয়াফত দিয়েছেন। বালক ইসমাঈল অবাক হয়ে পিতা ইবরাহীমকে প্রশ্ন করল, আব্বা ও লোকটা কি বলছে? পিতা ইবরাহীম অগত্যা সব খুলে বললে বালক ইসমাঈল বলে উঠল, তাই যদি মর্জি হয়ে থাকে আল্লাহর, ইনশাআল্লাহ আমি ধৈর্যের সাথে জবাইর যাতনা সহ্য করব। তারপর পিতা-পুত্র দু'জন মিলে পর পর তিন জাগায় ধোকা দিতে আসায় তিনবার শয়তানকে কঙ্কর মেরে তাড়ালেন। এ স্মৃতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করলেন আল্লাহ বছরান্তে তিন শয়তানকে তার ধোকা দেয়ার তিন জাগায় সাতটি করে পর পর তিনদিন কঙ্কর মারার বিধান জারী করে। ছোট শয়তান ব্যর্থ হওয়ায় মেঝ শয়তান হাজির হল। সেও ব্যর্থ হওয়ায় স্বয়ং বড় শয়তান হাজির হল। তাকেও বিদায় নিতে হল চরম নাজেহাল হয়ে, বিদায় নিতে হল পিতা-পুত্রের কঙ্করাঘাতে জর্জর হয়ে। এ আঘাত ও লাঞ্ছনা শয়তান ভুলবে কি করে? ভুলতে পারছেনা বলেই মিল্লাতে ইবরাহীমকে ধোকা দিয়ে কোরবানীর শিক্ষা

www.pathagar.com

থেকে বিচ্যুত করে যুগে যুগে তার বদলা নিতে চাচ্ছে? আমরা আর কতকাল এ বদলার অসহায় শিকার হয়ে চলব? আল্লামা ইকবালের ভাষায় বলতে হয়:

'আজও যদি ইবরাহীমের খোদাপ্রেম সৃষ্টি হয়, তা হলে
নিমেষে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যান হয়ে যায়।'

মীনার যে স্থানটিতে হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) জবাই করার জন্য উপুর করে ছুরি চালানো হয়েছিল, সেখানেই আজ মসজিদে কাবেশ বিদ্যমান। মীনার সর্বাধিক ঐতিহ্যবাহী মসজিদ হল সমজিদে খায়েফ। সত্তর নবীর কবর রয়েছে এ মসজিদে। কেউ কেউ বলেন, হযরত আদমের (আঃ) কবরও এখানে। এ মসজিদের মাঝখানে সাত দরজার এক গম্বুজ রয়েছে। এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন। তাবুর দূরত্বের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেক ওয়াক্তে এখানে জামাতে শামিল হতে পারি নি। তথাপি সুযোগ পেলেই আমরা এখানে নামায পড়ে নিতাম। মক্কায় যখন ইসলামের ঘোর দুর্দিন চলছিল, তখন মীনার মসজিদে আকাবায়ই মদীনার ষাটজন আনসার ইসলাম গ্রহণ করেন। তারাই মহানবী (সঃ) কে মদীনায় হিজরত করে ইসলাম প্রচারের জন্য আবেদন জানান। এ কাজে দৈহিক ও আর্থিক যত সাহায্য প্রয়োজন তাও তারা প্রদানের জন্য অংগীকার করেন। তাই মসজিদে আকাবা ইসলামের ইতিহাসে মোড় পরিবর্তনের দিক নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। মীনার মসজিদে দবও মহানবীর (সঃ) দুর্দিনের অন্যতম আশ্রয়স্থল হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ মসজিদেই 'সূরা আল মুরসালাত' অবতীর্ণ হয়। এ মসজিদে একটি পাথর রক্ষিত রয়েছে। বলা হয়, তাতে মহানবীর (সঃ) সেজদার দাগ রয়েছে।

সেদিন যোহর, আসর, মাগরেব ও এশা আমরা মীনায়ই পড়লাম। ৯ই জিলহজ্জ ফজরও সেখানে পড়ে তালবীয়ার সাথে তাকবীরে তাশরীক শুরু করলাম। এ সময় থেকে তেরই জিল হজ্জের আসর পর্যন্ত তাকবীর তাশরীক চলতে থাকে। বলাবাহুল্য, হাজ্জীগয়ের হাজ্জী নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার মুসলমানকেই তা পড়তে হয়। দুনিয়াব্যাপী এ দিনগুলো আইয়ামে তাশরীক নামে অভিহিত।

৯ই জিলহজ্জ ফজর পড়ে নাস্তা সেরে অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে আমরা আরাফাতের পথ ধরলাম। গাড়ীর পর গাড়ী সারীবদ্ধ হয়ে তালবিয়া-

www.pathagar.com

তাশরীকে গগণ পবণ মুখরিত করে কচ্ছপ গতিতে এগিয়ে চলল। গাড়ীর মিছিলের গতি এতই মন্থর ছিল যে, মীনা থেকে আরাফাত পর্যন্ত গাড়ীর এক সেতু তৈরী হয়ে গেল। সে সেতুর ওপর দিয়ে যে কোন পথচারী অনায়াসে হেঁটে যেতে পারত। এ সেতু সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিরাজ করে। দুপুরে আরাফাতে সৃষ্টি হয় গাড়ীর মেলা। লুধুয়ার মোহতামেম মাওলানা মোমিনুল্লাহ মীনা থেকে পায়ে হেঁটে আমাদের অর্ধেক সময়ে আরাফাতে পেঁছে গেছেন। তিনি অবশ্য জিন নামে খ্যাত। জিন না হলে এক হজ্বে কি করে দু'শ তওয়াফ করতে পারলেন? আমরা এগারটা নাগাদ রাবেতার গাড়ীতে আরাফাতে পেঁছে গেলাম। তারপর তো সেই তাবু না পাওয়া আর অন্যের তাবুতে আশ্রয় নেয়ার ইতিবৃত্ত। বাদশার হজের খোৎবা চলছিল। বিশ্ব মুসলিমের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত খাদেমুল হারামাইনের এ খোৎবার আর্ন্তজাতিক গুরুত্ব অপরিসীম। মক্কা-মদীনা বিশ্ব মুসলিমের অঘোষিত রাজধানী, বিঘোষিত কেবলা। তাই এর অভিভাবক সারা দুনিয়ার মুসলমানের অঘোষিত অবিভাবক, বিঘোষিত মেজবান। বিশ্ব মুসলিমের বার্ষিক মহাসম্মেলনের তিনি স্থায়ী স্বাগতিক ব্যক্তিত্ব। স্বভাবতই তাঁর ভাষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এ ভাষণই আসল হজ, এ খোৎবাই হজের প্রাণ। সুদীর্ঘ আরবী খোৎবা ঘণ্টা দুই ধরে চলতে থাকে। সারা বিশ্বের সর্বকালের সেরা জন-মহাসমুদ্রের সবখানে তা সমানে শোনার আধুনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। সংগে সংগে সমগ্র দুনিয়ার টি, ভি, রেডিওতে রীলে হচ্ছে। ঈদের খোৎবার মুসল্লীদের মত সেজে গুজে বসে ধীরেসুস্থে পুরোপুরি খোৎবা শোনার সৌভাগ্য হজের হাজীদের খুব কমই হয়। এমনও অজস্র হাজী থাকে যাদের আরাফাত ময়দানে পেঁছার অনেক আগে থেকেই খোৎবা চলতে থাকে। তারপর এসে ইস্তেঞ্জা-ওজু-গোসলের ঝামেলা চুকিয়ে নামাযের প্রস্তুতি নিতে খোৎবা প্রায় শেষ হয়ে যায়। তা বলে খোৎবা তারাও শোনতে থাকে। খোৎবাও চলে, তারাও চলে, তাদের কাজ-কর্মও চলে, চলে তাদের রান্না-বান্নাও। এ কারণেই হয়ত হাজীরা হজ করে অনেক কিছুই নিয়ে আসে, আনেনা কেবল হজের খোৎবার কোন বাণীই। এখানেই হজের তাৎপর্য মার খেয়ে যায়।

ভাষা সমস্যাও খোৎবার আকর্ষণ-উপলব্ধির আংশিক অন্তরায় হয়। তা

www.pathagar.com

বলে খোৎবার ভাষা তো একটাই হবে আর তা আরবীই হবে। চৌদ্দশ বছর ধরে এ সত্যটি জানা সত্বেও এতদিনে দুনিয়ার অন্তত হজক্ষম মুসলমানরা খোৎবা বুঝার আরবী জানবেনা, তা কিছুতেই মানা যায়না। মানা না গেলেও না জানাটাই তো বাস্তব। এ বাস্তবের মোকাবেলার জন্য আশু উপায় উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক। এজন্য এক, ভাষণটির কয়েক কোটি কপি মুদ্রিত হয়ে হাজীদের হাতে হাতে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাওয়া চাই। দুই, আরবী না জানা হজ যাত্রীদের শর্ট কোর্সে আরবী শেখানোর ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রয়োজনীয় আরবী জানা খোৎবা ছাড়াও সেখানে অপরিহার্য। আমাদের এক হাজী সাব নাকি দেশে এসে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'মক্কা-মদীনায় কিছু কওয়া-বলার উপায় নেই, কারও কোন কথা শোনার-বোঝারও উপায় নেই। সবই চলে আরবীতে। কেবল আজান আর নামাযটা বাংলায় হয় বলে নামাযটা ঠিকমত পড়তে পারি।' এ ভাবে পুরো হজ্জটা হাজীদের কাছে পরিচিত করে দিতে পারলে হজ্জও তাদের কাছে বাংলা হয়ে যাবে। হাজীদের শর্ট কোর্সে হজ্জ ও প্রয়োজনীয় আরবী শেখানোর দায়িত্ব এ দেশে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনকে দেয়া যেতে পারে। তারা হাজী ক্যাম্পে এ কাজ সেরে দেবেন। আমার স্বদেশী মোয়াল্লেমের প্রস্তাব এ ব্যাপারে সব চেয়ে সহায়ক হতে পারে। অবশ্য সেজন্য আলেম মোয়াল্লেম বাছাই করতে হবে।

আরাফাত মানে মিলন কেন্দ্র। বাবা আদম আর মা হাওয়ার সুদীর্ঘ বিরহ শেষের মিলন পর্ব থেকে আরাফাতের যাত্রা শুরু আর আজ তা কোটি কোটি বনি আদমের মিলন কেন্দ্রে পর্যবসিত। ইসরাফীলের শিঙগা ছাড়া এ মিলন তীর্থের অবসান ঘটাবার সাধ্য নেই কারো। এ মহামানবের মহামিলন কেন্দ্রে কত নবী, ওলি, গওস, কুতুবের সমারোহ ঘটেছে আর ইয়াত্তা কি? কত কান্না এর আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে, কত অশ্রু এর মাটি ও পাথরে মিশে আছে আর কত পাপ এ পাক ভূমিতে বিলীন হয়েছে তার হিসাব একমাত্র আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। এখানেই বাবা আদম (আঃ) 'রব্বানা জলামনা আনফুসানা ওয়াইঁল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা-কুনান্না মিনাল খাসেরীন' এর আহাজারী তুলে পরোয়ারদেগারে আলমের ক্ষমা ও মার্জনা হাসিল করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শত শত কোটি আদম

www.pathagar.com

সন্তান বাবা আদমের পথ ধরে পরোয়ারদেগারের ক্ষমা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাই আরাফাত শুধু মানব মিলনের আরাফাতই নয়, বান্দা ও মাবুদের মিলনেরও মারেফত। জবলে রহমতের সিঁড়ি বেয়ে মাটির মানুষ নুরুন আলা নূরের সান্নিধ্য পেয়ে নূরের প্রদীপে পরিণত হয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

এ আরাফাতের ময়দানে এসেই দেখলাম এক আল্লাহ্‌র ওলির শাহানা শান। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ডে দগ্ধিভূত আরাফাতের অগ্নিশর্মা ময়দানে নগ্নপদে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র ওলির ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে অবিরাম কান্না দেখেছি তার নজীর কেবল নবী-ওলিদের ইতিহাসেই মিলে, আর কোথাও নয়। যেখানে চার রাকাত নামায পড়তে আমাদের বলতে গেলে চল্লিশ বার পা বদলাতে হয়, যেখানে তাবুতে থাকতে গেলেও গায়-গলায় সমানে পানি ঢালতে হয়, যেখানে ছাতাছাড়া মাথা কল্পনা করতেও মাথা ঘুরে যায়, সেখানে এক নবতিপর বৃদ্ধের এ দুর্জয় শক্তির উৎস যে কি আর সে উৎস যে কি অনন্ত শক্তির আধার, তা ভাবতে গিয়ে শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়েরই দেখা পাই আর কোন কিছুরই দেখা মেলে না।

হযরত হাফেজ্জী হুজুরের কথাই বলছিলাম। নামায শেষে আমাদের নিয়ে তিনি ছোট খাট এক বিশেষ মোনাজাত সেরে বললেন, আপনারা ইচ্ছে করলে যার যার সাধ্যমতে আমার মোনাজাতে শামিল থাকতে পারেন। এই বলে মুক্ত মাঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত উর্ধে তুলে আল্লাহর বান্দা শুরু করলেন তাঁর আরশকাঁপানো মোনাজাত আর কান্না। আশে-পাশের সব তাবু উজাড় করে এসে দলে দলে মোনাজাতে শামিল হতে হতে এক ক্ষুদে আরাফাত বানিয়ে ফেলল। সে আরাফাতে জমায়েত হল এসে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ভাষার মানুষ। আল্লাহর দরবারে আল্লাহর এক ওলির মোনাজাতের রজ্জু তাদের একাত্ম করেছে। মাওলার দরবারে ওলির কান্নার সাথে নিজেদের কান্না একাকার করতে, ওলির হাতের সাথে নিজেদের হাত দুটো মিলিয়ে দিতে আর ওলির মোনাজাতের সাথে নিজেদের মোনাজাতটুকু কবুল করিয়ে নিতেই তারা একত্র হয়েছে। ফলে সেখানে বুক ভাংগা কান্না আর গলাফাটা আহাজারীতে যে তুমুল তরংগ সৃষ্টি হল তা আমার ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

জীবনের অভিজ্ঞতায় একেবারেই দুর্লভ। আমার মত চণ্ড পাষণ্ড যার নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ডের মুখেও দু'গণ্ডে বিন্দু বারির আভাস দেখা দেয়নি, তারও যদি অশ্রুতে বুক ভাসতে পারে তা হলে তা যে কি ব্যাপার ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সে কান্নার তরংগমালায় কম-বেশী আমরা সবাই অবগাহন করে যথাসাধ্য পাকসাফ হতে চেয়েছি।

ইত্যবসরে রোদের তেজ দেহের তেজকে এমনই নিস্তেজ করল যে হাবু-ডুবুর উচ্ছ্বাস গিয়ে বুকের ধুকধুকানী বেড়ে গেল। সংগে সংগে পায়ের তলায় তপ্ততার অনুভূতি এতই তীব্র হল যে আস্তে আস্তে ক্ষুদে আরাফাত পাতলা হতে হতে সাফ হয়ে গেল। টিকে থাকল কেবল একটি মানুষ আর দুটি হাত। সে হাতের একই আকুতি আর সে মানুষের একই প্রার্থনা, মাওলা গো, দুনিয়ার মুসলমান এক কর, দুনিয়ার মুসলমান নেক কর। ও মাওলা, তাদের ইসলামী হুকুমত কায়েমের তওফীক দাও। তাদের দুষমনের হামলা থেকে বাঁচাও। মনে হল, সারা আরাফাতের আকাশে বাতাসে তখন একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল, দুনিয়ার মুসলমান এক কর, দুনিয়ার মুসলমান নেক কর।

এখানেই কি শেষ? ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়াবার পর তিনি সেজদায় চলে গেলেন। সেজদায়ও কাটল তাঁর দু'ঘণ্টার মত। তপ্ত বালুতে মুখ-মাথা গুজে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে যে নজীরবিহীন সেজদার নমুনা তিনি তুলে ধরলেন তা কেবল নবী-ওলিদের জন্যেই সম্ভব, আমরা নাদান যে তা দেখবার সুযোগ পেয়েছি এটাই তো সাত পুরুষের ভাগ্য। যে হতভাগারা এ মানুষটিকে বৃদ্ধ, দুর্বল, স্থবির বলে উড়িয়ে দিতে কিংবা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, তারা যদি আজ দেখতে পেত, আমাদের শত জোয়ানদের হার মানিয়ে এ বৃদ্ধ কি অচিন্তনীয় অসাধ্য সাধন করছেন, তা হলে নিশ্চয়ই লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বাঁচতে চাইত। এ আল্লাহর ওলি জীবনে প্রায় তিরিশবার হজ্জ করেও আমাদের হাজারো অনুরোধ পায়ে ঠেলে হজ্জের প্রতিটি কাজ নিজেই সবলদের চাইতে সবলভাবে সম্পন্ন করেছেন, কোথাও প্রোক্সির প্রশ্রয় দেন নি।

মসজিদে নুমেরা আরাফাতের ঐতিহ্যবাহী সেরা মসজিদ। এক কালের জীর্ণতম মসজিদ এখন সুন্দরতম বৃহদায়তন রূপ নিয়েছে। জাবালে রহমতও এখন

www.pathagar.com

আধুনিকতার পরশ পেয়ে জীর্ণতামুক্ত হচ্ছে। সব চাইতে উন্নয়ন ঘটেছে রাস্তা-ঘাট ও পুল-সুড়ঙ্গ পথের। আজ কাঁকর বিছানো পথগুলো পীচঢালা রাজপথ হয়ে গেছে। নদীনালার দেশের নদীর এপার-ওপারের পুলের মত পাহাড়-পর্বতের দেশে পাহাড়ের এ মাথা-ওমাথায় পুল তৈরী করে চড়াই-উতরাই সমস্যার সমাধান ঘটানো হয়েছে। তারপর খাল কেটে দু'দিকে নদীর সংযোগ সাধনের মত সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে পর্বতমালার দু'দিকের প্রান্তর-জনপদের সংযোগ ঘটানো হয়েছে। মীনায় অবস্থানরত এক বাংগালী ইঞ্জিনিয়ার বললেন, লেবারের খাতায় নাম লিখিয়ে লুকিয়ে এসে দেশ-গাঁ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলাম, ব্রীজ স্পেশালিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নদী নালাহীন দেশে কি কাজে লাগব ? এখন দেখছি যে, আমার মত হাজার ইঞ্জিনিয়ারও এদের ব্যাপক পুল-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। সব চাইতে আকর্ষণীয় করা হয়েছে সুড়ঙ্গ পথগুলো। মীনা থেকে মক্কা যাতায়াতের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে একবার হেঁটে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথের স্বাদ উপভোগ করেছি। পাশাপাশি গাড়ী চলাচলের পথও রয়েছে। তবে তা একেবারেই স্বতন্ত্র। হাওয়া খেতে খেতে আলোয় ঝলমল ছায়াপথে শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত পরিমণ্ডলে চলতে চলতে ভাবছিলাম, আধুনিকতার রহমত যতই আমাদের আচ্ছন্ন করে চলছে, আল্লাহর রহমত থেকে ততই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি না তো ?

সে যাক, সূর্যাস্তের আগেই আমরা আরাফাত থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। ফলে যথা সময়ে মুযদাফালেফায় পৌঁছে গেলাম। যোহর আছর তো একত্রে আরাফাতে পড়ে এসেছি। এখানে এসে একসংগে মাগরেব এশা সেরে নিলাম। এখানে এসে পড়ে গেলাম এক মহা ফাঁপড়ে। ভাল দেখে একটা ভীড়মুক্ত জাগা আবিষ্কার করে রাবেতার গাড়ী থেকে নেমে পড়ে কায়দা করে বিছানা বিছিয়ে রাতের জন্য ড্রাইভারকে ছুটি দিলাম। তারপর জানতে পেলাম, এ হচ্ছে ওয়াদীয়ে মোহাচ্ছাবের বতনে মোহাচ্ছার। এখন কি করি ? গাড়ী আছে গাড়োয়ান নেই, তাই গাড়ীও ঘাড়ের বোঝা হল। অন্য সব বোঝা তো আছেই। অথচ ছুটতে হচ্ছে উর্ধ্বশ্বাসে। সাথে এক নবতিপর বৃদ্ধ। তবে তিনি ছুটে চলছেন আমাদের সবার আগে। কত ক্ষিপ্রতার সাথে যে এ অভিশপ্ত এলাকা পার হতে হয় তা তাঁর চাইতে আমাদের ভেতর আর কে ভাল

www.pathagar.com

জানবে ? আমরা যখন ঢুকি তখন সেখানে একটা পুলিশ ক্যাম্প দেখে ঢুকি। ভাবলাম এরা নিশ্চয়ই জেনে শুনে অভিশপ্ত এলাকায় ক্যাম্প করেনি। নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিতও হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরও এ দুর্ঘটনা। তখন বুঝলাম, ইয়ামানী পুলিশরা বতনে মোহাচ্ছারের কি খবর রাখবে ? সউদী জোয়ানরাই তো নতুনের নেশায় এসব পুরনো ব্যাপারে বেখবর। বোচকা-বীড়া নিয়ে বহু কষ্টে ছুটে অনেক দূরে গিয়ে বালামুক্ত হলাম। তাও হলাম কি হলাম না, সে দ্বন্দ্ব আজও ঘুচলনা। কেন ? যে সউদী সরকার প্রাচীন দেশটাকে আধুনিক শকটে চড়িয়ে রকেটের গতিতে চাঁদের দেশে নিয়ে চলছে, সে কি এ অভিশপ্ত এলাকাটুকু উজ্জ্বল ভাবে চিহ্নিত করে রাখতে পারে না ? আসল কথা হচ্ছে, উর্ধ্ব মুখে চলার লোকেরা পায়ের সামনের গর্ত দেখার অবকাশ পায়না বলেই এসব দুর্ঘটনা দেখা দেয়।

এবারে বতনে মোহাচ্ছারের ইতিকথা বলছি। সূরা ফীলের প্রতিনায়ক ইয়ামানের আবরাহা বাদশাহ বিশাল গজারোহী বাহিনী নিয়ে ছুটে এল কাবা ধ্বংস করে তার বানানো খৃষ্টানের কলীছায় আরবদের যেয়ারতে যেতে বাধ্য করতে। আবিসিনিয়ার সম্রাট নজ্জাশীর আশীর্বাদ নিয়েই সে এ কাজে অগ্রসর হল। তাই বিজয় তার অবধারিত। পর পর দু'তিন আরব গোত্র তাকে বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত ও বন্দী হল। বিজয়ী সৈন্যরা লুটপাটও চালাচ্ছিল। তারা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) দাদা আব্দুল মোত্তালেবের একশ উট লুট করল। তিনি ছিলেন কাবার মোতাওয়াল্লী। অত্যন্ত সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন তিনি। কাবাঘর ধরে অনেক কেঁদে কেটে তিনি কাবার মালিককে বললেন, তুমি তো ভাল করেই জান, আবরাহার মোকাবেলা করার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। তাই এখন তোমার ঘর তুমি রক্ষা কর আর আমি আমার উট রক্ষা করতে যাই। এই বলে তিনি সোজাসুজি আবরাহার দরবারে গিয়া হাজির হলেন। কাবার এ সুদর্শন সুপুরুষ মোতাওয়াল্লীকে দেখে আবরাহা বেশ সম্মান প্রদর্শন করল। তারপর যখন তিনি তাঁর উটগুলো ফেরত দেয়ার অনুরোধ জানালেন, তখন সে অবাক হল। প্রশ্ন করল, কাবা রক্ষার অনুরোধ না জানিয়ে তুমি উট রক্ষার অনুরোধ জানালে কেন ? আব্দুল মোত্তালেব

www.pathagar.com

বললেন, যাঁর কাবা তা রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। উটগুলো আমার বলেই সেগুলো রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য আমি এসেছি। কাবার মোতাওয়াল্লীর এ ধরণের জবাব শুনে কাবা ধ্বংসাভিলাষী আবরাহা খুশী হয়ে উটগুলো ফেরত দিল। আব্দুল মোত্তালেব উটগুলো নিয়ে ফিরে এসে গোত্রের সবাইকে ডেকে বললেন, কাবা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি কাবার মালিকের হাতে ছেড়ে দিয়ে চল আমরা দূরে সরে যাই। গোত্রপতির নির্দেশে সবাই যার যা সম্বল নিয়ে রাতারাতি অনেক দূরে চলে গেল। তা শুনে তো আবরাহা আনন্দে আত্মহারা। অবাধে এভাবে কাবাঘর ধ্বংস করা যাবে তা ছিল তার কল্পনাতীত ব্যাপার। আবরাহা সানন্দে সসৈন্য এগিয়ে আসছিল। যেইমাত্র ওয়াদীয়ে মোহাচ্ছাবে পৌঁছল, অমনি কাবার মালিক সক্রিয় হলেন। আবরাহার বৃহত্তম গজারোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন তাঁর ক্ষুদ্রতম আবাবীল বাহিনী। আবাবীল পাখী তার ক্ষুদ্র পায়ে সামলানোর মত ছোট্ট ছোট্ট কাঁকর ছুড়ে আবরাহার বিশাল বাহিনী নিপাত করল। অবশেষে তাকেও এক কাঁকর মেরে শেষ করল। এভাবে কাবার মালিক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খতম করে কাবার হেফাজত করলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল হযরতের (সঃ) জন্মের ঠিক দু'মাস আগে। এ ঘটনা থেকেই বতনে মোহাচ্ছার চিহ্নিত হল অভিশপ্ত এলাকা বলে। মহানবী (সঃ) ঘোষণা করলেন, 'অভিশপ্ত এলাকায় অবস্থান কোরোনা ; বরং ক্ষিপ্রতার সাথে তা অতিক্রম কর।' মহানবীর (সঃ) এ আদেশ রক্ষার্থেই আমাদের এ ছুটাছুটি।

১০ই জিলহজ্ব সূর্যোদয়ের সংগে সংগে আমরা ক্ষিপ্রতার সাথে ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছাব অতিক্রম করে মীনায় ফিরে চললাম। সেখানে পৌঁছতে প্রায় দ্বিপ্রহর হল। তখনই গিয়ে বড় শয়তানকে কংকর মারার পালা। কংকর মেরে এসে কোরবানী দিতে হয়। ইফরাদ হজ্বের কারণে আমাদের কোরবানী দেয়া ওয়াজেব ছিলনা, ছিল মোস্তাহাব। একে তো কোরবানীর গরজ নেই, তার ওপরে তখন কংকর মারতে গেলে নিজেরই কোরবানী হবার আশংকা রয়েছে, তাই আপাতত তাবুতে আশ্রয় নিলাম। ইচ্ছা রইল, সূর্যাস্তের আগে গিয়ে যেভাবে হোক মেরে আসব। রমি বা কংকর মারার জন্য আমরা মুযদালেফা থেকে সত্তরটি কংকর সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। কংকর মারার দোতালা ব্যবস্থা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও বুড়োরা প্রোক্সির সাহায্যে সে কাজ চালায়। শয়তানকে মারতে গিয়ে ভীড়ের চাপে প্রায়ই দু'চারজন বুড়ো প্রাণ হারায়। এ কারণেই তারা সতর্ক হয়ে গেছে। প্রোক্সিদাতাদের তারা পয়সা দেয়। সবলদেহীদের একটা সুযোগ বটে। তা তারা পাক। কারণ, দেহ সবল রাখার খরচাও ঢেড়। আমাদের সে খরচাও নেই, আয়েরও দরকার নেই। ব্যয় করেও কিছু এনার্জী বাঁচাতে পারলে সেটাই এ বয়সের বড় লাভ।

আসলে মরামরির কারবারটা বেশীরভাগ বাংগালীরাই চালায়। নেহাৎ মরার দুয়ারে হাজির না হয়ে ওরা হজ্জে আসে না। যখন আসে বিদায়-আদায় নিয়ে আসে যেন পাক মাটিতে মরে থাকতে পারে। এ হতভাগারা মরবেনা তো মরবে কারা? একে তো গায়ে-পায়ে খাট, তাও আবার জন্মের বুড়ো, তার ওপরে মরার নিয়াত, বাঁচার আর পথ কৈ? বয়স থাকতে হজ্জে না আসতে পারার অনেক কিসসাই তাদের আছে। একটা গল্প শুধু বলছি। কে নাকি কবে বয়স থাকতেই হজ্জের সখ নিয়ে মোরগের ডাকের সাথে সাথে রওনা করতে হবে বলে ঘর থেকে বিদায়-আদায় নিয়ে বারান্দায় শুয়ে ছিল। বেচারার একা একা ঘুম আসছিলনা। তাই বড় বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে কেবল বিলাপ করছিল, হায়, কালকে ছিলাম কৈ আর আজকে এলাম কৈ? ওদিকে বেচারীর তো নানা চিন্তায় ঘুম না হবারই কথা। সে যখন এ সব বিলাপ আর হা-পিত্যেস শুনল, আস্তে করে উঠে এসে হাত ধরে ঘরে টেনে নিতে নিতে বলল, হয়েছে তোমার হজ্জ করা, এবারে ঘরে এস। বেচারা মাত্র দু'একবার 'কর কি' 'কর কি' বলে লক্ষী ছেলেটির মত সুড় সুড় করে ঘরে ফিরে গেল।

তাই বলছি, এ বাতিক ছাড়তে হবে। বয়স থাকতে হজ্জে যেতে হবে। বাহাদুরের মত হজ্জের ফরজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। দরকার হলে অন্য দেশের বুড়োদের প্রোক্সির কাজ চালিয়ে দু'পয়সা কামাই করতে হবে। তা হলেই আমাদের দুর্নাম ঘুচবে। হজ্জে গিয়ে কারো লাজে মুখ লুকিয়ে চলতে হবে না। মূলত বয়স থাকতে হজ্জে না গেলে না হজ্জের স্বাদ পাওয়া যায়, না ছওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য বেশ কিছু তরুণ হাজীর দেখা মেলে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঠিক হজ্জের জন্য যায় না, যায় হজ্জে গিয়ে হারিয়ে যাবার জন্য।

www.pathagar.com

তাও ভাল। সাহস হোক, অভ্যাস হোক, তারপর একদিন দেখা যাবে, হজ্ব করে আর হারিয়ে যায় না, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে আসে।

হ্যাঁ বুড়া তো হাফেজ্জী হুজুরও। কিন্তু তিনি প্রতি বছরই হজ্ব করেন। অথচ তাঁকে কখনও জোর করেও প্রোক্সির সাহায্য নিতে রাজী করা যায় না। শয়তান মারতে গিয়ে তিনিই শয়তান মেরে আসেন, তাকে তো শয়তান মারতে পারেনা। তিনি এমন কি দূর থেকেও শয়তান মারার ডিউটি আদায় করতে রাজী হন না। একদম কাছে গিয়ে ঠিক নিয়ম মাফিক গুণে গুণে তিন শয়তানকে সাত সাতটি করে কংকর মেরে তবে নিরস্ত হন। এবারে তো তিন মাইল দূরবর্তী তাবু থেকে দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুরে পায়ে হেঁটে এসে প্রতিদিন রমি করেছেন। এরূপ বুড়া তো শত জোয়ানের বাড়া। কিন্তু তা তো একজনই। একজনের জন্য তো কোন নিয়ম চালু করা যায় না।

শয়তানকে কংকর মারতে হয় অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধ নিয়ে। ঘৃণা ও ক্রোধ মানসিক প্রক্রিয়া বিধায় তা মনে মনেই করতে হয়। কিন্তু তার প্রকাশ যখন দেহে ঘটে, তখন সেই দৈহিক প্রক্রিয়ায় বুড়ো মরা থেকে শুরু করে অনেক অঘটনই ঘটে যায়। কংকর তখন জুতা স্যাণ্ডেলে রূপ নিয়ে শয়তান ছেড়ে শয়তান মারার মানুষের মাথা ভাঙতে থাকে। মজার ব্যাপার এই, শয়তানের আশে পাশে কাঁকরের স্তূপের শতগুণ বেশী সৃষ্টি হয় জুতা-ছাতা, স্যাণ্ডেলের স্তূপ। এগুলোর পাহাড় ডিংগিয়ে শেষে শয়তান মারা দায় হয়ে যায়।

শয়তান মারতে গিয়ে আবার ইরানী উৎপাতের সম্মুখীন হলাম। মিছিল করে শয়তান মারতে গিয়ে যখন তারা বড় শয়তানকে কংকর মারে, তখন স্লোগান দেয় 'মোর্গ বর আমেরিকা'। তারপর মেঝ শয়তানকে কংকর মারার সময় স্লোগান দেয়, 'মোর্গ বর শোরাভী'। অবশেষে ছোট শয়তানকে কংকর মারতে গিয়ে স্লোগান দেয় তারা, 'মোর্গ বর ইসরাঈল'। ভেবে পেলাম না, তিন শয়তানের এ আধুনিক ব্যাখ্যা তারা পেল কোথায়? শয়তান মেরে ফেরার পথে স্লোগান দেয় 'ইয়াআইওহাল মুসলিমুঁ-ইত্তাহেদু ইত্তেহাদু।

ইফরাদ হজ্বে কোরবানী মুস্তাহাব হলেও আমি ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ কোরবানী দিলাম। হুজুর শুনে খুব খুশী হলেন। কোরবানী দিতে

www.pathagar.com

গিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। দ্বিতীয় দিনে কোরবানী দিতে প্রথম দিনের কোরবানীর অসংখ্য জীবের পাহাড় সমান ফুলাপচা স্তূপ পাড়ি দিতে গিয়ে কয়েকবারই পা ফসকে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। একে তো দুর্গন্ধে পেটের আঁত পর্যন্ত বেরিয়ে আসছিল। তার ওপরে সেগুলো মাড়িয়ে যাবার অসহনীয় দুর্ভোগ আমাদের কোরবাণীর সখ চিরতরে মিটিয়ে দেবার উপক্রম করল। অবশ্য কোরবাণীর দুর্বার আকর্ষণই আমাদের এ বাধার পাহাড় ডিংগাতে সহায়তা করেছে। প্রশ্ন জাগল মনে, এ বিপুল অপচয় রোধের কি কোন উপায় নেই? যদ্দিন তা না হয় তদ্দিন কি সংগে সংগে এগুলো সরানোর ব্যবস্থা করা যায় না? আপাতত যে জ্বালানোর ব্যবস্থা চলছে তা কি প্রথম দিন থেকে চলতে পারে না? তা হলে অন্তত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কোরবাণী দাতাদের এরূপ চরম অস্বাস্থ্যকর দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় না। তারপরও আমার পয়লা প্রশ্নটি থেকে যায়। প্রতি হজে অন্তত এক কোটি কোরবানীর জীবের কায়েকশ কোটি টাকার এই যে বিরাট অপচয় তা কি ঠেকাবার কোন উপায়ই উদ্ভাবন করা যায় না? এ ব্যাপারে খাদেমুল হারামাইনকে সঠিক পরামর্শ দান বিশ্ব মুসলিম সরকারসমূহের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করি।

মীনায় দশ, এগার ও বার তারিখের অনুষ্ঠানগুলো শেষ করে তের তারিখে আমরা মক্কার আস্তানায় ফিরে এলাম। এসেই পাক-পবিত্র হয়ে কাবা শরীফে গেলাম তাওয়াফে যেয়ারত সম্পাদনের জন্য। তাওয়াফে কদুমে আমার সাথী ছিলেন মাওলানা আযীযুল হক ও মাওলানা ফযলুল হক আমিনী। এবারে সৌভাগ্য হল হুজুরের সাথে তাওয়াফ করার। হজের তাওয়াফের প্রচণ্ড ভীড়ে যেখানে পোঢ় হাজীরা পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্বে থেকে কাবার চার পাশের দেয়াল ঘরের নীচতলা দিয়ে নয়, দোতালা দিয়ে তাওয়াফ করেন, হুজুর তখন আমাদের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে কাবার পাশে ঘূর্ণায়মান বিশাল স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। যে ভীড়ের ধাক্কায় জোয়ানরা পর্যন্ত 'বাঁচাও বাঁচাও' চীৎকার তোলে, সে ভীড়ে হুজুরকে ঢুকতে দেখে অন্তর দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। বাধ্য হলাম আমরাও হুজুরের সাথে ছুটতে। ইয়া আল্লাহ! চারদিকের প্রচণ্ড চাপে আমরা যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম। হুজুরের চারপাশে আমরা হাতে হাত

www.pathagar.com

বেঁধে দুর্বার ব্যারিকেড সৃষ্টি করলাম। কিন্তু তারপরও হুজুরকে ভীড়ের চাপ থেকে কোনমতে বাঁচাতে পারছিলাম না। হুজুরের তো সে সব দিকে আদৌ খেয়াল নেই। তিনি আছেন তাঁর ধ্যানে। আমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি হাজরে আসওয়াদের একদম কাছে গিয়ে তাওয়াফ শুরু করলেন এবং রমল চালালেন। তাওয়াফের ক্ষুদ্রতম বিধানটিও তিনি ছাড়তে নারাজ। আরাফাত-মুযদালেফা-মীনার হাজার ধাক্কা সয়ে আমরা যেখানে কাবু হয়ে পড়েছি, হুজুর সেখানে যেন হাজারগুণ সতেজ হয়ে গেলেন। তিনি নিজের তাওয়াফ তো ঠিকমত চালাচ্ছেনই, আমাদের কোথাও একটু বেঠিক হলে সংগে সংগে টুকছেন। একবার প্রচণ্ড ভীড়ের ধাক্কায় যখন কোনমতে হুজুরকে হেফাজত করা যাচ্ছিলনা, তখন বাধ্য হয়ে সামনে চলা ছেড়ে ঘুরে গিয়ে হুজুরের দিকে মুখ করে ভীড় ঠেকাচ্ছিলাম। সংগে সংগে হুজুর এ বলে ধমক দিলেন, আমাকে বাঁচাতে হবেনা, ঠিকমত তওয়াফ করুন, সামনে চলুন। আমি হতভম্ব হয়ে তাই শুরু করলাম। ভেবে পেলাম না, এ নবতিপর বৃদ্ধের এত শক্তি ও সতর্কতার উৎস কি! তবে কি তাঁর আত্মিক শক্তি গোটা দেহকেই আত্মায় রূপান্তরিত করেছে? তা না হলে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ দিশেহারা জোয়ান দেহগুলোকে ধমকে পথ দেখাচ্ছে কি করে? যে লোকটির ইবাদতশূন্য অবস্থায় সকাতর দশা, সে লোকটি ইবাদতে নামলেই নওজোয়ান হয়ে যায় কি করে?

তাওয়াফে যেয়ারতের প্রচণ্ড ঝড়-উতরে চেয়েছিলাম একটু জিরিয়ে নেব। কিন্তু তার উপায় আছে কি? মোলতাযেমের কাছে যাওয়া তো তখন হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছার মতই ভয়াবহ ব্যাপার। হুজুর ছুটে গেলেন সেখানে কান্না-কাটার জন্য। আমরাও অগত্যা গেলাম সাথে। আবার সেই অঝোরে কান্না ও শিশুসুলভ প্রার্থনা, 'মাওলা গো, দুনিয়ার মুসলমানদের এক কর, দুনিয়ার মুসলমানদের নেক কর। ও মাওলা, তাদের দুষমনদের হাত থেকে বাঁচাও, তাদের ইসলামী হুকুমাত কায়েমের তওফীক দাও।' মনে হচ্ছিল, হুজুরের সে প্রার্থনা বায়তুল্লাহ্‌র সিঁড়ি বেয়ে যখন তখন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল আর গোটা পরিমণ্ডলে তাই তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

তাওয়াফ শেষ হতেই হুজুর ছুটলেন যমযম কুপের পানি পান করতে। আমরাও জিরোবার ভাবনা ছেড়ে তাঁর সাথে সাথে ছুটলাম। কিন্তু পা যেন

www.pathagar.com

না জিরিয়ে আর চলতেই চাচ্ছিল না। উপায়ও নেই না চলে। যমযমের পানি পেয়ে কিছু তাজা হলাম। সেখানের আনুষ্ঠানিকতা সেরে হুজুর চললেন সাফা-মারোয়ার সাঈর জন্য। আমাদের যা দশা তাতে হুজুরকে অক্ষমের চেয়ারে বসে সাঈ করার জন্য চাপ না দিয়ে পারলাম না। হাজী সিরাজউদ্দৌলা সংগে সংগে চেয়ারের ভাড়া বের করে দিলেন। হুজুর হেসে আলহামদু লিল্লাহ বলে তা হাত পেতে নিলেন। তারপর তা লুধুয়া মাদ্রাসার জন্য মাওলানা মোমিনুল্লার হাতে গছিয়ে দিয়েই পায়ে হেঁটে ও দৌড়ের জাগায় দৌড়িয়ে সাঈ শুরু করে দিলেন। আমরা হতভম্ভ হয়ে পিছু ধরলাম। এভাবে পদে পদে হুজুরের হাতে নাজেহাল হয়ে আমরা দরদীরা হুজুরকে দরদ দেখাবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে যার যার নিজের দরদে নিয়োজিত হলাম। নাছোড়বান্দা হাজী সিরাজউদ্দৌলা হজ্ব শেষে হুজুরের বায়তুল্লায় পাঁচ ওয়াক্তের জামাতে ও শেষরাতের তাহাজ্জুদে যাতায়াতের কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁরই অজ্ঞাতে একটা হ্যাণ্ড সাইকেল নিয়ে এলেন। হুজুর দেখে খুবই নাখোশ হলেন। তারপর দাতাকে খুশী করার জন্য বললেন, আমি পেলাম, তবে কামরাংগীর চর মাদ্রাসাকে দান করলাম। দাতাকে অগত্যা তা খুশী হয়ে মেনে নিতে হল।

আমরা বা-কায়দা সাঈ শেষ করে মারোয়ায় মোনাজাত সেরে হজ্ব শেষ করলাম ও মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ছাড়লাম। তারপর থেকে আমরা আমাদের মুলতবী জগতে ফিরে গেলাম। এতদিনে আবার যুদ্ধ-সন্ধির ভাবনা নিয়ে ইরাক দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম। হুজুরের ইরাক সফরের অবশিষ্ট চার সফরসংগী মাওলানা মহিউদ্দীন খান, মাওলানা হাবীবুল্লাহ মেসবাহ, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও হাজী সিরাজউদ্দৌলা আমাদের হেজাজ পৌঁছার পরদিনই গিয়ে হাজির হলেন। হজ্ব আমরা একত্রেই করেছি। মাওলানা মহিউদ্দীন খানকে ইরাক সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা সমাপনের জন্য দায়িত্ব দেয়া হল।

আমরা বাইশে সেপ্টেম্বর বুধবার মক্কা মোয়াজ্জমায় হাজির হই এবং চব্বিশে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সউদী ধর্মীয় প্রধান শেখ বিন বা'ছের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে এক বেলার মেহমান হই। তিনি শেখ আবদুল ওহাব নজদীর বংশধরদের প্রধান এবং সউদী সরকারের ধর্মীয় গুরু। বর্তমানে তিনি অন্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি একজন

www.pathagar.com

হক্কানী আলেম ও মোহাক্কেক বুযুর্গ। অন্ধ হয়েও তিনি দুনিয়ার সব ব্যাপারে বাখবর। দ্বীন ও মিল্লাতের প্রতি দরদ তাঁর অপরিসীম। আমাদের ইরান-ইরাক সন্ধি প্রয়াসে তিনি অশেষ খুশী বলেই হুজুরকে খাস মেহমানের মর্যাদা দিলেন। সেদিন শুধু দ্বীন ও মিল্লাতের আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়েই মতবিনিময় হল। এ সব চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। হুজুরের সাথে বলতে গেলে সব ব্যাপারেই তিনি একাত্ম হলেন। আলোচনা শেষে আমরা লাঞ্চে আপ্যায়িত হই। সউদী লাঞ্চের আস্ত দুম্বার রোষ্টের ঐতিহ্য এখানেও বহাল ছিল। বহাল ছিল কিছু খেয়ে বেশী ফেলে রাখার ঐতিহ্যও। প্রাচুর্যের দেশের এ মহামারী থেকে যে দেশের বুযুর্গদেরও রেহাই মেলেনা তা বুঝতে কষ্ট হলনা।

মক্কা ত্যাগের আগের দিন শেখ বিন বা'ছ এসে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যান। আমরা তখন তাঁর কাছে মক্কা ও মদীনায় পরিলক্ষিত কিছু দ্বীনি ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে প্রাণ খোলা আলাপ করি। বিশেষত বিমান বালা, ভারতীয় সিনেমা সংগীত ও ভি, সি, আর প্রসংগ তুলে মাওলানা ফযলুল হক আমিনী তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। তিনি সরাসরি এগুলোকে মুনকারাত ও আজীম মসীবত ঘোষণা করে সবিনয়ে বললেন, এ সব বালা দূর করার জন্য আমরা প্রাণ-পণ চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনারাও খাদেমুল হারামাইনকে এ সব ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন। আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়ই কেবল মুসলিম মিল্লাত আধুনিক বস্তুবাদের এ সব ফেতনা থেকে রেহাই পেতে পারে। শেখ বিন বা'ছের এ আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনায় আমরা অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হলাম। তিনি আমাদের অনেক দ্বীনি কিতাব উপহার দিলেন। তার বেশীর ভাগই আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও মাওলানা মওদূদীর কিতাব।

হজ্জ শেষ করে ইরাক যাত্রার আগ পর্যন্ত আমাদের কাজ ছিল কাবাঘরে নামায, তাওয়াফ, তেলাওয়াত ইত্যাকার ইবাদতে মশগুল থাকা। কারণ, এমন সৌভাগ্য তো জীবনে বারংবার আসে না। উম্মে হানীতে একদিন তেলাওয়াত রত অবস্থায় আবার মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সাথে দেখা। তাঁর সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম,

www.pathagar.com

যেহেতু ইসলামী আন্দোলনে সাফল্যের জন্যে কেয়াদাতে ওলামা অপরিহার্য এবং যেহেতু হাফেজ্জী হুজুর বর্তমান ওলামায়ে কেরামের মুরুব্বী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ, তাই তিনিই ওলামায়ে কেরামকে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আহ্বায়কের দায়িত্ব নেবেন। হুজুরের কাছে এ প্রস্তাব রাখবেন বায়তুশ্ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার, প্রখ্যাত মোফাচ্ছের মাওলানা লুৎফুর রহমান ও স্বয়ং মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

সেমতে তারা হুজুরের আস্তানায় হাজির হলেন। পয়লা তারা হুজুরের ইরান সফরের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। হুজুর সংক্ষেপে ইরানী নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধবন্ধ সম্পর্কিত আলোচনার ফলাফল ব্যক্ত করলেন। তারপর ইরান সফরের প্রতিক্রিয়া প্রসংগে বললেন, বাংলাদেশে যে তিনটি জিনিস কায়েম করার জন্য আমি উদগ্রীব. খোমেনী সাব ইরানে তা কায়েম করেছেন। তার প্রথমটি হল ওলামার কেয়াদত। দ্বিতীয়টি হল নারীর পর্দা। তৃতীয়টি হল জজবায়ে জেহাদ ও শাহাদত।

ইরান সম্পর্কে হুজুরের প্রতিক্রিয়া এই প্রথম আমরা শোনলাম। এর আগে না আমরা জানতে চেয়েছি, না তিনি জানিয়েছেন। তখন পীর সাব তাঁদের প্রস্তাবটি হুজুরের কাছে পেশ করলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, আপনি এখন দেশের মুরুব্বী, ওলামায়ের কেরামের মুরুব্বী ও ইসলামী আন্দোলনের মুরুব্বী। সুতরাং সবাইকে ডেকে একত্রিত করা কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব এবং এটা একমাত্র আপনারই কাজ। হুজুর দু'চার কথা আলাপ করার পর যখন সন্তুষ্ট হলেন তখন সম্মত হলেন। কথা হল, হুজুর দেশে গিয়ে দেশের ওলামায়ে কেরামের এক মহাসম্মেলন ডাকবেন এবং সেখানে বসে সবাই ইসলামী আন্দোলন সফল করার উপায় উদ্ভাবন ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। সেটাই হবে ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মীর একমাত্র কর্মসূচী।

এ, সন্তোষজনক আলোচনার প্রেক্ষিতে বায়তুশ্ শরফের পীর সাব হুজুর ও তাঁর সফরসংগীদের ডিনারের দাওয়াত দিলেন। হুজুর তা কবুল করলেন। আমরা সন্ধ্যায় ডিনারে অংশ নিলাম। হুজুর ডিনার শেষে বিশ্রাম নেয়ার জন্য চলে গেলেন। আমরা ওলামা সম্মেলনের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার

www.pathagar.com

জন্য থেকে গেলাম। ওলামা সম্মেলনে জামাতে ইসলামীর আলেমদের অংশ গ্রহনের প্রশ্ন এলে আলোচনা-পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতভাবে স্থির হল, তারা মওদূদী সাবের আহলে সুন্নত অল জামায়াত বিরোধী আকীদাগুলোর সাথে একমত নন এ ঘোষণা দিয়ে অংশ নিতে পারবেন। আমাদের সেদিনকার আলোচনা ছিল আন্তরিকতা ও এখলাসে ভরপুর। পবিত্র ভূমির প্রভাবই যে তার মূলে সক্রিয় ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মক্কা শরীফে অবস্থানের শেষ দিনগুলোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল মক্কার মেয়রের বাড়ীতে এক বেলা মেহমান হওয়া। বাড়ীর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য প্রাচুর্যের স্বাক্ষরে ভরপুর। খানার তালিকায় এতই বৈচিত্র্যের সমারোহ ঘটানো হয়েছে যা আমাদের মেহমানদের জন্য একেবারেই কল্পনাতীত ব্যাপার। নাম না জানা নানা খানা অন্ধের মত টেস্ট করে করে ধীরে সুস্থে দীর্ঘক্ষণ বসে খেলাম। খেয়ে দেয়ে নিঃসন্দেহে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম। ভাবলাম, মুষ্টিমেয়র এ পরম পরিতৃপ্তি যে কতজনের চরম অতৃপ্তির অনুদান তা কে জানে?

প্রসংগত মেসফালার বাংগালী হোটেলের কথা মনে পড়ে গেল। তার অন্যতম মালিক মহিউদ্দীন আমার ছাত্র। নারায়নগঞ্জের খানপুরের বাসিন্দা। এখানেও ব্যবসায়ী ছিল। ওখানে গিয়েও ববসা করছে। এখানে ছিল সুতার ব্যবসা, ওখানে করছে হোটেল ব্যবসা। ওর ওখানে খেতে গেলে বিপদ ছিল এই, পয়সা দেওয়া যেত না। শিক্ষক হয়ে ছাত্রের এ ক্ষতি করা যায়না বলেই ওর কাউন্টারে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে খেতাম। তবু অন্যত্র যেতাম না। ছাত্রের হোটেল বলে যে অন্যত্র যেতামনা তা নয়। আমাদের রুচীমাফিক খানা কেবল ওখানেই পেতাম। তাই সেখানে ওয়াক্তের কালে লাইন বেঁধে খেতে হত। সেখানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই, গরীবের ডাল ভাতের ব্যবস্থাও ছিল। একবার তারা আমাদের সহ হাফেজ্জী হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে খাইয়েছে। তিনি খাসভাবে তাদের ব্যবসার জন্য দোয়া করেছেন।

ইরাক যাত্রার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হবার প্রাক্কালে এক খবর পেয়ে আমরা কিছুটা বিচলিত হলাম। শুনতে পেলাম, আমাদের সাথে ইরাকে বাংলাদেশের চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি প্রতিনিধি দল যাচ্ছেন। এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব

www.pathagar.com

দিচ্ছেন আমাদের দেশের আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়তুল মোদার্রেসীনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান। ইরাকের ওয়াকফ মিনিষ্ট্রি থেকে মাদ্রাসার নামে টাকা আনার জন্য তিনি নাকি প্রতি বছরই দু'এক-বার যান। তা বলে এবারের যাওয়াটা তিনি আমাদের সাথে কেন ম্যানেজ করলেন তা আমাদের বুঝে আসছিল না। খবরটা মাওলানা মহিউদ্দীন খানই আমাদের দিলেন। তাই আমরা তাঁকে সাফ জানিয়ে দিলাম, আর যা-ই হোক তার দল যেন অন্তত আমাদের একই প্লেনে না যায়। খান সাব আমাদের সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলে আমরা কিছুটা নিশ্চিত হলাম।

পাঁচই অক্টোবর দিবাগত রাতে আমরা ইরাক যাত্রা করে মক্কা ছেড়ে জেদ্দা বিমান বন্দরে পেঁছিলাম। মাগরেব পড়ে আমরা লাগেজপত্তর গুছাচ্ছি। এমন সময় দেখতে পেলাম, মাওলানা আবদুল মান্নান সদলবলে সেখানে হাজির। খানকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? খান বললেন, ব্যাপারটা আমিও তো বুঝতে পাচ্ছি না। কথা হয় একরকম, কাজ হয় অন্য রকম, বোঝার কি উপায় আছে?

পেছনে এসেও তারা চটপট করে আমাদের আগেই বিমানের লাউঞ্জে ঢুকে গেলেন। আমরা পরে ঢোকলাম। তাও আবার আমাকে নিয়ে ফ্যাসাদ দেখা দিল। সবার পাসপোর্ট ঠিক আছে, গোলমাল কেবল আমারটাতেই। তাই আমাকে পাসপোর্ট চেকিংয়ের কাউণ্টারে আটকে দেয়া হল। পনের মিনিট ধরে বহাস চালিয়ে যখন কোন সুরাহা হচ্ছিলনা, তখন সেই খতীবের হাতিয়ারের দোসরা এস্তেমাল ঘটালাম। সংগে সংগে বালা কেটে গেল। আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি, দু'দল নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসে আছেন। কারো সাথে কারো সালাম-কালাম নেই। তাই আমাদের ভেতর থেকে খান সাব গিয়ে তাদের সাথে সালাম-কালাম বিনিময় করলেন। কিন্তু তাদের কেউ এসে সেই সৌজন্যটুকু রক্ষা করা প্রয়োজন ভাবলেন না। আমরা এবারে খান সাবকে শক্ত করে বলে দিলাম, বাগদাদে যেন কিছুতেই তাদের

www.pathagar.com

সাথে আমাদের এক সংগে থাকার ব্যবস্থা না হয়। আমাদের এ সতর্কতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেন একই বাংলাদেশের ওলামা প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ও আমাদের একদলে পরিণত করে সবকিছু ঘুলিয়ে না ফেলা হয়।

www.pathagar.com

সে যাক, সউদী আরব ছেড়ে বাগদাদের বিমানে বসে বারংবার বন্ধুবর ফুয়াদ আল খতীবের সাথে ইরান যাত্রার প্রাক্কালের কথোপকথনগুলো মনে পড়ছিল। তিনি বলেছিলেন, ইরান তো যাচ্ছেন, ভাল কথা। আল্লাহ আপনাদের মহান মিশন সফল করুন। কিন্তু ইরানীরা তো আমাদের মুসলমানই মনে করেনা। তদুত্তরে আমি বলেছিলাম, আমরা তো আপনাদের এখনও মুসলমান মনে করি, ভবিষ্যতেও করব। তিনি বললেন, ইরানীরা বলছে তারাই প্রথম ইসলামী হুকুমত কায়েম করল। অথচ তার অনেক আগে আমরা ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছি। তখন আমি বললাম, ইরানের ইসলামী হুকুমত তো দেখিনি, আপনাদেরটা দেখেছি। তাতে বেশ কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কি রকম? জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, রাজতন্ত্র কি ইসলামী? তিনি জবাব দিলেন, নামে রাজতন্ত্র হলেও শুরার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। হেসে প্রশ্ন করলাম, ভাই-বোন আর ছেলে-মেয়ের শুরা রাজতন্ত্রকে বড় জোর পরিবারতন্ত্রে উন্নীত করতে পারে, গণতন্ত্রে তো পৌঁছায় না। তখন তিনি বললেন, সে যাই হোক, দেশ তো কোরআন-হাদীসের আইনে চলে। প্রশ্ন করলাম, কোরআন তো দেশের সব চাইতে মোত্তাকী (খোদাভীরু) ব্যক্তির হাতে সর্বোচ্চমর্যাদা দিতে বলেছে, আপনারা কি তাই করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, মোত্তাকীর ব্যাখ্যা তো বিভিন্নরূপ হতে পারে। আমি বললাম, কোরআনের শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মোত্তাকীর যে পরিচয় রয়েছে তাতে ব্যাখ্যার অবকাশ কৈ? তিনি জবাবে বললেন, তথাপি কোরআন-সুন্নাহর আইন কানুন তো যথাযথভাবেই কায়েম হয়েছে। প্রশ্ন করলাম, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি ইসলাম সম্মত? তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, ইসলামে কি ব্যক্তি মালিকানা নেই? জবাবে বললাম, পুঁজিবাদী ধারণার মালিকানা নেই, আছে শর্তাধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য আমানতদারীর অধিকার। প্রশ্ন তুললেন, তা হলে যকাত ফরজ হয় কি করে? জবাব দিলাম, আমানতদারীর পূর্বশর্ত হিসেবে। তিনি তখন বললেন, প্রশ্নটি একটু জটিল, তাই এত তাড়াতাড়ি

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবেনা। আমি হেসে বললাম, কোরআনে জটিল ছিলনা, আমরাই নানা প্রভাবে পড়ে সহজ জিনিসকে জটিল করে তুলছি। অতপর তিনি প্রসংগান্তরে চলে গেলেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা প্রসংগে তিনি বললেন, পুরানো পদ্ধতির ইসলামী শিক্ষা এ যুগে অচল। তাই সেটাকে যুগোপযোগী করে সংস্কার করা প্রয়োজন। আমি বললাম, আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা ইসলামের কালে একেবারে অচল হয়ে দাঁড়াবে। তাই ওটাকেই ইসলামোপযোগী করে আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। সংগে সংগে আমরা দু'জনই হেসে উঠলাম।

বাগদাদে পৌঁছে আমরা পৃথক হয়ে গেলাম। আমরা তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের মেহমান হয়ে হোটেল মেরিডিয়েনে ঠাঁই পেলাম। তারা ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মেহমান হয়ে ভিন্ন হোটেলে আশ্রয় নিলেন। বড় রকমের একটা উদ্বেগের হাত থেকে আমরা বেঁচে গেলাম।

হোটেল মেরিডিয়েন বাগদাদের সবচাইতে অভিজাত হোটেল। ওখানে বড় দরের রাষ্ট্রীয় মেহমানদের রাখা হয়। বাগদাদ বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ের চীফ সেক্রেটারী। ক্লীন শেপ্‌ড্‌ টিপটপ সুদর্শন এক ভদ্র লোক। তাঁর সাথে ছিলেন তথ্য দফতরের আরও দু'জন অফিসার। তাদের চেহারায় আধুনিক রুচীর ছাপ সুস্পষ্ট। আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁরা স্বাগত জানালেন। সহজেই আমরা চেকিংয়ের ঝামেলামুক্ত হয়ে হোটেলে পৌঁছেছিলাম। হোটেলের আভিজাত্য এবং খানা-পিনার প্রাচুর্য ও জৌলুস আমাদের সত্যিই অভিভূত করল। হোটেলের রিসিপসন কক্ষটিও অত্যাধুনিক। দুয়ারে পা দিলেই দরজাগুলো মেহমানের জন্য পথ খুলে দেয়। মেহমান ঢুকলেই তাদের নিরাপত্তার জন্য পথ আটকে দাঁড়ায়। যে হোটেলের দরজাগুলো পর্যন্ত মেহমানের এতখানি সমঝদার, সে হোটেলের কক্ষগুলো যে মেহমান পেলে কি করে তা কেমনে বুঝাব ?

হুজুরকে একা এক কক্ষ দেয়া হল। আমরা দু'জন করে এক এক কক্ষে ঠাঁই নিলাম। পানের মিতালীর সুবাদে আমি ও আমিনী জুটি বাঁধলাম। অবশ্য আমাদের ইরাকী-জীবন ছিল পানহীন জীবন। বোম্বাইয়ের আজীজ মাস্টারের দেয়া বাবা জর্দা চিবিয়েই কোন মতে জান বাঁচাচ্ছিলাম। জান বাঁচাচ্ছিলাম

www.pathagar.com

কথাটি এমনি বলিনি। এর পেছনে কাহিনী আছে। কে নাকি বাজার থেকে পান না এনে শুধু চাল এনেছিল। বউ ক্ষেপে বলেছিল, যা খেয়ে গোষ্ঠী বাঁচবে তা আননি, আনছ কতগুলো চালের বাড়া। পানের বেলায় আমার আর আমিনীর দশাটা প্রায় তাই। ইরানে নিজেদের পান ছিল। সউদী আরবে রিয়াল খরচ করতে পারলে পান মিলত। এখানে দীনার খরচ করেও পান জোটেনা। অগত্যা জর্দ্দাই বাবা।

পর্দা ইরানে পুরাই ছিল। সউদী আরবেও মোটামুটি ছিল। ইরাকে এসে পর্দামুক্ত মিনিস্কার্টের জগতে প্রবেশ করলাম। পর্দা এখানেও আছে। পর্দা করে বুড়ীরা। ছুড়ীরাও করে, করে মাযারে। মিনিস্কার্ট পরা ছুড়ীরা হাতে ঝুলিয়ে বোর্কা নিয়ে মাযারের দুয়ারে গিয়েই গায়ে মাথায় জড়ায়। যেয়ারত সেরে আবার দুয়ারে এসেই খুলে ফেলে। সে যাক, হোটেল মেরিডিয়েনের কর্মচারীদের অর্ধেক হল নারীর বহর, অর্ধেক তার নর। পুরুষরা বেশীরভাগ রনাংগনে থাকায় অফিস-আদালতে নারী তাদের ন্যায্য হিস্সার বেশী ভোগ করছে। সমাজতান্ত্রিক ইরাকে আর যাই হোক, নারীর অধিকারটা যে পুরোপুরি উশুল হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। হয়ত হুজুরের ইচ্ছতেই আমরা নারীর উৎপাত থেকে বেঁচে গেছি। নইলে হোটেলের বাংগালী পরিবেশক-দের কাছে যে সব ভীতিপ্রদ কাহিনী শুনেছি, তাতে পিলে না চমকাবার কারণ ছিল না।

হুজুর উদগ্রীব হলেন প্রোগ্রামের জন্য। খান সাব দৌড়াদৌড়ি করে জানালেন, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম রণাংগণে ব্যস্ত আছেন বলে এ মুহূর্তে প্রোগ্রাম দেয়া যাচ্ছেনা। তিনি ফিরে এলে তাঁর সাথে বৈঠকের প্রোগ্রাম হবে। আপাতত মাযার যেয়ারতের প্রোগ্রাম চলবে। মাঝখানে সাতই অক্টোবর তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের প্রোগ্রাম হয়েছে। হুজুরের উদ্বেগ প্রশমিত হল না বটে। তবে আমরা মাযার যেয়ারতের প্রোগ্রাম পেয়ে খুশীই হলাম। কারণ, মাযারের ঐতিহ্যে দুনিয়ায় সউদী আরব ছাড়া ইরাকের আর জুড়ি নেই। হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইউনুস (আঃ) হযরত ইউশা (আঃ) সহ অনেক নবীর মাযারই এখানে বিদ্যমান। এখানেই নজফে শুয়ে আছেন চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ),

www.pathagar.com

কারবালায় শুয়ে আছেন হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং বাগদাদে শুয়ে আছেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সহ অনেক সাহাবা। এ ছাড়া বাগদাদে আরও শায়িত আছেন হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ইমামে আজম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) হযরত মূসা কাজেম (রঃ) হযরত মা'রূফ কারখী (রঃ) জাবের আনসারী (রাঃ), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ), হযরত সিররে সাকতী (রঃ), হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রঃ), হযরত বাহলুল দানা (রঃ) প্রমুখ সাহাবা, ওলি ও ইমামগণ। এ মহাত্মাদের মাযার যেয়ারতের সৌভাগ্যে কে না আনন্দিত হয়? এ পুণ্যাত্মাদের মাযারের বদৌলতে বাগদাদ আজ মুসলমানের কাছে শুধু বাগদাদ নয়, বাগদাদ শরীফ। বাগদাদ, নজফ, কারবালা, কুফা, মোসেল ইত্যাদির পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত ইরাক নিঃসন্দেহে বিশ্ব মুসলিমের সম্ভ্রম লাভের দাবীদার। তা ছাড়া খসরুর ভগ্ন প্রাসাদ, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, কাদেসিয়ার রণাঙ্গণ ইত্যাকার ঐতিহাসিক স্মৃতিধন্য ইরাক যে কোন পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরদিনই আমরা বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ) মাযার যেয়ারত করতে গেলাম। তাঁর মাযারে পৌঁছার সাথে সাথে কবির এ পংক্তি কটি স্মৃতিপটে ভেসে উঠল ঃ

দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাত ছানি
পরিপূর্ণ সেই সূর্য ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে
কাফেলার পথ ছেড়ে যে চলে তিমির দুর্বিপাকে
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।

হ্যাঁ, কাফেলার পথহারা তিমির দুর্বিপাকঘেরা ভক্তরা আমরা জীলান সূর্যের রশ্মীতে চোখ আলোকময় করার জন্য হাজির হয়েছি। ভাবগম্ভীর মাযারের শানদার সৌধের আওতায় ঢুকতেই মন যেন একেবারে বদলে গেল। দেয়ালের বাহিরের জগত আর ভেতরের জগত যেন আকাশ-পাতাল তফাত। বাহিরের জগত যেন লোভ-লালসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও স্বার্থের হানাহানির নরক। ভেতরের জগত যেন প্রেম-প্রীতি, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সাধনা-আরাধনার জান্নাত।

www.pathagar.com

সালাম দিয়ে মাযারের পাশে দাঁড়াতেই মনে পড়ল : এই সেই বড় পীর যিনি মাতৃগর্ভে পনের পারা কোরআনের হাফেজ হলেন। এই সেই বড় পীর যিনি মাতৃগর্ভ থেকে বাঘ হয়ে বেরিয়ে লম্পট হত্যা করে মায়ের ইজ্জত বাঁচালেন। এই সেই বড় পীর মে'রাজে মহানবী (সঃ) যার ঘাড়ে পা রেখে বলেছিলেন, এ ভাবেই আমার উম্মতের ওলিদের ঘাড়ে তোমার পা থাকবে। এই সেই বড় পীর যিনি শৈশবেই পুরো রমযানের রোযা রেখে সময় মতে মাতৃস্তন্য বর্জন ও গ্রহণ করতেন এবং তাঁর স্তন্য বর্জন ও গ্রহণ দেখে রমযান ও ঈদের চাঁদের বিতর্ক দূর হত। এই সেই বড়পীর যিনি বাল্যকালেই ডাকাতের কাছে সত্য প্রকাশ করে ডাকাতদের শিষ্যে পরিণত করলেন। এই সেই বড়পীর যিনি বাগদাদের জঙ্গলে চব্বিশ বছর সাধনা কালে এশার ওযু দিয়ে ফজর পড়তেন এবং রাতের প্রথম ভাগ নামাযে, দ্বিতীয় ভাগ জিক্‌রে, তৃতীয় ভাগ তেলাওয়াতে ও চতুর্থ ভাগ সেজদায় কাটাতেন। এই সেই বড়পীর যাঁর অসংখ্য কারামত সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে। এই সেই বড় পীর যাঁর আধ্যাত্মিক সুর্যালোকে অবগাহন করে যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ পথের দিশা পেয়ে চলছে আর সৃষ্টি হচ্ছে অসংখ্য গওস, কুতুব, আউলিয়া। তাঁর মাযারে দাঁড়িয়ে দু'ফোটা অশ্রুপাতের বিনিময়ে তাঁর আত্মিক ফয়েজ ও বরকত হাসিল করার এ সুযোগের জন্য পরোয়ারদেগারে আলমের দরবারে লাখো শোকরিয়া আদায় করলাম।

যেয়ারত সেরে বেরোতেই বেশ কিছু বাংলাদেশী ভাইদের সাথে দেখা হল। তারা সবাই ইরাকে চাকরী করছে। সেদিন ছিল শুক্রবার। প্রতি শুক্রবারে দূর দূরান্তর থেকে তারা এখানে সমবেত হয়ে মাযারে কান্নাকাটা করে ও পারস্পরিক খবরাখবর নেয়। হাফেজ্জী হুজুরের খবর পেয়ে দেখতে দেখতে বিরাট ভীড় জমে গেল। তিনি সবাইকে খাসভাবে দোয়া করলেন। মাযারের পাশেই বাংগালী 'আগা খান' জনাব জহীরুল ইসলামের ফার্ম। আমাদের খান সাবও তাঁর সাভারস্থ গ্লাস ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা। সে সুবাদে বাগদাদের সেই ফার্মে গিয়ে হুজুর দোয়াও করেছেন। সেখানকার

www.pathagar.com

কর্মচারীরা দলে দলে এসে হুজুরের সাথে মোসাফাহা শুরু করল। স্বদেশের মতই বিদেশে বসেও হুজুরকে মোসাফাহার উৎপাত থেকে বাঁচাবার জন্য পাহারাদারী করতে হবে তা কি কেউ ভেবেছিলাম ?

ওখানেই আমরা জুমআর নামায পড়লাম। সুরা-কেরাতের কথা বাদই দিলাম। ইমামের মুখে দাড়ী দেখবনা এটা তো আমাদের ভাবনার অতীত ব্যাপার। হুজুর তা দেখে শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু বলা-কওয়ার তো কোন সুযোগ ছিলনা। সমাজতন্ত্রের দেশের এটাই বড় দুর্ভোগ যে, মুখ খুলে কিছু বলার জো নেই। বলতে পারলে অন্তত মনটা হাল্কা হত। ওখানকার ইমামরা সরাসরি সরকারের নিযুক্ত বেতনভুক কর্মচারী। খোৎবা বা বক্তব্য সব কিছুই সরকারী নিয়ন্ত্রণে চলে। জুমআর খোৎবায় অর্ধেক শোনলাম খোমেনীর নিন্দাবাদ ও বাকী অর্ধেক সাদ্দামের জিন্দাবাদ। যা হোক, নামাযটা সুন্নীমতেই হল। এও একটা সান্ত্বনা। মাযারের খাদেমরা পর্যন্ত বিমুণ্ডিত শ্মশ্রুর বুযুর্গ। 'আন্নাসো আলা দীনে মুলুকিহিম' কথাটির বাস্তবতা আমাদের সামনে বড় নগ্ন হয়ে ধরা দিল। বড় পীর সাহেবের মাযারের মোসাফেরখানাও বিরাট। মাযারের প্রশস্ত এলাকার তিনদিক জুড়ে এ দোতালা দালানে কয়েকশ প্রবাসী থাকতে পারে। সেখানেও বাংগালীর ভীড়। কিছু কিছু বাংগালী ছাত্র সেখানে দীনি শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে পাঁচ-ছ বছর ধরে আছে। শুনে খুশী হলাম, আমাদের এক ছাত্র বাগদাদের দারুল ওলুমের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মজার ব্যাপার এই, এ মোসাফেরখানাটিকে বাংগালীদের মোসাফেরখানা বললে বড় একটা ভুল হবেনা। মাযার ও বড়পীর ভক্ত বাংগালীর ইরাকের প্রবাস জীবনের এটা শুধু প্রাণকেন্দ্রই নয়, কান্নাকেন্দ্রও।

সেদিন বিকেলেই আমরা আমাদের ইমামে আযম হযরত আবু হানীফার (রঃ) মাযার যেয়ারত করলাম। বেশ প্রশস্ত ঘেরের ভেতর সুরম্য গম্বুজ বিশিষ্ট সৌধের ভেতরে অবস্থিত তাঁর এ মাযারে পৌঁছে সকৃতজ্ঞ চিত্তে বেশ কিছুক্ষণ দোয়া-কালাম পাঠ করলাম। এখানেও মানুষের সমান ভীড়। কেউ তেলাওয়াত করছে, কেউ নামায পড়ছে, কেউবা দোয়া-কালাম পাঠ করছে। মাযারের মর্মর পাথর ও কাঁচের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে যে কত শত দীনার সেখানে ফেলে রাখা

www.pathagar.com

হয়েছে তার ইয়ত্তা কি? তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক যেয়ারতকারী নানা ধরণের বিস্কিট ও চকলেট নিয়ে যান। সেগুলো যেয়ারতকারীদের, বিশেষত শিশুদের ভেতর বিতরণ করা হয়। যাঁর মজহাবের অনুসারী আমরা সহ দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান, যাঁর একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধনা ও গভীর গবেষণা ইসলামী বিধি-বিধানকে দৃঢ়তম ভিতের ওপর দাঁড় করে দিয়েছে, যাঁর নির্ভিক সত্যনিষ্ঠা ও আত্মদান ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে সমুজ্জল করেছে, তাঁরই মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে নিজকে তাঁর এক নগন্য অনুসারী ভাবতে পেরে গৌরবে বুক ফুলে উঠল।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই, আজকের তরুণ ইরাকী অফিসাররা আমাদের মাযার যেয়ারতের গাইড হয়ে গিয়ে কাছাকাছি বাসিন্দাদের গাইডেন্স ছাড়া খুব কম মাযারেই পৌঁছতে পেরেছেন। বাগদাদের যে সব খ্যাতনামা মাযারের নামে দেশ-দেশান্তরের কোটি কোটি মুসলমান পাগল, বাগদাদের বাসিন্দারা যদি তার খবরই না রাখে তা হলে স্বভাবতই 'দরজার ঘাস গরুতে খায়না' প্রবাদটি মনে পড়ে যায়। পীর চেনেনা মায় আর পীর চেনেনা গাঁয়, প্রবাদটিও হয়ত এ কারণেই চালু হয়েছে।

পরদিন আমরা তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর সাথে এক বৈঠকে মিলিত হলাম। অত্যন্ত মিষ্টি চেহারার সামরিক ব্যক্তিত্ব। ব্যবহারও বেশ অমায়িক। হুজুরকে খুবই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। তাঁরই দফতরে বৈঠক চলছিল। আয়াতুল্লাহ খোমেনী আমাদের সাথে সন্ধির আলোচনা করেছেন এটা যেন তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিলনা। অবাক হয়ে তিনি দু'তিনবার প্রশ্ন তুললেন, সত্যি কি সেই লোক আপনাদের সাথে সন্ধির আলাপ করেছেন? এরকম একটা অবিশ্বাস্য ভাব আমরা বাংলাদেশস্থ ইরাকী রাষ্ট্র দূতের ভেতরেও লক্ষ্য করেছি। তিনিও আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ইরান গিয়ে আপনারা সন্ধির ব্যাপার নিয়ে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে বৈঠকের জন্য চাপ দেবেন। তাঁর এ পরামর্শেও অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। এ সব হাবভাব থেকে বুঝা গেল, ইরাকী নেতাদের ধারণায় আয়াতুল্লাহ খোমেনী একজন আপোষহীন কাঠখোট্টা মোল্লা। তাদের এ ধারণার পেছনে যে কোন যুক্তি নেই তাও নয়। যুদ্ধের পর থেকে যত দিক থেকে যত সন্ধির প্রস্তাব এসেছে, ইরাক সবই মেনে নিয়েছে আর আয়াতুল্লাহ খোমেনী সবই

www.pathagar.com

আউট রাইট রিজেক্ট করেছেন। এমন কি তিনি নিজে কখনও এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কারো সাথে বৈঠকে বসেন নি। সবার আলোচনা বড় জোর প্রেসিডেন্ট খামিনী পর্যন্ত পৌঁচেছে। সুতরাং সেই লোক একটি মিসকীন দেশের এক ফকীরের সাথে সন্ধির আলাপ করবেন, এটা কেইবা বিশ্বাস করতে পারে ? সে যাক, কেউ পারুক বা না পারুক, ঘটনাটি ঘটে গেছে। শুধু ঘটেই যায়নি, সফলতার সাথেই ঘটে গেছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কাছ থেকে আলোচনার ফলাফল ও শর্ত-শরায়েত জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন। আমাদের তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব বললেন, আমরা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সামনেই আপনাদের তা শোনাতে চাই। এ কথা শুনে মন্ত্রী মহোদয় বললেন, ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের বৈঠকের ব্যবস্থা করছি। তারপর আমরা প্রসংগান্তরে গিয়ে নানা কথা আলোচনা করলাম। তথ্যমন্ত্রী আমাদের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বুঝাতে চাইলেন যে, এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূত্রপাত ইরানই করেছে, ইরাক নয়। ইরাকে পরিচালিত ইরানের আন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়েই যে ইরাক এ যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছে তা তিনি নানা উদাহরণ তুলে আমাদের বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। ইত্যবসরে আমাদের ফলমূল ও পানীয় দ্রব্য দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। পরবর্তী বৈঠকের সময় অনিশ্চিত রেখেই আমরা বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটালাম।

পরদিন আবার শুরু হল মাযার যেয়ারত ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দর্শনের পালা। পয়লা গেলাম ঐতিহাসিক 'কাখে কেসরা' দেখতে। মানে, মহানবীর (সঃ) কালের পারস্য সম্রাটের ঐতিহ্যবাহী রাজপ্রাসাদটি দেখার জন্য। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনে পড়ে গেল, এই সেই প্রাসাদ, মহানবীর (সঃ) জন্মলগ্নে যার একে একে চৌদ্দটি মিনার ধ্বসে পড়ল। আশ্চর্য যে, সেই ধ্বসে পড়া সৌধটি আজও সেই ভগ্নদশা বহাল তবিয়তে রেখে মহানবীর নবুয়তের কালান্তরের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। জানতে পেলাম, ভগ্নস্থানগুলো সংস্কারের যুগযুগান্তের হাজারো প্রয়াস ব্যর্থ করে সে তার সাক্ষ্যকে অম্লান রেখে চলছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ও ঘুরে ফিরে অতৃপ্ত নয়নে শুধু দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এরূপ জীবন্ত সাক্ষীও যার প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক হয়না, তার প্রত্যয় নামক কোন বস্তুর সাথে

www.pathagar.com

কোনদিন দেখা হবে কি ? সেই পবিত্র লগ্নের আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ছিল পারস্যের অগ্নি উপাসকদের সহস্রবর্ষব্যাপী প্রজ্বলিত মহা অগ্নিকুণ্ডের চির নির্বাপন।

সেখান থেকে এলাম সালমান পাক। মানে, হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) মাযারে। রাসূলে পাকের (সঃ) এ সাহাবী পারস্যের অধিবাসী ছিলেন বলে 'ফারসী' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা বিজয়ের তিন বছর আগে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে তিনিই রাসূলে পাককে পারস্যের রণকৌশল মোতাবেক মদীনার সিরিয়ামুখী উন্মুক্ত জায়গায় খন্দক খননের পরামর্শ দেন। রসূলে পাক (সঃ) সাহাবীদের নিয়ে একাধারে বিশদিন পরিশ্রম করে খন্দক খনন করেন। হযরত (সঃ) স্বয়ং খন্দক খননে অংশ নেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হল ও কাফেরদের কয়েক হাজার বীরযোদ্ধা রণাঙ্গনে প্রাণ দিল। এ যুদ্ধ থেকেই হযরত আলীর (রাঃ) জুলফিকারের অজেয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। খন্দক যুদ্ধের পরিকল্পনা দাতা হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) কবরে দাঁড়িয়ে স্বভাবতই গোটা যুদ্ধের ইতিহাস মনে পড়ে গেল। সাহাবীদের ভেতরে সব চাইতে দীর্ঘজীবী এ মহাপ্রাণের মাযারে দাঁড়িয়ে কায়মনে যেয়ারত কার্য সম্পন্ন করলাম।

খোর্মা-খেজুরের আরব দেশগুলোর ভেতর ইরাকের খেজুরই সর্বোৎকৃষ্ট। সরকারী খেজুর বাগানের তলা ছেয়ে থাকে খেজুরে। খাবার লোক নেই। গাছে গাছে ঝুলে আছে খেজুরের ছড়া। পেকে ঝরে পড়তে থাকে। তবু যেন কেটে নেবার কেউ নেই। এ সব দেখে আমাদের হা-ভাতে দেশের লোকের লোভ সামলানো কি সহজ ? মাসান্তরের বস্তাপচা খেজুর পেয়ে যারা আহ্লাদে আটখান হই তারা কি করে এ জলজ্যান্ত অজস্র খেজুর দেখে হাত পা গুটিয়ে থাকব ? চট করে এক ফাঁকে একটা গাছে উঠে বেশ কিছু পাকা খেজুর পেড়ে পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। গাইড বেচারারা দেখে মিট মিট করে হাসছিল। তা হাসুক। সদ্য পাড়া তাজা খেজুরগুলো মুখে দেয়ার সাথে সাথে স্বাদে ও গন্ধে আমার অন্তরে যে খুশীর ফোয়ারা জাগল তার সামনে ও সব মিটমিটে হাসির কি দাম রয়েছে ? অবশ্য পেড়ে আনার পর আমিনী-মেসবাহজুটি আমাকে তা সুস্থে খেতে দেয়নি।

www.pathagar.com

হাজী সিরাজও তা নিয়ে কম জ্বালায় নি। আমাদের এ তাজা খেজুরের লোভ দেখে আসার সময়ে ওরা আমাদের মাথা পিছু এক ছড়া খেজুর দিয়েছিল। অবশ্য বোঝা বেড়ে যাওয়ায় কয়েক ছড়া ছেড়ে আসতে হয়েছে।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আসরের পর গেলাম হযরত মারুফ কারখী, হযরত সিরি সাকতী ও হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (রাঃ) মাযার যেয়ারতে। বাগদাদের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত দজলার পুল পেরিয়ে কারখ এলাকার বিরাট এলাকা জুড়ে এ মাযারের রাজ্য বিরাজমান। এ তিনজন হলেন সেই মাযার রাজ্যের মধ্যমণী। তাই মাঝখানেই তাঁরা বিরাজ করছেন।

হযরত মারুফ কারখী (রঃ) ছিলেন সমসাময়িক কালের সেরা ওলি ও কুতুব। অগ্নিপূজকের সন্তান ছিলেন তিনি। বাপ-মা তাকে বাল্যকালে স্কুলে পড়তে দিয়ে বিপদে পড়লেন। শিক্ষক বারংবার তাকে শেখাতে চেষ্টা করছেন, খোদা তিন জন। সে প্রত্যেকবার বলছে, খোদা একজন। অগত্যা তাকে বেত্রাঘাতের পর বেত্রাঘাত চালানো হল। কিন্তু কথা বদলানো গেলনা। বাড়ী এসেই সে পালাল। সন্তান বৎসল বাপ-মা মারুফের জন্য কেঁদে কেটে অস্থির। মনে মনে প্রার্থনা করল, ওগো মারুফের এক খোদা! মারুফকে ফিরিয়ে দাও, আমরাও মুসলমান হব। তারপরই মা'রুফ ফিরে এসে বাপ-মাকে মুসলমান করল। মারুফের মুর্শিদ ছিলেন হযরত দাউদ তায়ী (রঃ)। তাঁর খানকায় থেকে কঠোর সাধনার পর তিনি প্রচুর খ্যাতিলাভ করলেন। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মকবুলিয়াত এমন পর্যায়ে পেঁাচেছিল যে, তাঁর উসিলা দিয়ে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে সংগে সংগে ফল পেত। দজলার তীরে একদল যুবককে মদ খেয়ে মাতলামী করতে দেখে তিনি হাত উঠালেন, মাওলা, এ যুবকদের তুমি পার্থিব আনন্দ-ফুর্তির বদলে অপার্থিব আনন্দ-ফুর্তিতে মত্ত কর। সংগে সংগে যুবকরা বাদ্যযন্ত্র ও শরাব ছুঁড়ে ফেলে এসে মারুফের পায়ে পড়ে গেল এবং তওবা করে জীবনের তরে পাপপথ বর্জন করল। মারুফের পবিত্রতাপ্রীতি এত বেশী ছিল যে, এক অজু গেলে অন্য ওজুর ফাঁকেও তিনি তায়াম্মুম করে নিতেন। তাঁর এতীম-প্রীতির সহায়তা করে তাঁর খাদেম সিরি সাকতী ওলি হয়ে গেলেন। ব্যাপারটি এই, এক এতীম বালককে ঈদের জামা কিনে দেয়ার জন্য মারুফ

www.pathagar.com

খেজুর কুড়াচ্ছিলেন। তা দেখে সিরি সাকতী বললেন, হুজুর, আমিই বালক-টিকে ঈদের জামা কিনে দিচ্ছি। এই বলে তাকে বাজারে নিয়ে তার পসন্দমত জামা-কাপড় কিনে দিয়ে তাকে খুশী করলেন। সিরি সাকতী বলেন, সংগে সংগে আমার অন্তরে জ্যোতির সঞ্চার হল এবং আমি বদলে গেলাম। হযরত মারুফ কারখী বলতেন, তিনটি কাজে মানুষের মহত্ব প্রকাশ পায়। এক, ওয়াদা পূরন করায়। দুই, দান না পেয়ে প্রশংসা করায়। তিন, না চাইতে দান করায়। তিনি আরও বলতেন, জিহ্বাকে লোক-নিন্দা ও লোক-স্তুতি দুটো থেকেই সংযত রাখবে।

ইমামুল আরেফীন হযরত সিরি সাকতী (রঃ) হযরত মারুফ কারখীর (রঃ) মুরীদ ও হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (রঃ) মামা ছিলেন। ছোটবেলায় ফল কুড়িয়ে বেচতেন বলে সাকতী আখ্যা পেলেন। বাগদাদে এক দোকান খুলে তার আড়ালে প্রতিদিন হাজার রাকাত নামায পড়তেন। একবার লোগাম পাহাড়ের গুহায় ধ্যানরত এক বুযুর্গের পাঠানো সালামের জবাবে তিনি সালাম-বাহককে জানিয়ে দিলেন, পাহাড়ের গুহায় বসে নয়, বাজারে, লোকালয়ে থেকে খোদা প্রেমে মত্ত থাকায়ই বীরত্ব প্রকাশ পায়। তাঁর ব্যবসায়ে বাঁধা নীতি ছিল, প্রতি দশ দীনারে আধ দীনার লাভ করা। একবার তাঁর ষাট দীনারে কেনা বাদাম দাম চড়ে যাওয়ায় নব্বই দীনার দাম উঠল। কিন্তু তিনি তা বিক্রী করলেন না। অবশেষে তেষট্টি দীনারেই তা বিক্রী করেন। বাগদাদের বাজারে একবার আগুন লেগে সব ঘর জ্বলে গেল, কেবল তাঁর ঘরটি জ্বললনা। তা দেখে তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। পরোক্ষণেই ফলমূল সব দরিদ্রদের বিলিয়ে দিয়ে দরবেশীর পথ ধরলেন। তিনি বলতেন, বিশ বছর যাবৎ আমি এই একটি শোকরের এস্তেগফার করেছি। অন্য ভাইদের অমংগল দেখেও নিজের মংগলের জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলার মত লজ্জাকর কাজই আমাকে বিশ বছর তওবার কাজে লিপ্ত রেখেছে। নফস্‌কে শায়েস্তার ব্যাপারে তিনি এরূপ নির্মম ছিলেন যে, একবার মধু দেখে তা খাওয়ার লোভ দেখা দেয়ায় তিনি চল্লিশ বছর মধু পান করেন নি। জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বলেন, সিরির চাইতে বড় সাধক সেকালে কেউ ছিলেন না। তাঁর আটানব্বই

www.pathagar.com

বছরের জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছেন তিনি শয়নমুক্তভাবে, ঘুমিয়েছেন তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে এবং শুয়েছিলেন শুধু মরন শয্যায়। তিনি প্রার্থনা করতেন, পৃথিবীর সব দুঃখ-শোক আমার হোক এবং পৃথিবীর মানুষ শোক-দুঃখ থেকে বেঁচে থাক।'

হযরত সিরি সাকতীর ওয়াজের প্রভাব মানুষকে মুহূর্তে খোদাপ্রেমিকে পরিণত করত। খলীফা আহমদ ইবনে ইয়াযীদ বিরাট জাঁকজমকের সাথে দাস-দাসী ও অনুচরবর্গ নিয়ে তাঁর এক মাহফিলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সিরির কটি কথা শুনতে পেলেন। কথা কটি এই, 'আঠার হাজার মখলুকের ভেতর দুর্বলতম হল মানুষ। অথচ সেই মানুষই নাফরমান হয়। আবার এ দুর্বলতম মানুষ ফরমাঁরদার হয়ে শ্রেষ্ঠতম মখলুক হয়।' এতটুকু শোনামাত্র খলীফা আহমদ কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হলেন এবং হুঁশ ফেরার পর রাজ্য ও সংসারত্যাগী হলেন। একবার তার মা তার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সিরি সাকতীর দরবারে তাকে পেয়ে অনেক কান্নাকাটা করে সংসারে ফেরাতে প্রাণপণ প্রয়াস পেল। স্ত্রী পায়ে পড়ে কেঁদে বলল, 'তুমি থাকতেই আমাকে বিধবা আর ছেলে-টিকে এতীম করলে? আমাকে দেখ না দেখ, অন্তত ওকে নিয়ে যাও।' আহমদ তখন ছেলেটির রাজকীয় পোষাক ছুঁড়ে ফেলে তার গায়ে কম্বল জড়িয়ে সাথে নিয়ে গেল। তারপর কঠোর সাধনায় মত্ত হয়ে ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুকালে মুর্শিদকে খবর দিয়ে তার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সিরি সাকতী বলতেন, ধনী প্রতিবেশী ও আমীর আলেম থেকে দূরে থেক। তিনি আরও বলতেন. আরেফের খাদ্য রোগীর পথ্যের মত, তার নিদ্রা সর্প-দষ্টের তন্দ্রার মত ও তার জীবন জলমগ্ন ব্যক্তির মত। তিনি এও বলেছেন, যে ব্যক্তি খোদাতা'লার অনুগত হয়, সকলই তার অনুগত হয়।

শাহানশাহে শরীয়ত ও তরীকত লেছানুল ফোকাহা ওয়াল আরেফীন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বাগদাদের এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেন। তিনি হযরত সিরি সাকতীর ভাগ্নেয় ও মুরীদ ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি হযরত সিরি সাকতীকে প্রশ্ন করল, কোন মুরীদ কি পীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, হয়েছে বৈ কি। তার প্রমাণ তো সামনেই রয়েছে। জুনায়েদ আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে।

www.pathagar.com

মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি মামার সাথে হজ্ব করেন। সেবারের হজ্বে চারশ আরেফের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ভেতর 'শোকর' নিয়ে আলোচনা চলছিল। সবাই যার যার খেয়াল অনুসারে শোকরের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন। অবশেষে মামার নির্দেশে বালক ভাগ্নেয় দাঁড়িয়ে বললেন, 'খোদার নেয়ামত পেয়ে নাফরমানী না করা ও খোদার নেয়ামতকে নাফরমানীর উপকরণ না বানানোই শোকর।' সমস্বরে সব আরেফ বলে উঠলেন, হে আমাদের চোখের মণি, তুমিই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা শুনিয়েছ। আমাদের কারো ব্যাখ্যা এত সুন্দর হয়নি। সবিস্ময়ে হযরত সিরী শুধালেন, তুমি এ ব্যাখ্যা কোথায় শিখেছ? জুনায়েদ জবাব দিলেন, আপনার সংসর্গে থেকে। সিরী সাকতীর আস্তানায় একটানা চব্বিশ বছর জিক্‌র ও ইবাদতে কাটিয়ে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বুযুর্গী ছড়িয়ে পড়ার পর শত্রুর প্ররোচনায় বাগদাদের খলীফা তাঁকে পরীক্ষার জন্য সেকালের তিন হাজার দেরহামে কেনা তার সবচাইতে সুন্দরী প্রিয়তমা বাঁদীকে মণি-মুক্তাখচিত পোষাক ও নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন খেদমতের জন্য। তাকে দেখামাত্র জুনায়েদ চোখ নামিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। বাঁদী বাদশার শেখানো পদ্ধতিতে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কায়দায় তাঁকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাল। জুনায়েদ আহ্‌ বলে চীৎকার করে ওঠার সাথে সাথে বাঁদীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করল। খলীফা শুনে তক্ষুণি জুনায়েদের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হযরত! এমন সুন্দর মানুষটি ভস্ম করতে আপনার মন কি করে সায় দিল? জুনায়েদ বললেন, আমীরুল মোমেনীন! আমার চল্লিশ বছরের অনিদ্রা ও প্রাণান্ত সাধনার ফল যে বরবাদ করতে চায় তাকে আমি কি করতে পারি? সে তার কর্মফল পেয়েছে, আমার কি দোষ? ভবিষ্যতে আপনি এ ধরণের কিছু করলে আপনিও বিপদে পড়বেন।

জুনায়েদ ওয়াজ করতেন না। পীর সিরি সাকতী বলেও তাঁকে ওয়াজে রাজী করতে পারলেন না। জুনায়েদ এই বলে এড়ালেন, পীরের বর্তমানে মুরীদের ওয়াজ করা বেআদবী। তারপর একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ওয়াজ করতে বলছেন। ভোরে উঠে পীরের কাছে তা বলার

www.pathagar.com

জন্য পা বাড়াতেই দেখলেন, পীর স্বয়ং এসে দুয়ারে হাজির। জুনায়েদের কিছু বলার আগেই তিনি প্রশ্ন রাখলেন ; এবারে কি বলবে ? আল্লাহ্ পাক আমাকে স্বপ্নে জানালেন, তিনি রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে ওয়াজ করার কথা বলতে। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে বলেছেন। জুনায়েদ অগত্যা মাত্র চল্লিশজন শ্রোতার মাঝে ওয়াজ করতে রাজী হলেন। ওয়াজ শুরু করলেন। ওয়াজ শেষ হবার মাঝে আঠারজন শ্রোতা মারা গেল। অবশিষ্ট বাইশজনকে বেহুঁশ অবস্থায় কাঁধে তুলে যার যার বাড়ী পৌঁছানো হল।

জুনায়েদের একদিন খেয়াল জাগল শয়তানকে সশরীরে সামনাসামনি দেখার। অমনি দেখতে পেলেন, এক কুৎসীত বৃদ্ধ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, আদমকে সেজদা করতে তোমাকে কে নিষেধ করেছিল ? শয়তান বলল, আমি খোদা ছাড়া কাউকে সেজদা করা বৈধ ভাবিনি। জুনায়েদ হতবাক হয়ে গেলেন। অমনি গায়বী আওয়াজ শুনতে পেয়ে জুনায়েদ বললেন, এতই যদি খোদাভক্ত হয়ে থাক তা হলে খোদার হুকুম অমান্য করলে কি করে ? শয়তান চীৎকার করে বলে উঠল, খোদার কসম ! তুমি আমার গায়ে আগুন লাগিয়েছ। এই বলে সংগে সংগে শয়তান অদৃশ্য হল।

জুনায়েদ বলেছেন, আমি এখলাস শিখেছি এক ক্ষৌরকারের কাছে। মক্কায় এক ক্ষৌরকারকে ক্ষৌরকর্মে রত অবস্থায় বললাম, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার চুলগুলো কেটে দেবে কি ? সে 'হুঁ' বলে সম্মতি জানাল। লক্ষ্য করলাম, তার চোখে পানি এসে গেছে। একটু পরেই সে যার মাথা কামাচ্ছিল তাকে বলল, আপনি একটু বসুন, যে লোকটি আল্লাহ্র ওয়াস্তে চুল কাটাতে চাইছে তার চুলটা আগে কেটে নিই। এই বলে সে সাদরে আমাকে সামনে বসিয়ে সযত্নে চুল কেটে দিয়ে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আমার হাতে গুজে দিল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, আমার অভাবের সময়ের এ সাহায্যটুকু পয়লা সুযোগেই পরিশোধ করব। ক'দিন পরই বসরার ভক্তরা আমার জন্য থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা পাঠালে আমি তা নিয়ে মক্কায় এসে তাকে স্বর্ণমুদ্রা কটি ফেরত নিতে বললাম। সে আমাকে রাগ করে বলল, আল্লার ওয়াস্তে কাজ করিয়ে ও আল্লাহ্র ওয়াস্তে

www.pathagar.com

সাহায্য নিয়ে তা পরিশোধ করতে আসতে কি আপনার লজ্জা হচ্ছে না ? আমি হতবাক হয়ে ফিরে গেলাম।

একদিন বাগদাদের ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানো এক মৃত চোরের পদচুম্বন করে জুনায়েদ বললেন, খোদা তোমাকে রহম করুন। কারণ, তুমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার ব্রতে বহাল ছিলে এবং নিজ পেশার জন্য প্রাণদান করেছ।

সুফী কে ? এ প্রশ্নের উত্তরে জুনায়েদ (রঃ) বলেন, যাঁর ইতায়াত ইবরাহীমের (আঃ) মত, যাঁর তাওয়াক্কুল ইসমাঈলের (আঃ) মত, যাঁর দায়িত্ববোধ দাউদের (আঃ) মত, যাঁর সবর আইউবের (আঃ) মত, যাঁর জজবা হযরত মুসার (আঃ) মত এবং যাঁর এখলাস হযরত মোহাম্মদের (সঃ) মত, তিনিই সুফী। বান্দা কে ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, খোদা ছাড়া যে অন্য কারো বন্দেগী না করে। এখলাস কি ? এর জবাবে তিনি বলেন, 'কোন কাজে নফসকে দখল না দেয়া।' খওফ কি ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতি মুহূর্তে আজাবের আশংকা করা। মুরীদ কে ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যে তালীমের হেফাজত করে ও তাওয়াক্কুলের ছায়ায় থাকে।' তাওয়াযো' কি ? এর জবাবে তিনি বলেন, মাথানত রাখা ও মাটিতে শয়ন করা। ইজ্জত কিসে ? এর জবাবে তিনি বলেন, 'কান্নার ওপর কান্নায়।' তিনি আরও বলেন : লজ্জা মানে ? 'আল্লাহ্‌র নেয়ামতের মোকাবেলায় নিজের অপরাধ ভাবনা'। জিক্‌র অর্থ 'আরাধ্যের স্মরণে নিজকে বিলীন করা।' তওহীদ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে নিজকে হারিয়ে ফেলা।' ফানা-বাকা মানে খালেকের অস্তিত্বে মখলুকের অস্তিত্বহীন হওয়া। সবর অর্থ তিক্তবস্তু ভক্ষণে মুখ অবিকৃত থাকা। তাওয়াক্কুল হচ্ছে খোদার ওয়াদায় গভীর আস্থা রাখা।

জুনায়েদের ইন্তেকালের সাথে সাথে একটা সাদা কবুতর এসে গ্যাঁট হয়ে বসে বলল, 'আজ সারা দিন ফেরেশতারা জানাযা পড়বেন ও আগামী দিন তোমরা জানাযা ও দাফনের সুযোগ পাবে।' সত্যিই তাই হল। ব্যতিক্রম করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। এ তিন যিন্দা দিল মহান বুযুর্গের মাযারে এ কালের এক

www.pathagar.com

জীবিত বুযুর্গের সাথে হাজির হতে পেরে নিজেকে অশেষ ভাগ্যবান ভাবলাম। প্রাণের সকল আবেগ-আকুতি নিয়ে দোয়া কালাম পড়ে তাঁদের ফয়েজ ও বরকত হাসিলের প্রয়াস পেলাম। এ তিন মাযারের যেয়ারত শেষ করে সেদিনের প্রোগ্রাম শেষ করলাম।

পরদিন আমরা গেলাম হযরত ইউশা (আঃ), হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রঃ) ও বাহলুল দানা (রঃ) এর মাযার যেয়ারতের জন্য। বাগদাদের সেরা গোরস্তান সেটি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বুকে ধারণ করে এ গোরস্তানটি বিভিন্ন কালের ঐতিহ্য বয়ে মহাকালের সমুদ্রে পাড়ি কেটে চলছে। পয়লা আমরা বনী ইসরাঈলের খ্যাতনামা নবী হযরত ইউশার (আঃ) মাযার যেয়ারতে গেলাম। কয়েক হাজার বছর আগের এ মাযারটি স্বভাবতই জীর্ণবসনা-শীর্ণ আননা হয়ে যুগ-যুগান্তের ধকল সামলে কোন মতে টিকে আছে। মাযারের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। মনে হল, মাযারের সাথে তারা একাত্ম হয়ে আছেন। পুরণো ধরণের মাটির আধারে রাখা শীতল পানি তেমনি জীর্ণ মাটির গ্লাসে পান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ফয়েজ ও বরকতের নিয়তে কিছু পান করে নিলাম। তারপর ইতিহাসের কয়েক হাজার বছরের পেছনের পাতা উল্টে দেখতে পেলাম: এই সেই ইউশা (আঃ) যিনি হযরত মূসার (আঃ) স্থলাভিষিক্ত হয়ে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই সেই ইউশা (আঃ) যিনি বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মূসার তাবুতের সাহায্যে জর্দান নদী পার হয়ে এসে হাবেরা শহর অবরোধ ও দখল করেন। এই সেই ইউশা (আঃ) যিনি বনী ইসরাঈলদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাদের একটি সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত করেন। সুতরাং তার মাযারে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ফরিয়াদই নির্গত হল: হে মহান নবী! আপনার প্রচারিত আল্লাহ্‌র সত্য দ্বীন থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে আপনার বহু সাধনার সৃষ্ট ইসরাঈল জাতি জালিম ফেরাউনদের বিরুদ্ধে লড়ার বদলে নিজেরাই জালিম ফেরাউনে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য আমরা এ যুগের সত্য ধর্মানুসারীরা আপনারই দোয়া ও ফয়েজ কামনা করছি।

হযরত ইউশার (আঃ) মাযার যেয়ারত সেরে আমরা হযরত ইবরাহীম খাওয়া-

www.pathagar.com

সের (রঃ) মাযারে পৌঁছলাম। ইরাকের রয় নগরে তাঁর জন্ম হয়। রইসুল মোতাওয়াক্কেলীন হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রঃ) সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের তিনি ছিলেন এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। তাওয়াক্কুলের ক্ষতি হবার ভয়ে তিনি এমনকি হযরত খেজেরের (আঃ) সংগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বাঘ-বিচ্ছু পর্যন্ত তাঁর কাছে আসত তাদের প্রয়োজন মেটাতে। একদিন এক বাঘ এসে তাঁর দ্বারা পায়ের কাঁটা তুলিয়ে পট্টি বাঁধিয়ে নেয়। আরেকদিন এক বিচ্ছু মুরীদের হামলা থেকে বাঁচার জন্য পীরের আস্তিনে আশ্রয় নেয়। মুরীদরা তা বলায় তিনি বললেন, সব প্রাণীরই খাওয়াসের কাছে প্রয়োজন রয়েছে। বনবাদাড় ও মরু-প্রান্তরেই তিনি বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। কি খেতেন আর কোত্থেকে পেতেন তা জানার উপায় ছিল না। একদিন এক ব্যক্তি-এ প্রশ্ন তোলায় তিনি জবাব দিলেন, মাতৃ-গর্ভের সন্তান ও বৃক্ষ-কাননের পশুপাখী যাঁর কাছ থেকে যেভাবে খাবার পায়, আমিও সেভাবে তাঁর কাছে খাবার পাই।

খাওয়াস বলেন, একদিন নির্জন মরুতে পথ চলছিলাম। হঠাৎ এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে সালাম দিয়ে আমার সংগী হতে চাইল। আমি বললাম, আমার পথে তুমি চলতে পারবেনা। সে বলল, পারব, অসুবিধা হবে না। আটদিন উপোস চলার পর যুবক বলল, হুজুর, আমার ক্ষুধা পেয়েছে। অন্তত আমার জন্য খোদাকে একটু বিরক্ত করুন। আমি তাই মোনাজাত করলাম, মাওলা, এ অগ্নিপূজকের কাছে আমাকে লজ্জা দিও না। সংগে সংগে পানি সহ খাঞ্চা ভরা ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য হাজির হল। দু'জনে মিলে খেলাম। আবার একাধারে সাতদিন চলার পর আমি বললাম, হে সন্ন্যাসী, এবারে তুমি খাবার ব্যবস্থা কর। অমনি সে মাথানত করে একটু নীরব রইল। সংগে সংগে পানি সহ ফলমূল ও খাদ্য দ্রব্যের দুটো খাঞ্চা হাজির হল। আমি লজ্জা পেয়ে তা খেতে দ্বিধান্বিত হওয়ায় সে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার দোহাই দিয়েই এ খাবার পেয়েছি। প্রার্থনায় বলেছি, খোদা, এ বুযুর্গের উসিলায় তুমি আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাও। এখন আমি আপনার দীনের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হলাম। আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি কলেমা পড়ছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ।

www.pathagar.com

এ বুযুর্গের শেষ বয়সে আমাশা ও উদারাময় হওয়ায় দৈনিক সাতবার গোসল করে নামায পড়তেন। এতেই ক্রমাগত ঠাণ্ডা লেগে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর পর এক দরবেশ তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার বহু রিয়াজত ও ইবাদতের ফলে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিয়েছেন এবং জান্নাতে উচ্চাসন দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন, আমার কাছে সর্বদা পবিত্র হয়ে আসতে বলে তোমাকে এ সম্মান দিলাম।

ইব্রাহীম খাওয়াস (রঃ) বলেছেন, রুগ্ন মনের ঔষধ পাঁচটি (১) কোরআন তেলাওয়াত ও তদনুসারে আমল (২) ভোজ্যদ্রব্য থেকে পেট খালি রাখা (৩) শেষ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ পড়া (৪) ভোরে সকাতরে প্রার্থনা করা (৫) ওলি-আল্লাহদের সংগলাভ করা। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ পাক ওয়াদা পূরণ করেন এ বিশ্বাস যার আছে তার উচিত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে নিশ্চিন্ত থাকা। তিনি এও বলেছেন, বহু ওয়াজ করতে পারলে আলেম হয় না। ইলম অনুযায়ী যিনি আমল করেন ইলম তার অল্প হলেও তিনিই প্রকৃত আলেম। তাঁর মতে ঐশী চিন্তাই মোরাকাবা এবং মোরাকাবাই ঐশীপ্রেম সৃষ্টি করে।

অবশেষে আমরা হযরত বাহলুল দানার (রঃ) মাযারে যেয়ারত করতে যাই। তিনি মজজুব বুযুর্গ ছিলেন। শিখ ধর্ম প্রবর্তক গুরু নানক তাঁর শিষ্য ছিলেন। গুরু নানক তাঁর আস্তানায় থেকেই সাধনা করেছেন। শিখরা গুরু নানকের সেই আসনস্থলে জমায়েত হয়ে থাকে। এ জন্য এখন গোটা মাযারটি শিখ-মুসলিমের মিলিত তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা গিয়ে দেখি, মাযারটি শিখ-মুসলমানে পরিপূর্ণ। মুসলমানদের চাইতে শিখের সংখ্যাই বেশী। একই ঘরের দুটি পাশাপাশি কক্ষে দু'জনের আসন ছিল। বাহলুল দানার তো মাযারই সেখানে। আমরা মাযার যেয়ারত করলাম। বেরিয়ে আসতেই শিখরা ধরল চা-নাস্তার জন্য। এত আবেগ নিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, অন্তত চা না খেয়ে আসাটা রীতিমত অভদ্রতা মনে হল। শিখরা বাহলুল দানাকে দাদা গুরু হিসেবে খুবই মর্যাদা দেয়।

এ তিন মাযার যেয়ারত সেরে আমরা হোটেলে ফিরলাম। সেদিন বিকেলে গেলাম ইমাম আবু ইউসুফের (রঃ) মাযার যেয়ারত করতে। ইমাম আবু

www.pathagar.com

হানীফার (রঃ) প্রধান শিষ্য ইমাম ইউসুফ (রঃ) বাগদাদের কাজীউল কুজ্জাত (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন। তিনি এতই বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন যে, কোন কোন মসআলায় তিনি গুরুর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং সে সব মসআলার কোন কোনটি গুরু মেনে নিয়ে নিজের মত প্রত্যাহার করেন। ইসলামী অর্থনীতির ওপরে লেখা ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খেরাজ' এ বিষয়ে ইসলামের সবচাইতে প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইমাম আবু ইউসুফের মাযারটিও বেশ বড় এবং সৌধটিও বেশ সুরম্য। তাঁর মাযার যেয়ারতের পর আমরা ইমাম মূসা কাজেমের (রঃ) মাযার যেয়ারত করি। আহলে বায়তের এ ইমাম শিয়া-সুন্নী সব ফের্কার মুসলমানের সমান শ্রদ্ধার্হ।

বাগদাদের মাযার যেয়ারত পর্ব এখানেই শেষ হল। তাই আমরা পরদিন সকালে কাদেসিয়া যুদ্ধের প্যানোরমা দেখতে আবার সালমান পাকে গেলাম। ইরাকের দর্শনীয় বস্তুর ভেতরে নিঃসন্দেহে এটি সব চাইতে মনোমুগ্ধকর। দেখে যেন দেখার আর শেষ হতে চায় না। একটি সুরম্য সৌধে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বেশ উঁচু এক মীনারে চড়ে যখন মীনার শীর্ষের রেলিং ধরে ধরে ঘুরে ঘুরে প্যানোরমা দেখা শুরু করলাম, তখন যে কোন কৃত্রিম রণপ্রান্তরে এসে হাজির হয়েছি তা বুঝবারই উপায় থাকেনা। কাদেসিয়ার সেই জগতে হাল্কা মেঘ ছড়ানো দিগন্ত ঘেরা আকাশ আর প্রান্তর-সীমার ফোরাত নদী ও বিভিন্ন বন-উপবন যে কোন দর্শকেরই বিভ্রম সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। আমরা যে সত্যি সত্যি কাদেসিয়া প্রান্তরে হাজির হইনি তা না বলে দিলে আমার বুঝতে অবশ্যই সময় লাগত। জানতে পেলাম, পৃথিবীতে এ ধরণের প্যানোরমা তিনটি মাত্র। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপরে ও অপরটি জাপানে রুশ-জাপান যুদ্ধের ওপরে তৈরী করা হয়েছে। এ প্যানোরমা তৈরীর ব্যয়ের পরিমাণও বিপুল। প্যানোরমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ বছর আগের এক ভয়াবহ রণাংগণে পৌঁছে ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। পর পর তিনদিন ও এক রাতের যুদ্ধ মীনারের চারদিকে যে ভাবে বিন্যস্ত ও চিত্রিত করা হয়েছে, যে ভাবে ফোরাত পারাপারের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তাতে নিজকে পঞ্চদশ হিজরীর কাদেসিয়া যুদ্ধের মুসলিম

www.pathagar.com

সেনানায়ক সা'দ বিন আবি ওক্কাসের আসনে অধিষ্ঠিত বলে মনে না করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। এক প্রাচীন রাজপ্রাসাদের দ্বিতলে বসে রুগ্নাবস্থায় কাদেসিয়ার গোটাযুদ্ধ তিনি এরূপ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে পরিচালনা করলেন যে, ইরানী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কিংবদন্তীর নায়ক মহাবীর রুস্তম পরাজিত হয়ে নালা সাতরিয়েও বাঁচতে পারলেন না। মুসলিম বাহিনীর হেলাল নামক এক সাধারণ মোজাহেদ তাকে পায়ের নালা ধরে টেনে এনে গলা কেটে শেষ করল। ইরানী সুদক্ষ গজারোহী বাহিনীর মোকাবেলায় ইসলামের পদাতিক সেনানীরা হাতীর চোখে তীর মেরে আর প্রোজ্জলিত মশাল ছোড়াছুড়ি করে ভীতসন্ত্রস্ত হাতী দিয়ে হাতীর মালিকদের যেভাবে নিপাত করল তা এখানে দাঁড়িয়ে না দেখলে লিখে বুঝানো যাবে না। এ যুদ্ধে ইরানের বিশ হাজার বীর যোদ্ধা প্রাণ দিল। পক্ষান্তরে আট হাজার মোজাহেদ শাহাদত বরণ করেন। কাদেসিয়া অগ্নিপূজক ইরান ও অমুসলিম ইরাককে শুধু মুক্ত করল না, গোটা ইরাক-ইরানকে মুসলিম ইরাক-ইরানে পরিণত করল। তাই ইরানের যুদ্ধ বিধ্বস্ত খুররম শহরে দাঁড়িয়ে তরুণ ইরানী গাইড যখন ইরান-ইরাক যুদ্ধের পটভূমি বলতে গিয়ে মহানবীর (সঃ) মক্কা বিজয়োত্তর তবুক ও হোনায়েনের যুদ্ধ এবং খলীফাদের ইয়ার্মুক-কাদেসিয়ার যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝালেন, তখন তা বুঝতে কষ্ট হলেও এখন তার সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। অবশ্য তার বক্তব্যে তথ্যগত কিছু ত্রুটি ছিল।

কাদেসিয়ার প্যানোরমা দেখে ফিরে এলাম হোটেলে। আসার পথে রাস্তার মোড়ে মোড়ে নর-নারীর প্রস্তর মূর্তীর প্রতিষ্ঠা দেখে মনে পড়ে গেল ভারতত্রাস সুলতান মাহমুদের সোমনাথমূর্তী ধ্বংসের প্রাক্কালে তার সেবায়েতদের বিনিময় দানের প্রস্তাবসম্পর্কিত বক্তব্যটুকু। তিনি বলেছিলেন, মুসলমান মূর্তী বিক্রেতা জাতি নয়, মূর্তী বিধ্বংসী জাতি। কিন্তু আজ? ফেরার পথে আরও লক্ষ্য করলাম, জায়গায় জায়গায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের বিরাট বিরাট ছবি ও বাণী লটকানো রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন স্লোগান। মূল স্লোগান তিনটিঃ সমাজতন্ত্র, জনগণতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদ। 'আল ইজ্জাতু লিল্ আরব' স্লোগানটিও জোরে শোরে প্রচারিত হচ্ছে। ইরান-ইরাকের বর্তমান যুদ্ধকে এ কালের কাদেসিয়ার যুদ্ধ নাম দিয়ে

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে এ যুদ্ধের মহান নায়করূপে চিত্রিত করছে। কাদেসিয়ার যুদ্ধকে তারা আরব ও পার্সিকদের যুদ্ধ বলে চালিয়ে পার্সিকদের ওপর আরবদের অতীত বিজয়ের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে।

এ দিনই আমরা বাগদাদের সেলজুক আমীর নিযামুল মুলকের একাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী নিযামিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করি। দজলার তীরে অবস্থিত এ মাদ্রাসায়ই ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) মত দার্শনিকবৃন্দ ও পণ্ডিতবর্গ অধ্যয়ন করেন। হালাকু-তৈমুরের ধ্বংসলীলার ধাক্কা সামলিয়ে মাদ্রাসাটি যে আজও বেঁচে আছে এটাই তো বিস্ময়কর ব্যাপার। যে মাদ্রাসার লাইব্রেরীর গ্রন্থরাজী দজলায় নিক্ষিপ্ত হয়ে এমন কি দজলার স্রোতই বন্ধ করে দিয়েছিল, হালাকুর সেই বর্বরতার শিকার না হলে সে মাদ্রাসা নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সেরা জ্ঞান-বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হত।

সেদিন বিকেলে হোটেল মেরিডিয়েনের ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে আরব্যোপন্যাসের লীলানিকেতন ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঁচ শতাধিক বছরের প্রাণ কেন্দ্র বাগদাদকে দু'চোখ মেলে প্রাণভরে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, হালাকু খাঁর নির্মম ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত বাগদাদের যখন এত রূপ, তখন তার সেই ধ্বংসপূর্ব যৌবনের জানি কতরূপ ছিল। সেই দজলা আজও মাঝখানে বহমান বটে; কিন্তু তা আজ স্রোতহীন মরা নদীর মত নীরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। তার টার্মিনাল থেকে আজ আর সিন্দাবাদ নাবিকের দুঃসাহসিক বাণিজ্যাভিযান ও অনন্ত সমুদ্রযাত্রার উদ্যোগ নেই, নেই কোন দিগ্বিজয়ের নৌবহর। হারুন-অর-রশীদের প্রাচুর্যের ঐশ্বর্য কি মামুন-অর-রশীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আজ নিদ্রিত বাগদাদের শুধু স্বপ্ন হয়ে আছে। বুয়াইয়া, বার্মেকী ও সালজুক আমীরদের বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ও অন্তর্ধানে সদা চঞ্চল বাগদাদের আজকের নিথর নিশ্চল দৃশ্য দেখে চোখ উপচে পানির ঢল নামছিল। বারংবার কবির আবেগপূর্ণ কথাগুলো মনকে শোকাকুল করে তুলছিল: হে দজলার তরংগমালা! তোমরাও সাক্ষী রয়েছে, শৌর্য-বীর্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে একদিন মুসলমান পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিল।' মনে হল, আহলে হক নির্যাতন ও আহ্‌লে বায়েত ধ্বংসের কলংকিত হাতে খলীফা মনসুর যে বাগ-

www.pathagar.com

দাদের ভিত রচেছিলেন, হালাকু খাঁর কলংকিত হাত তা ধ্বংসস্তপে পরিণত করে আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান 'জাযাও সাইয়েআতিন সাইয়েআতো মেছলুহা' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। কেবল অসংখ্য নবী, সাহাবা, ওলির মাযারই নাম মাত্র বাগদাদকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। বাগদাদের অধিপতিকুল যদি ইতিহাসের এ নির্মম শিক্ষা থেকে সবক হাসিল করতে আজও ব্যর্থ থাকেন, তা হলে মাযারের পুণ্যাত্মাদের অভিসম্পাত যে এ ঐতিহ্যবাহী মহানগরীকে একদিন ভস্মস্তপে পরিণত করবে, তাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে কি ? একদা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোর আজকের বিরান দশা দেখে কারো মনে যদি অনুরূপ আশংকা জাগে তো তাকে দোষ দেয়া যায় কি ?

এ'ই অক্টোবর হঠাৎ খবর পেলাম, উযীরে আওকাফের সাথে আমাদের বৈঠক। তাড়াহুড়া করে আমরা তাঁর দফতরে গিয়ে পেঁছিলাম। আধুনিক চেহারা-চরিত্রের অত্যন্ত মার্জিত ও মিষ্টিভাষী ভদ্রলোক। সাদরে বসিয়ে ফল-মূল ও চা-কফির আপ্যায়নান্তে আমাদের মিশন সম্পর্কিত কিছু আলাপ আলোচনা চালালেন। মনে হল, হুজুর সম্পর্কে তিনি বেশ উচ্চ ধারণা পোষন করেন। তবে তাঁর মিশন সম্পর্কে তিনি কতটুকু আশাবাদী তা বুঝা গেলনা। ভাবে বুঝলাম, তিনি হুজুরের সাথে একান্তে আলাপ করতে চান। সংগে সংগে আমরা মাওলানা আযীযুল হক সাব সহ হুজুরকে রেখে বেরিয়ে অন্য কক্ষে গেলাম। পরে জানলাম, বাংলাদেশের দ্বীনি মাদ্রাসার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, ইরাকের ওযারতে আওকাফের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের দ্বীনি মাদ্রাসা ও মসজিদে সাহায্য দান করা। বাংলাদেশেও কতিপয় আলেমের মাধ্যমে তারা নিয়মিত এ সাহায্য কাজ চালিয়ে আসছেন। হাফেজ্জী হুজুর সবিনয়ে জানান, এ সফর যেহেতু শান্তি মিশনের সফর, তাই শান্তি মিশনের কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য আলোচনায় যেতে চাইনা। হুজুরের এ অভিলাষ ব্যক্ত করার সংগে সংগে উযীরে আওকাফ বললেন, আজই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের বৈঠকের ব্যবস্থা করছি। তারপর তিনি মাওলানা আবদুল মন্নান সম্পর্কে মাওলানা

www.pathagar.com

আযীযুল হক সাবের অভিমত জানতে চাইলেন। মাওলানা বললেন, এখানে বসে তাঁর বিরুদ্ধে আমি কোন অভিযোগ তুলতে চাইনা। অমনি উযীর সাব বললেন, এক্ষুণি চলুন, প্রেসিডেন্ট আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা হতভম্ব হলাম। কারণ, প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার জন্য আমরা কিছু বক্তব্য লিখে নিয়েছিলাম। সেটুকু হোটেলে রয়ে গেছে। এ আকস্মিক বৈঠকের ফলে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে আমাদের যেতে হচ্ছে।

প্রেসিডেন্টের সুরক্ষিত বিশাল দ্বিতল ভবনের অপেক্ষা-কক্ষে পেঁাছে আমরা কিছুটা হতচকিত হলাম। দেখলাম, চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশী অপর ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের নেতা মাওলানা আবদুল মান্নান আগেই সেখানে হাজির। এতদিন পরে হঠাৎ আমাদেরই বৈঠকের মুহূর্তে তাকে এখানে দেখতে পেয়ে কিছুটা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত একটু আগেই উযীরে আওকাফ যখন তার ব্যাপারে আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন তখন ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে মনে না হওয়ার কারণ থাকতে পারেনা। তথাপি আমরা ভাবতে চেষ্টা করলাম, হয়ত একটু আগে কি পরে আজকেই তাদেরও বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর যখন বৈঠক-কক্ষে ডাক পড়ল, দেখা গেল, এক নম্বরে আবদুল মান্নান, দু'নম্বরে হাফেজ্জী হুজুর ও তারপরে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের অন্যান্যের নাম আসছে। বৈঠক-কক্ষে ঢুকেও সেভাবে বসার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হল। ইতাবসরে টেলিভিশনওয়ালারা এগিয়ে এল প্রতিনিধি দলের গ্রুপ ফটো নেয়ার জন্য। মাওলানা আযীযুল হক সাব সংগে সংগে দাঁড়িয়ে গেলেন। মাওলানা আবদুল মান্নানকে দেখিয়ে বললেন, এ লোক আমাদের শান্তি মিশনের সদস্য নন। তাই তার সাথে গ্রুপ-ফটো দিতে আমরা রাজী নই। মাওলানা আবদুল মান্নান তখন তাদের বুঝালেন আমিও বাংলাদেশী প্রতিনিধি, এরাও বাংলাদেশী প্রতিনিধি, তাই আমাদের এক সাথে ফটো তোলায় কোন অসুবিধা নেই। এ কথা শুনে তারা ফটো নেয়ার উদ্যোগ গ্রহন করলে মাওলানা আযীযুল হক সাব উঠে তাদের কাছে চলে গেলেন এবং ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে দিলেন। অগত্যা বেচারারা নিরস্ত হল। এ ফাঁকে সদলবলে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম প্রবেশ করলেন। তাঁর ডানে ও বামে উযীরে

www.pathagar.com

আলাম ও উযীরে আওকাফ বিরাজ করছিলেন। একের পর এক করে ধারা বাহিকভাবে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম সবার সাথে করমর্দন ও কুশল বিনিময় করলেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুরের সাথে কুশল বিনিময়ে তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট ব্যয় করলেন। তারপর তিনি তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। সংগে সংগে আমরাও তাঁর চারপাশে সাজানো আসনে গিয়ে বসলাম। সেখানেও আবদুল মান্নান দ্রুত গিয়ে প্রেসিডেন্টের ঠিক ডান পাশের চেয়ারটি দখল করলেন। অগত্যা হাফেজ্জী হুজুর ও মাওলানা আযীযুল হক তাঁর বাম পাশ থেকে বসে গেলেন। প্রেসিডেন্টের সামনে উক্ত ব্যাপার নিয়ে কোন কিছু বলার আগেই তিনি বক্তব্য আরম্ভ করে দিলেন। তারপরও কিছু বলাটা আমরা ভদ্রতা বিগর্হিত বলে ভাবলাম।

সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে এক কর্মক্লান্ত দক্ষ সৈনিক বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি শান্তি চান, স্বস্তি চান, চান শান্তিতে দেশটাকে আবার গড়ে তুলতে। দূরে থেকে তাকে যতখানি রুক্ষ, রূঢ় মনে হচ্ছিল, কাছে এসে আচার-আচরণে তার কিছুই দেখা গেল না। হাসিমুখেই তিনি আমাদের সাথে আলাপ করছিলেন। অবশ্য চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার সে হাসিতে কিছুটা ম্লানিমার ছাপ ছিল!

হুজুরের তরফ থেকে কোন বক্তব্য রাখার আগেই তিনি আলোচনা শুরু করেন। তিনি হুজুরের কাছে জানতে চাইলেন, আয়াতুল্লাহ খোমেনী কোরআন-সুন্নাহর শাসনের নামে যে 'বেলায়েতে ফকীহ' চালু করেছেন তা কি কোরআন-সুন্নাহ্‌র কোথাও আছে? হুজুর সংগে সংগে জবাব দিলেন, হাদীসে আছে, একজন ফকীহ শয়তানের মোকাবেলায় হাজার দরবেশের চেয়ে শক্তিশালী। প্রেসিডেন্ট হুজুরের এ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সচকিত হলেন। একটু চুপ থেকে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কোরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুমত যে করতে বলছেন, তা কি শিয়ামতে করব, না সুন্নীমতে করব? যদি সুন্নীমতে করি, তা কি হানাফীমতে করব, না হাম্বলীমতে করব? হুজুর জবাব দিলেন, আমি তো আপনাকে কোরআন-সুন্নাহ মতে করতে বলছি এবং কোরআন-সুন্নায় শিয়া-সুন্নী হানাফী-হাম্বলী সমস্যা নেই। কোরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে তখন প্রত্যেকে যার যার ফেকাহ অনুসরণের সুযোগ

www.pathagar.com

পাবে। প্রেসিডেন্ট এবারেও চুপ হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, ইসলাম তো আমরাও চাই। অনেকটা কায়েমও করে ফেলেছি। আমি এ দেশের বিধবা-এতীমদের ভাতার ব্যবস্থা করেছি। কেউ যাতে না খেয়ে না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। জনগনের খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেছি। নিঃস্ব ও অক্ষমদের জন্য লঙ্গরখানা খুলেছি। মাযার সংস্কার করে তার যথেষ্ট খেদমত করছি। এসব কাজ কি ইসলামী নয়? হুজুর জবাবে বললেন, নিঃসন্দেহে এ গুলো ইসলামের কাজ, ভাল কাজ। তবে সেগুলো আপনার বুদ্ধিতে না করে কোরআন-সুন্নাহ মতে করলে আরও সুন্দরভাবে করতে পারবেন, সুফলও পাবেন। প্রেসিডেন্ট তখন হেসে বললেন, হুজুর, আপনার বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে যে, আমাদের দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে এসেছেন? হুজুর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ইরশাদ যেমন আমার ভাই, আপনিও তেমনি আমার ভাই। দু'ভাইকেই তো বললাম। দেখি কে আগে কায়েম করে। যে আগে করবে সে আগে ফল পাবে'। প্রেসিডেন্ট তখন বুঝিয়ে বললেন, 'দেশে কোরআন-সুন্নাহ্‌র শাসন কায়েম করতে আমার বাস্তব অসুবিধে রয়েছে। তবে আমি কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সন্ধির ব্যাপারটা নিষ্পন্ন করতে রাজী রয়েছি।' হুজুর তখন বললেন, 'ইরান কোরআন-সুন্নাহ্‌র হুকুমত কায়েমের শর্তে তার ক্ষতিপূরণ দাবীসহ সকল শর্ত প্রত্যাহার করতে রাজী হয়েছে। সুতরাং এ শর্তটি আপনি মেনে নিলেই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে।' ইরানের কথা শুনেই প্রেসিডেন্ট যেন একটু উষ্ণ হলেন। বললেন, কারো চাপে পড়ে আমি ইসলামী হুকুমত কায়েম করব না। হুজুর তখন বললেন, যুদ্ধ বন্ধের এ নতুন প্রস্তাবটি আমরাই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কাছে পেশ করেছি। তিনি তা মেনে নিয়েছেন। এখন আপনি মেনে নিলেই সন্ধি হতে পারে। আমি আপনাদের আল্লাহর রজ্জু ধরে এক হবার আবেদন জানাচ্ছি। জবাবে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বললেন, সন্ধির ব্যাপারে আমার প্রস্তাব এই (১) একে অপরের সার্বভৌমত্বের মর্যাদা দেবে (২) কেউ কারো আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না (৩) একের শাসনব্যবস্থা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া হবেনা। আপানারা ইরানকে এ তিন শর্তে রাজী করান।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্টের এ তিন শর্তের জবাবে হুজুর তাঁকে আবার অনুরোধ জানালেন যে, ইসলামী হুকুমত দ্বারা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ একটি মহান কাজ। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমি আপনার পরামর্শ ও সহায়তা কামনা করি।

মনে হল, প্রেসিডেন্ট হুজুরের এ অনুরোধের জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তেমনি মুহূর্তে মাওলানা আবদুল মান্নান প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে উঠলেন, খোমেনী মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, কাফের, শয়তান। তাই তার ব্যাপারে আপনি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। তখন আমাদের তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এখানে আপনার কথা বলার কোন অধিকার নেই। আপনি আমাদের মিশনের সদস্য নন। কে মোসলেম, কে কাফের এ ফতোয়া দিতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি দুটো মুসলিম দেশের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ করতে। আপনার কিছু বলার থাকলে আলাদা বৈঠকে বলা উচিত ছিল। তার জবাবে আবদুল মান্নান বললেন, যাকে যেখানে মানায় সেখানেই তার কাজ করা উচিত। আইয়ুবের আমল থেকে রাজনীতি করে আসছি। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? মাওলানা আযীযুল হক প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করে বললেন, ওই লোককে থামিয়ে দিন। তার সামনে আমরা আর আলোচনা করতে রাজী নই। প্রেসিডেন্ট তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে হুজুরের এখলাস ও ঐকান্তিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আমাদের মিশনের সাফল্য কামনা করে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটান।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে আমাদের বৈঠক প্রায় দেড়ঘন্টা স্থায়ী হয়। বৈঠকটি যখন একটা সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছিল, তখনই মাওলানা আবদুল মান্নান সক্রিয় হয়ে সিদ্ধান্তে পৌছায় অন্তরায় সৃষ্টি করলেন। দু'জন মুসলমানের বিবাদ মিটাবার জন্য মিথ্যা বলা যেখানে জায়েজ, সেখানে দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের অশেষ জান-মাল ধ্বংসকারী যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াসকে বানচালের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কি করে এক মাওলানা জায়েজ করলেন তা ভেবেই পেলাম না। এ ধরণের মাওলানাদের থেকেই যে মহানবী (সঃ) বারংবার সাবধান থাকতে বলেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরাও সাবধান থাকতে কম চেষ্টা

www.pathagar.com

করিনি। কিন্তু অদৃশ্য হাতের কারসাজী থেকে কাঁহাতক সাবধান থাকা যায়? এ জন্যই বুঝি তওবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সেদিন বিকেলে 'বাগদাদ ডেইলী'র এক প্রতিনিধি এলেন আমাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। আমি ও মাওলানা আযীযুল হক সাব সাক্ষাৎকারে অংশ নিলাম। মাওলানা মহিউদ্দীন খানও উপস্থিত থেকে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই মাওলানা আযীযুল হক সাব শর্ত লাগালেন, আবদুল মান্নানের কারসাজী যদি আপনারা ছাপতে পারেন তা হলেই কেবল সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। ভদ্দলোক সবিনয়ে জানালেন, দেখুন, আপনারা যা যা বলবেন সবই আমি লিখে নেব। কি ছাপা হবে না হবে তাতো পত্রিকা মালিকের ব্যাপার। সে যাক, মাওলানা আযীযুল হক সাব তার সামনে আবদুল মান্নানের আগাগোড়া কারসাজী তুলে ধরলেন। তা ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রশ্নের আমরা জবাব দিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কোন বক্তব্যই পত্রিকায় আসেনি। এমনকি প্রেসিডেন্টের কাছে হুজুর যে সন্ধির শর্ত পেশ করেছেন তাও কোন পত্রিকায় আসেনি। পক্ষান্তরে হুজুরের কাছে প্রেসিডেন্ট যে তিনদফা শর্ত পেশ করেছেন সেটাই সব পত্রিকায় ফলাও হয়েছে। রেডিও-টিভিতেও তাই হয়েছে। সব চাইতে মজার ব্যাপার হল এই, টিভি ও পত্র-পত্রিকায় আবদুল মান্নানের ছবিকে প্রাধান্য দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রতিনিধি দলের বক্তব্যের নামে আবদুল মান্নানের বক্তব্যই প্রচার করা হয়েছে। ফলে স্বভাবতই ইরানসহ সারা দুনিয়ায় আমাদের নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। কুয়েতে এসে আমরা জানতে পেয়েছি, ইরান সরকার এ জন্য অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হাফেজ্জী হুজুর এ সব দেখে শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। মাওলানা মহিউদ্দীন খানও এ ধরণের কাণ্ড কারখানায় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলেন।

ইরাকে তখন আমাদের একটা প্রোগ্রামই বাকী ছিল। তা হল নজফ, কুফা, কারবালার যেয়ারত। দশই অক্টোবর ভোরেই আমরা বসরার পথে পাড়ি জমালাম। অবশ্য রনকোলাহলের এলাকা এড়িয়েই আমরা পথ ধরলাম। আবার আমরা জীবিতের জৈবিক ঝঞ্ঝাট ছেড়ে মৃতের আত্মিক প্রশান্তির জগতে

www.pathagar.com

প্রবেশ করলাম। পরলা চললাম হাজার কান্নার তীর্থকেন্দ্র কারবালার পথে। ঐতিহাসিক ব্যাবিলন শহর অতিক্রম করতে গিয়ে দূর থেকে শূন্যোদ্যানের জীর্ণ ও ভগ্নদশা দেখেই তৃপ্ত হলাম। সময়ের অভাবে নেমে খতিয়ে দেখা হলনা। দুপুরের দিকেই আমরা কারবালা পৌঁছে গেলাম। কারবালায় পৌঁছে মনে হচ্ছিল এর আকাশ বাতাসে আজও হায় হোসেনের মাতম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। মনে পড়ে গেল কবির এ পংক্তি কটি :

উতারো সামান, দেখ সম্মুখে কারবালা মাঠ ঘোড় সোয়ার
জ্বলে ধূ ধূ বালু দোযখের মত নাই সবজার চিহ্ন আর
আকাশে বাতাসে কার হাহাকার পাত্থপাদপ লহু সফেন
আজ কারবালা ময়দানে মোরা দাঁড়িয়েছি এসে হায় হোসেন।

শত শত মানুষের প্রাত্যহিক ফেয়ারতমুখর ও কান্নাস্নাত এ কারবালা সদম্ভে ঘোষণা করছে, ইয়াযিদই মরে গেছে, বেঁচে আছে হোসাইন শহীদ। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর ঠিকই বলেছেন :

কতলে হোসাইন আসল মেঁ মোর্গে ইয়াযিদ হ্যায়
ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বাদ।

হাঁ, ইয়াযিদ মরেই গেছে, তাই দুনিয়াবাসী তার খোঁজই রাখেনা। অথচ চৌদ্দশ বছর ধরে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যাঁর সাথে দেখা করতে এসে ধন্য হয়, জীবিত তো সেই হোসাইনই। আমরা গাড়ী থেকে সসম্ভ্রমে নেমে আস্তে আস্তে নাতামহের আদর্শের জন্য শহীদ দৌহিত্রের মাযারের পাশে এসে দাঁড়ালাম। অমনি মানসপটে ভেসে উঠল কবির এ চরণ কটি :

ভীরু কাপুরুষ জীবন আকড়ি অন্তিম ক্ষণ করে স্মরণ
বীর মুজাহিদ নির্ভিক বুকে করে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ
... ...
হে ইমাম! দেখ বিস্মিত রবি তোমার শৌর্য দেখছে আজ
তোমার দীপ্ত পৌরুষে ম্লান শক্র সেনার জরীন তাজ।

চোখ ছেপে আপনা থেকেই অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছিল। ইমামের সাথে শুয়ে আছেন শহীদ শিশু আসগর। যার পিপাসার কান্না কবির কলমে এভাবে

www.pathagar.com

ধরা দিল 'আম্মা গো পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি মা' আর যার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শত্রুর কাছে ইমামের আবেদনের জবাব শর হয়ে ইমামেরই কোলে তার বক্ষভেদ করে তৃষ্ণার চির নিবারণ ঘটাল, তাকে কোলে না নিয়ে কি করে ঘুমুবেন ইমাম? পাশেই শায়িত রয়েছেন কারবালার কাসেম-সকীনা সহ অন্যান্য শহীদান। মনে হয়, সারা দুনিয়ার কান্না যেন এক জাগায় জড়ো হয়ে আছে। হাফেজ্জী হুজুরের চোখ দিয়েও অবিরল ধারায় পানি ঝরছিল। যেইমাত্র আমরা রক্তরাগে রঞ্জিত ইমামের শাহাদতগাহটি দেখলাম, হুজুর যেন কান্নায় ভেংগে পড়লেন। বেদনায় মুহ্যমান হলাম আমরাও। মনের অজান্তে যেন মুখ থেকে এ আর্তি বেরিয়ে এল ঃ

মুসলিম তোরা আজ যয়নাল আবেদীন
হা হোসেনা হা হোসেনা কেঁদে তাই যাবে দিন?

না, না, তা যাবে না বলেই তারপর থেকে দুনিয়াব্যাপী ইয়াযিদ বধ পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এক হোসাইনের রক্ত বহু ইয়াযিদের নিপাত ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, ঘটাতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। শহীদের রক্ত কবে কোথায় ব্যর্থ হয়েছে? আমরা দোয়া-কালাম শেষে দেখলাম, একের পর এক নিহত ইরাকী সৈন্যের কফীন এখানে আনা হচ্ছে ও নেয়া হচ্ছে। জানতে পেলাম, এ সব কফীন শহীদের মাযারে এনে শাহাদতের রঙ লাগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বুঝতে পেলাম না, শহীদ হবার এ পদ্ধতি তারা কোন কেতাবে পেল?

শহীদ পুত্রের মাযার থেকে চললাম শহীদ পিতার মাযারে। চললাম কারবালা থেকে নজফে। লোকে লোকারণ্য শেরে খোদার মাযারে পৌঁছে আমরা স্বভাবতই আবেগের চরমে পৌঁছি। আধ্যাত্মিকতার শিরোমণী ও মিলনকেন্দ্র, মহানবীর (সঃ) জামাতা ও চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (কঃ) মাযারের পাশে দাঁড়াবার সাথে সাথে একের পর মনে পড়তে লাগল ঃ এই সেই আলী যিনি দুনিয়ার প্রথম কিশোর মুসলমান। এই সেই আলী যিনি ইসলামের প্রথম দিন থেকে ছায়ার মত মহানবীর (সঃ) পাশে পাশে কাটিয়েছেন। এই সেই আলী যিনি হিজরতের রাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হযরতের (সঃ) বিছানায় শুয়ে থেকে কাফেরদের বিভ্রম সৃষ্টি করেছিলেন। এই সেই আলী যিনি খায়বারের

www.pathagar.com

দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ঢাল বানিয়েছিলেন। এই সেই আলী যাঁর হায়দরী হাঁক ও জুলফিকারের ভয়ে কাফেরকুল থর থর করে কাঁপত। এই সেই আলী একে একে তিনবার খেলাফত বঞ্চিত হয়েও যিনি নির্বাচিত খলীফাদের পূর্ণ আনুগত্যের আদর্শ কায়েম করে গেছেন। এই সেই আলী যিনি খেলাফতের দায়িত্ব চাপার ভয়ে মদীনা ছেড়ে গিয়ে কুফায় পালিয়েছিলেন। এই সেই আলী দুষমন যার মুখে থুথু দেয়ায় এই বলে হত্যা করলেন না যে, এ হত্যা আল্লাহ্‌র জন্যে না হয়ে নফ্‌সের জন্য হবে। এই সেই আলী যাঁর ব্যাপারে মহানবী (সঃ) বললেন, আমি জ্ঞানের সিন্দুক ও আলী তার দরজা। এই সেই আলী যিনি মা ফাতেমার স্বামী হয়েও সব চাইতে দরিদ্র জীবন যাপন করলেন। এমন মহামানবের মাযারের সামনে আনত শীরে দাঁড়িয়ে অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করার চাইতে সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে?

এ মহামানবের স্মরণে বাংলার কবি ফররুখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠলেন:

তার তকবীরে বিয়াবান চিরে বাহিরিয়া আসে স্বর
তার তকবীরে কাঁপে অম্বর ফাটে মরু প্রান্তর
গর্জে খোদার সিংহ আল্লা, আল্লাহু আকবর
নবীজীর পাশে আল্লার সেনা এল আলী হায়দর!

এতো গেল তাঁর একদিক। অন্যদিক সম্পর্কে কবি গাইছেন:

প্রজ্ঞাপূর্ণ মহানগরের হে বিরাট শাহীদ্বার
তাছাওফের যে নূরানী ইলমে তনুমন একাকার
গোপন গভীর সেই কাহিনীর দরিয়ায় অবগাহি
কোটি মুসলিম পেয়েছে ফিরিয়া চিত্তের বাদশাহী।

জুলফিকার যাঁর দুধারী তলোয়ার, তাঁর জাহের ও বাতেন সমানে চমকদার না হলে চলে কি?

এ মাযার যেয়ারতের সাথে সাথে আমরা 'কাণ্ডারী আহমদ' এর চার 'পাকা মাঝি মাল্লার' চতুর্থজনেরও যেয়ারত সম্পন্ন করলাম।

মাযারের পাশেই তদারকী অফিস। বেশ জাঁকজমকের অফিস। শাহানা মাযারের শানদার অফিস না হলে চলে চলবে কেন? সে অফিসেই ওজু করে

www.pathagar.com

আমরা আসর নামায পড়লাম। অবাক হয়ে দেখলাম, অফিসের দেয়ালে লট-কানো এক ছবিতে হযরত আলীকে (কঃ) কিশোর ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ) সহ বসা অবস্থায় দেখানো হয়েছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) কথা বলছেন। ইরান-ইরাকের পূর্ণ সফরে এই প্রথম এ ছবির দেখা পেলাম। তাও পেলাম সুন্নী প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পরিচালিত অফিসে। তাই এ ব্যাপারটি কিছুতেই আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। আরেক কথা, ইরাকীদের যেমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নামায না পড়লেও তসবীহ হাতে থাকবে। তেমনি ইরাকী মাযার-মসজিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গম্বুজগুলো প্রায়ই স্বর্ণমণ্ডিত হবে। তাদের ভাস্তমতে এক একটিতে তিরিশ থেকে চল্লিশ মণ স্বর্ণ রয়েছে।

নজফ থেকে আমরা এক হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে শেরে খোদার দারুল খেলাফত কুফায় রওনা হলাম। কুফায় পৌঁছে তাঁর খেলাফতের দফতর ও তৎসংলগ্ন তাঁর শাহাদতপ্রাপ্তির মসজিদে হাজির হলাম। চারদিকের দেয়াল সদৃশ সৌধের ভেতরকার প্রশস্ত এলাকায় পয়লা আমরা কথিত হযরত নূহের (আঃ) চুল্লী দেখতে পেলাম। তারপর দেখলাম, পর পর বিভিন্ন নবীর কয়েকটি নামাযের স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে। এ সবই মসজিদের বাইরের মুক্ত অংগনে বিদ্যমান। মসজিদে ঢুকে দেখলাম, শেরে খোদার শাহাদত লাভের মেহরাবটি স্মৃতি হিসাবে বন্ধ করে রেখে পৃথক মেহরাব বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে কয়েকজন সাহাবার মাযার যেয়ারত করলাম। এ মাযার যেয়ারতের সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটল। দু'টি সুদর্শন কিশোরকে দেখে মাওলানা ফযলুল হক আমিনী তাদের কাছে ডেকে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধুই হাসছিল। আমিনী সাব এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা আমিনী সাবের দাড়ীর দিকে ইংগিত করে প্রবলভাবে না সূচক হাত নাড়াচ্ছিল আর হাসতে হাসতে ছুটে পালাচ্ছিল। এ থেকে বুঝতে পেলাম, দাড়ী ইরাকে এখন এক হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রের দেশে দাড়ী হাস্যকর হবে না তো হবে কোথায়? পক্ষান্তরে ইরানে তরুণরা আজ দাড়ী রেখে দেশের দায়িত্ব হাতে নিয়ে দাড়ীমুণ্ডা বুড়োদের হচ্ছে পাঠাচ্ছে।

www.pathagar.com

আমরা কুফা মসজিদে মাগরেব নামায পড়লাম। মাগরেব পড়েই আমরা বাগদাদের পথে পাড়ি জমালাম। হোটেলে পৌঁছতে আমাদের রাত নটা বেজে গেল। এসে দেখি, খানা-পিনা সব ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেছে। আমরা ন'জন মিলে আমার কক্ষে ঢালা বিছানায় বসে একত্রে খাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। নারী স্বাধীনতার দাপটে ডাইনিং হলে গিয়ে খাবার উপায় ছিলনা। একবার গিয়ে না খেয়েই কোনমতে গা বাঁচিয়ে ফিরে এসেছি। ন'জনের খানা দিয়ে অনায়াসে আঠারজন খাওয়া যেত। আমরা তাই কমিয়ে দিতে বলায় তারা জানাল, বিল যখন একই হবে কমিয়ে কি লাভ? তারপর থেকে আমরা হোটেলের বাংগালী মেহমান ও পরিচারকদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতাম। তারপরও বেঁচে যেত, পঁচে যেত। পাশ্চাত্য রীতির খাওয়া-দাওয়া আমাদের তৃপ্তি দিতনা বলে বলে কয়ে আমরা ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। আমাদের সুখ-সুবিধায় কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য মেজবানদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তার ওপরে হোটেলের বাংগালী পরিচারকরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের জন্য করেছে। তাদের পরিচালক আবার মাওলানা আযীযুল হক সাবের আত্মীয়। তার কাছেই এখানকার অনেক কিছু জানতে পেলাম।

এগারই অক্টোবর আমরা দেশে আসার প্রস্তুতি চালালাম। সকালে বেরোলাম আমরা মিউজিয়াম দেখে কিছু মার্কেটিং করার জন্য। মিউজিয়ম দেখেই আক্কেল গুড়ুম। স্তরে স্তরে দেশের বিবর্তনটি তুলে ধরা হয়েছে মিউজিয়মে। এক কালের ধর্মভিত্তিক পুরাণ সমাজ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে ভেংগে চুরে তছনছ হয়ে কি করে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল তা প্রতিকৃতির সাহায্যে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে দেখানো হয়েছে। ধর্মভিত্তিক পুরণো সমাজ পদ্ধতিগুলো এত হাস্যকর করে দেখানো হয়েছে যে, তা দেখে কোন রুচিবান মানুষ সেদিকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করতে পারে না। মিউজিয়াম দেখে আমরা মার্কেটিংয়ে গেলাম। আসল উদ্দেশ্য বাজার দেখা। বাজারগুলো বড়ই বিমর্ষ মনে হল। খরিদ্দার নেই বললেই চলে। তাই মালপত্তরও কম। ফলে দাম বেশী। হয়ত সবকিছু রেশনে মেলে বলে বাজারে আসার প্রয়োজন কম।

মোহসিনকে ভুলতে পারবনা। ইরানের শরিয়ত মাদারীর মতই এ বেচারা

www.pathagar.com

ছায়ার মত আমাদের পাশে পাশে কাটিয়েছেন। এ দেশের মানুষগুলো যেন মৌনপ্রকৃতির। তা সত্বেও তথ্য দপ্তরের অন্যতম কর্মকর্তা মোহসিন আমাদের সাথে কিছুটা মুখর হয়েছিলেন। পল্লী শহরের এক মোয়াজ্জেমের ছেলে। তাই হুজুর ও তাঁর সফর সংগীদের প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা-বোধ ছিল। তার আব্বা নাকি হুজুরের ছবি দেখে ও তাঁর মিশনের কথা শুনে বলেছেন, 'এবারে হয় তো আল্লাহ আমাদের শান্তির মুখ দেখাবেন। এমন ওলী যখন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তখন আজ হোক কি কাল তার সুফল দেখা দেবেই।' শুধু মোহসিনের আব্বাই নন, ইরাক সরকার তাদের মনোনীত যে ধর্মীয় প্রধানের সাথে আমাদের দেখা করালেন, তিনিও হুজুরকে অত্যধিক শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। সেই প্রবীন সুন্নী বুযুর্গের জ্ঞানের পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক মনে হল। তিনি যা কিছু আলোচনা করলেন নিছক মসআলা-মাসায়েলের আলোচনা। রাজনীতির 'র'ও খুঁজে পাওয়া যাবেনা তাতে। তবে হুজুরের মিশনের সাফল্যের জন্য তিনি দোয়া করছেন বলে জানালেন। এসব থেকে বুঝতে পেলাম, ইরাকের মাটিতে যা-ই চলুকনা কেন, দজলা-ফোরাতের অন্তর্লীন স্রোত তার আপন ঐতিহ্যে ভাস্বর হয়ে নীরবে নিভৃতে লক্ষ্য পথে বয়ে চলছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে গাট্টি-বোচকা বাঁধা শুরু করলাম। খান সাব জানালেন, বাগদাদ থেকে প্লেনে যেতে অনেক ঝামেলা। দেরীও হয়ে যাবে অনেক। তাই বাসে কুয়েত যেতে হবে। বাসের কথা শুনে আমরা হুজুরের জন্য একটু চিন্তান্বিত হলাম। তিনি বললেন, মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টার জার্নি, কোন অসুবিধে হবেনা। আমরা মোটামুটি আশ্বস্ত হলাম।

আসর পড়েই বাসষ্ট্যাণ্ডে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি, বহু বাংগালী চাকরীজীবী কেউ ছুটি নিয়ে, কেউ বিদায় হয়ে দেশে চলছে। তারা হুজুরকে দেখে অবাক হয়ে বলল, এত কষ্টের পথে হুজুরকে নিয়ে চলছেন? প্লেনে ব্যবস্থা হলনা? জবাবে বললাম, প্লেনে বিলম্ব হবে বলে সোজা পথ ধরেছি। চার-পাঁচ ঘণ্টায় এমন আর কি কষ্ট হবে। আঁৎকে উঠে একজন বলল, বলেন কি? আঠারো-বিশ ঘণ্টায়ও তো পৌঁছা যাবেনা। শুনে কিছুটা দমে গেলাম। কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় ছিলনা। কারণ, যাদের পৌঁছে দেবার তারা পৌঁছে দিয়ে বিদায়-আদায়

www.pathagar.com

নিয়ে সংগে সংগে চলে গেছেন। অগত্যা খান সাবকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? তিনিও অবাক হয়ে বললেন, ওরা তো আমাকে তাই বলল। এরপর মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে?

পাঁচটায় বাস ছাড়ল। বাগদাদ ছেড়ে বাস কুয়েতের পথে চলল তো চললই। এ চলার যেন শেষ নেই। পথ ছেড়ে প্রান্তরে, প্রান্তর ছেড়ে মরুতে, মরু ছেড়ে আবার পথে এসে পথে-বিপথের বিশাল পাড়ি জমিয়ে বর্ডারের এপার-ওপারের দুটো চেকপোষ্ট পেরিয়ে পরদিন রাত নটায় কুয়েত পেঁছিলাম। জীবনের দীর্ঘতম আটাশ ঘণ্টার বাস জানি আমারই অবস্থা কাহিল করে ছেড়েছে। সেখানে নবতিপরবৃদ্ধ হুজুরের কি অবস্থা হতে পারে তা না বলাই ভাল। একটানা এভাবে দিন-রাত বসে থাকার কোন প্র্যাক্টিসও যদি জীবনে থাকত, তবু কথা ছিলনা। কিন্তু কে জানত ইরাক আসতে হবে আর কেইবা জানত, ইরাকের প্লেন ব্যবস্থায় ঝামেলা দেখা দেবে! তাই অজ্ঞতার মাশুল না দিয়ে উপায় আছে কি?

বস্‌রা বর্ডারে আবার আমাকে নিয়ে ঝামেলা দেখা দিল। সবার পাসপোর্ট 'ওকে'। আমার পাসপোর্ট গেল ঠেকে। মাওলানা আযীযুল হক সাব হাসতে হাসতে এসে খবর দিলেন, শিগ্‌গীর যান, আপনি আবার ভেজাল বাধিয়েছেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে ছুটলাম। এক তরুণ অফিসার আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সাংবাদিক? বললাম, হ্যাঁ, এককালে সেই পেশা ছিল। আবার প্রশ্ন করলেন, ইরান গেলেন কেন? বললাম, শান্তি মিশনে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মনে কিছু নেবেন না, যে কোন দেশেই সাংবাদিকদের বেলায় কিছুটা সতর্কতা অবলম্বিত হয়। অমনি মনে পড়ে গেল সাংবাদিকতার অপরাধে ভারতীয় ভিসালাভে অসুবিধার কথা। আরও মনে পড়ল জেদ্দা বিমানবন্দরে কেবলমাত্র আমাকে আটকে দেয়ার কথা। ভাবলাম, সাংবাদিকতা ছেড়েও তার অভিশাপ থেকে এখনও বাঁচা গেলনা।

সই চাইতে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটল কুয়েত বিমানবন্দরে এসে। দু'বর্ডারে চেকিংয়ের জন্য বাস কণ্ডাক্টর আগেই আমাদের পাসপোর্ট সব নিয়ে নিয়েছিল। বাস থেকে নামার সময় জানাল, প্লেনে ওঠার প্রাক্কালে বিমান অফিস থেকে পাসপোর্ট ফেরত দেয়া হবে। সেমতে আমরা এসে হুজুর সহ সবার লাগেজপত্তর

www.pathagar.com

বিমানে তুলে দিলাম। ইত্যবসরে পাসপোর্ট ফেরত দেয়া শুরু হল। ডেকে ডেকে যার যার হাতে পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছিল। আমরাও একে একে প্রায় সবাই পেলাম। পেলেননা কেবল হুজুর ও মাওলানা আযীযুল হক সাব। আমি তখন হাসতে হাসতে মাওলানাকে বললাম, এবারে ভেজাল কিন্তু আপনি বাধালেন। আমার এ হাসির পরিণাম যে এত মর্মান্তিক হবে তা কি তখন বুঝতে পেরেছি? খোঁজ খোঁজ খোঁজ তুমুল ছুটাছুটি। প্লেন ছাড়ার সময়ও হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু, কোথাও নেই। বাস ড্রাইভারকে ডাকা হল। তার কাছেও নেই। নেই, কোথাও নেই। এমন হারান হারিয়েছে যা আর খুঁজে পাবার নয়। অগত্যা বিমানওয়ালাদের হুজুরের ব্যক্তিত্ব ও বার্ধক্য বুঝিয়ে সানুনয়ে বলা হল, আপনারা নিয়ে নিন, বাংলাদেশে হুজুরের পাসপোর্ট দরকার হবেনা। আমাদের অনুনয়ে-বিনয়ে ছোট অফিসাররা রাজী হয়ে আমাদের সবাইকে বিমানের লাউঞ্জে পর্যন্ত নিয়ে এল। কিন্তু বড় অফিসার আটকে দিলেন। বললেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। তখন আমরা বললাম, তা হলে আমরা সবাই থেকে যাচ্ছি। অফিসাররা জানালেন, যাদের পাসপোর্ট থাকা সত্বেও যাবেনা, তাদের আমরা বিমান বন্দরে থাকতে দেবনা। খান সাবও বুঝালেন, এখানে সবাই আটকে থেকে কি লাভ? যারা যেতে পারি গিয়ে দূতাবাসের মাধ্যমে সমস্যাটি চুকিয়ে ফেলব। হুজুরও বললেন, লাগেজ-পত্তর যখন প্লেনে চলে গেছে, তখন আপনারা চলে যান। আমরা তখন পরামর্শ করে হাজী সিরাজুদ্দৌলাকে হুজুরের খেদমতের জন্য রেখে অন্তহীন অন্তর্বেদনা নিয়ে এসে প্লেনে উঠলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না, দেশে ফিরে সবার কাছে হুজুরের ব্যাপারে কি জবাব দেব। প্লেনে উঠে বারংবার একটি কথাই মনে পড়ছিল, আটাশ ঘণ্টা বসে কাটাবার পর পাসপোর্টহারা লাগেজ-পত্তরহীন হুজুরের কুয়েত বিমান বন্দরে প্রচণ্ড শীতের মাঝে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? তারপর যদি রেফাঈ সাবকে না পাওয়া যায় তা হলে তো হুজুরের হাজতবাস ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কেন এরূপ হল? এ প্রশ্ন নিয়ে যতই ভাবছিলাম, ততই ভাবনার জটিল গ্রন্থিগুলো জড়ানো সুতার মতই কেবল জড়িয়ে যাচ্ছিল, ছাড়ানোর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

www.pathagar.com

সফরের প্রতিবেদন ঃ

সফর থেকে দেশে এসে হাফেজ্জী হুজুর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সম্মেলনে আমি তাঁর লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করে শুনাই। প্রতিবেদনটি এই ঃ

আলহামদুলিল্লাহ, আমি ও আমার সফরসংগীরা ইরান ও ইরাকের আমন্ত্রণ-ক্রমে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের জনগণের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি মিশনের উদ্বোধনী সফর শেষ করেছি এবং জাতির কাছে আমার প্রতিশ্রুত দায়িত্বের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করেছি। পরন্তু বিবাদমান দু'দল মুসলমানের রক্তপাত বন্ধের জন্য সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস চালানোর জিম্মাদারী পালনের মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মূল লক্ষ্যটি অর্জিত হওয়ায় আমি আল্লাহ পাকের অশেষ শোকরিয়া আদায় করছি।

যাত্রার প্রাক্কালে এক বিজ্ঞপ্তিতে আমি জাতির কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, ভ্রাতৃপ্রতীম ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমি প্রয়াস চালাবো। এবং কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে উভয় দেশকে সন্ধি স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবো। আর এটাকেই মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সম্প্রীতির একমাত্র ভিত্তি হিসাবে তুলে ধরবো।

আল্লাহর ফজলে আমি আমার বার্ধক্যজনিত নানাবিধ অসুস্থতা সত্ত্বেও দূর-দূরান্তের দীর্ঘ সফরের অশেষ কষ্ট সহ্য করে আমার অংগীকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছি। এবং ইরান-ইরাক তথা গোটা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সম্প্রীতির এ দ্বীনী ফর্মূলাটির যথাসম্ভব প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছি। ইরান ও ইরাক এ মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তাছাড়া ইরান-ইরাক সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আমার মিশনের উদ্দেশ্য প্রচারিত হওয়ায় সেখানকার জনগণের মধ্যে এর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এসব ঘটনাবলী আনুপূর্বিক তুলে ধরার জন্য আজকের এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন। আমাদের আলোচনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে তা আপনারা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমরা আনন্দিত। তাই আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

বিঘোষিত সফর-সূচীমতে আমি পয়লা ইরান গিয়েছি। মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বিশেষ প্রতিনিধি, ইরান মজলিশের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ ও গার্জিয়ান কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আয়াতুল্লাহ জান্নাতী। ইরান মজলিশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ছয় সদস্য বিশিষ্ট গার্জিয়ান কাউন্সিলের সদর দফতরে তাদেরই পরিচর্যায় আমরা রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসাবে আট দিন অবস্থান করি।

আমার প্রথম বৈঠক গার্জিয়ান কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আমার দোভাষী ও মুখপাত্র হিসাবে মাওলানা আযীযুল হক সাব দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধের প্রসঙ্গ তোলা হলে তারা এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তা আলোচনার জন্য আমাদের পরামর্শ দেন। সেমতে প্রথমে আমরা কোম শহরে অবস্থানরত ইরানের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জনাব আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরীর সাথে আলোচনায় বসি। তাঁর বাসভবনে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ-বন্ধ প্রসংগে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক শর্তের পুনরুল্লেখ করেন। এবং সেগুলোর উপর নিজেদের অনড় মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রত্যুত্তরে আমরা এ বক্তব্য পেশ করি যে, এসব শর্ত আপনারা রাজনৈতিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে পেশ করে থাকেন। কিন্তু, আমরা সে ধরণের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব নই। আমরা আপনাদের কাছে দ্বীন নিয়ে এসেছি এবং আপনাদের কাছ থেকে দ্বীনী শর্তই কামনা করি। আমাদের এ বক্তব্য তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বনের পর তিনি বললেন, "ইরাক যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের কথা ঘোষণা করে এবং ইরাকী আলেমবৃন্দ ও আপনাদের সমন্বয়ে প্রণীত ইসলামী হুকুমতের রূপরেখা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়, তাহলে ক্ষতিপূরনের দাবীসহ সব কটি রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত আছি।" তাঁর এ নতুন প্রস্তাব যেহেতু আমাদেরই স্থিরিকৃত প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাই আমরা সানন্দে সেটাকে স্বাগত জানাই। ইতাবসরে মাগরিবের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমাদের বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং জনাব আয়াতুল্লাহ মুন্তাজেরীর পীড়াপীড়ির ফলে আমার

www.pathagar.com

তরফ থেকে মাওলানা আযীযুল হক সাব মাগরিবের জামাতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন।

পরদিন সংবাদপত্র ও রেডিও-টেলিভিশনে এ সংবাদ বিশেষভাবে প্রচারিত হবার সংগে সংগে সমগ্র তেহরানে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এবং এ নতুন প্রস্তাব সকলের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পারস্পরিক আলোচনায় মনে হচ্ছিল যেন এ প্রস্তাবকে সবাই স্বাগত জানাচ্ছে। এরপর আমরা ইরানী প্রেসিডেন্ট জনাব আলি খামিনীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি সেখানকার বিশিষ্ট আলেম এবং তেহরান মসজিদের ইমাম। তাঁর সাথে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আলাপ আলোচনায় মুসলিম মিল্লাতের বিভিন্ন সমস্যার ওপরে আমাদের ব্যাপক মতবিনিময় হয়। তবে এ সুদীর্ঘ আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধের নতুন প্রস্তাবের পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রাধান্য লাভ করে। আলোচনার মাঝখানে মাগরিবের ওয়াক্ত আসায় প্রেসিডেন্ট আমাকে ইমামতির দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন।

পরদিন বেলা দশটায় স্বয়ং আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সাথে তাঁর বাসগৃহে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনায় প্রথমে আমরা যুদ্ধ বন্ধের নতুন শর্তটি তাঁর কাছে পেশ করি। তিনি এ প্রসংগে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সামগ্রিক বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। অতপর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমাদের মতবিনিময় হয়। অবশেষে তিনি আমাদের এ নতুন প্রস্তাবটি সর্বান্তকরনে সমর্থন করেন। এবং আমাদের মিশনের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করেন।

ইরান সফর শেষে আমরা পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য সৌদি আরবে যাই। সেখানকার বিখ্যাত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান তওইয়্যাতে ইসলামীর পরিচালক ও সৌদি আরবের ধর্মীয় প্রধান আবদুল্লাহ বিন বা'ছ আমাদের দাওয়াত করেন। এবং হজ্জ সমাপনে তাদের আতিথেয়তা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেন। আমরা আগে থেকেই হজ্জ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদী সম্পন্ন করে রাখায় তাদের মেহমান হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। অবশ্য বিদায় কালে তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তাশরীফ আনেন এবং আমাদের যুদ্ধ-বন্ধ প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানান। আমরা তাঁর সারগর্ভ আলোচনায় ও ন্যায় নিষ্ঠায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি।

www.pathagar.com

হজ্জ সমাপনান্তে আমরা শান্তি মিশনের দ্বিতীয় পর্বে ইরাক সফর করি। ইরাকের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সেক্রেটারী সদলবলে এসে বাগদাদ বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। ইরাকের সপ্তাহব্যাপী সফরকালে বাগদাদে আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হয়।

ইরাকে আমাদের পয়লা বৈঠক তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জনাব নূরী আল্ রাভীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা তাঁর কাছে আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি এবং ইরাকে আমাদের কর্মসূচী জানতে চাই। তিনি তখন প্রেসিডেন্টের সাথে আমাদের বৈঠকের সময় সূচী অবহিত করেন। ইত্যবসরে আমরা ইরাকের পবিত্র মাযারসমূহ যেয়ারত করি। প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকের প্রাক্কালে আমরা ওয়াক্ফ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ ফাজেলের সাথে আলোচনার জন্য আহুত হই। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর তিনি সেখান থেকেই আমাদের নিয়ে যান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে আমার আলোচনা প্রায় দেড় ঘন্টা প্রলম্বিত হয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমার বক্তব্য শোনেন। আমার স্থিরিকৃত বিরোধ নিষ্পত্তির দ্বীনি প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্টের কাছে এ ভাবে তুলে ধরি যে, 'ইসলাম এবং কোরান-সুন্নাহ্র শাসনসূত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ইরান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই আপনার দেশে ইসলামী হুকুমতের ঘোষণা দ্বারা অতি সহজেই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে।' জবাবে তিনি বললেন, 'ইরানের চাপে কোন শাসন ব্যবস্থা কখনো আমি মেনে নেবনা। আমরা মুসলমান, আমরা ইসলামকে অস্বীকার করিনা। তার প্রমাণ আমরা ইরাকের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক কাজ করে যাচ্ছি।' এই বলে তিনি কতগুলো কাজের উদাহরণ পেশ করলেন। আমরা তখন বললাম, যুদ্ধ বন্ধের এ নতুন প্রস্তাবটি আমরাই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কাছে পেশ করেছি এবং তিনি তা মেনে নিয়েছেন। এখন আপনি মেনে নিলেই সন্ধি হতে পারে। আমরা আপনাদের আল্লাহর রজ্জু ধরে এক হবার আবেদন জানাচ্ছি। তিনি আমাদের এ বক্তব্যের ওপর নানা কথার অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারটি মেনে নিলেও কোরআন-সুন্নাহ্র শাসন ব্যবস্থা কায়েমে তার

www.pathagar.com

দেশে নানা সমস্যা দেখা দেবে বলে উল্লেখ করেন। তাই বিকল্প প্রস্তাব রূপে তিনি তিনটি রাজনৈতিক শর্ত পেশ করেন। এবং এ তিন শর্তে ইরানকে সম্মত করাবার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ জানান। শর্ত ৩টি এই :—(১) ইরান ও ইরাক উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করবে এবং একে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। (২) একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে। (৩) কেউ কারো উপর নিজের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে না।

প্রেসিডেন্টের এই তিন শর্তের জবাবে আমরা তাঁকে আবার অনুরোধ জানাই যে, ইসলামী হুকুমত দ্বারা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্যোগ একটি মহান কাজ। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমরা আপনার সহায়তা ও পরামর্শ কামনা করি। মনে হলো, প্রেসিডেন্ট আমাদের অনুরোধের জবাব দিতে চাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি মুহূর্তে সেখানে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও উপস্থিত আমাদের মিশন বহির্ভূত আমাদের দেশের জনৈক ব্যক্তি আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ব্যাপারে অত্যন্ত অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করার ফলে আমাদের আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা তখন কঠোর ভাষায় তার উপস্থিতি ও বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাই। প্রেসিডেন্ট তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে আমাদের এখলাস ও ঐকান্তিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে ও আমাদের মিশনের সাফল্য কামনা করে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আমার শান্তি-মিশনের ইতিবৃত্তান্তের এটাই সংক্ষিপ্ত সার। আমি এখনো আশাবাদী। আশাবাদী এ কারণে, যে ইরান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, জোটনিরপেক্ষ সংস্থা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ইত্যাকার দুনিয়ার বহু সংস্থার শান্তি-প্রস্তাব একের পর এক প্রত্যাখান করল, সেই ইরান আমাদের দ্বীনি প্রস্তাব মেনে নিয়ে তার অনড় রাজনৈতিক শর্তগুলো প্রত্যাহার করেছে। আশাবাদী এ কারণেও, যে ইরাক তার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে আদৌ কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা, সেখানে অন্তত যুদ্ধ-বন্ধের ভিত্তি হিসেবে কোরআন-সুন্নাহ্‌কে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। আমাদের বলিষ্ঠ আশাবাদ এ কারণেই, যে প্রশ্নে দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্থা বছরের পর বছর বৈঠকের পর বৈঠক বসিয়ে

www.pathagar.com

কিছুমাত্র এগুতে পারেনি, সেক্ষেত্রে আমরা খোদার ফজলে প্রথম বৈঠকেই অন্তত কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছি। তাই আমাদের শান্তি মিশনের প্রয়াস ইনশআল্লাহ অব্যাহত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে আমার দেশবাসী, এমন কি বিশ্ব মুসলিমের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন আমার শান্তি মিশনের সাফল্যের জন্য অতীতের মত এখনো আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। কারণ, আল্লাহ-তা'লার মর্জি ছাড়া মানুষের হাজার চেষ্টায়ও একতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

"তিনিই আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। (আল-কোরআন)

আমি ইরান ও ইরাকের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের আতিথেয়তা এবং সহৃদয়তার জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি কায়মনে দোয়া করছি, অচিরেই যেন তারা বহিঃশত্রুর প্রভাব জড়িত সকল বিরোধ বিসম্বাদ থেকে মুক্ত হয়ে মহান ইসলামের ভিত্তিতে ভাই ভাই একঠাঁই হতে পারে।

তারিখ ১২ই মহররম ১৪০৩।

প্রতিবেদন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ঃ

সাংবাদিক সম্মেলনে হাফেজ্জী হুজুরের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন হুজুরের মুখপাত্র হযরত মাওলানা আযিযুল হক সাব। তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর এখানে সন্নিবেশিত হল।

প্রশ্ন ঃ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে "আমাদের দেশের জনৈক ব্যক্তি আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ব্যাপারে অত্যন্ত অশ্লীল ও অশোভন উক্তি করায় আমাদের আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়"—এই ব্যক্তিটি কে ?

উত্তর : জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মাওলানা মান্নানকে দেখামাত্র আপনারা বিচলিত হলেন কেন ?

উত্তর : আমরা তাকে মক্কা শরীফে প্রথম দেখতে পেয়ে এ কারণে বিচলিত হলাম যে, কেউ যদি কারু পেছনে অনুসরণ করতে থাকে তখন স্বভাবতই অনুসৃত ব্যক্তি চিন্তাগ্রস্ত হয়। পরে তাকে প্রেসিডেণ্ট সাদ্দামের ওয়েটিং রুমে আবার দেখতে পেয়ে এ কারণে বিচলিত হলাম যে, এ ব্যক্তি হয়তো আমাদের আলোচনা বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনাদের বিবৃতি থেকে বুঝা যায়, ইরানে ইসলামী অনুশাসন চলছে। আপনারা সেখানে ইসলামী অনুশাসনের কি কি নমুনা দেখতে পেলেন ?

উত্তর : আমাদের দৃষ্টিতে পয়লা ধরা দিয়েছে পর্দা ব্যবস্থা। শাহের আমলে যত বেশী নগ্নতা বিরাজ করছিল, সেখানে আজ তত বেশী বোরকা বিরাজমান। ইরানী জাম্বোজেটে বোম্বাই থেকে তেহরান রওনা হয়ে দেখতে পেলাম, এয়ার হোস্টেস বলতে সবাই পুরুষ। আপদকালীন কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করছিল পুরুষরা। মাত্র একজন বোরকাধারিনী রয়েছে শুধু আরোহিনীদের জন্য। তেমনি মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি যেখানে প্রকাশ্যে হরদম চলত, সেখানে আজ তার নাম গন্ধও নেই। জা'ফরী ফেকাহ অনুসারে সেখানে কোরআন-সুন্নাহ্‌র আইন-কানুন জারী হয়েছে। তরুণরাও আজ দাড়ী রেখে নিয়মিত নামায পড়ছে। কোরআন-হাদীস শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমনকি প্যারেডেও এখন "লেফ্‌ট-রাইট"-এর বদলে কোরআনের আয়াত "নাসরুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন করীব" ইত্যাদি চালু হয়েছে। এসব নমুনা দেখেই আমরা ইরানকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর ভাবতে বাধ্য হচ্ছি।

প্রশ্ন : নির্বাচনের সময় আপনারা ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা খোমেনীর ইসলাম চাই না।" এখন তার কি জবাব দেবেন ?

উত্তর : এ কথা আমিই নির্বাচনী সভায় ঘোষনা করেছিলাম। শুধু পত্র-পত্রিকা পড়ে ও লোক মুখে শুনে যে ধারনা ও কল্পনা সৃষ্টি হয়, দেখার পরে বাস্তব অবস্থার ধ্যান-ধারনার তার ব্যতিক্রম হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আয়াতুল্লাহ খোমেনী যে কয়েক হাজার লোক হত্যা করেছে সে সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমরা সেখানকার নেতাদের সাথে আলোচনা করেছি। সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য এই যে, সে কোন বিপ্লবে বিনা বিচারে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করা হয়। তাঁরা একটি লোকও বিনাবিচারে হত্যা করতে দেননি। বিচারে যারা হত্যাকারী সাব্যস্ত হয়েছে কিংবা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে কেবল তাদেরই প্রাণদণ্ড দেয়া হচ্ছে। তাতে তিন বছরে তিন হাজার লোকেরও প্রাণদণ্ড হয়নি। অথচ পাশ্চাত্য পত্রপত্রিকা-গুলো তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার ঢেউ তুলেছে। প্রাণদণ্ড দেয়াটা ফলাও করে ছাপছে, কিন্তু কেন প্রাণদণ্ড হল তার বর্ণনা শোনাচ্ছে না। শাহের আমলে যারা নিরীহ নিরস্ত্র হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে কিংবা বিপ্লবোত্তরকালে যারা বিপ্লবকে বানচাল করার জন্য ব্যাপকহারে নেতাদের হত্যা করেছে, দুনিয়ার কোন্ আদালত সে সব হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেবেনা?

প্রশ্ন : ইরানে সুন্নীদের উপর নিপীড়ন চালানোর যে খবর পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?

উত্তর : আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তাতে খবরটির সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানকার শিয়া-সুন্নী সম্পর্ক জানার জন্য আমরা খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আমাদের উৎকণ্ঠা টের পেয়ে ইরানী নেতারা সেখানকার কিছু সুন্নী নেতার সাথে আমাদের দেখা করাতে চাইলেন। তাদের মনোনীত সুন্নী নেতাদের কাছ থেকে আসল খবর পাবনা ভেবে আমরা সে প্রস্তাব এড়িয়ে গেলাম। ইরান মজলিশের অধিবেশন দেখতে গিয়ে সৌভাগ্যক্রমে আমরা জানাশোনা এক সুন্নী আলেম সদস্য পেয়ে গেলাম। বাড়ী তাঁর ইরানী বেলুচিস্তানে। করাচীতে মরহুম মুফতি শফী সাবের মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষা লাভ করে সেখানেই শিক্ষকতা করেছেন। হুজুরের ছেলে ও আমাদের মিশনের সদস্য মাওলানা হামিদুল্লাহর ওস্তাদ তিনি। দেখা হতেই তিনি আমাদের সাথে জুটে গেলেন। তাঁর কাছেই জানতে পেলাম ইরানে শিয়া-সুন্নীর বর্তমান সম্পর্ক। তিনি বললেন যে, শাহের আমলে ইরানে সুন্নী বলে কেউ পরিচয়

www.pathagar.com

দিতেও সাহস পেতনা। তেহরানের কোন মসজিদে সুন্নীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। এমন কি সুন্নীদের আলাদা মসজিদ তৈরীরও কোন অনুমতি ছিল না। সুতরাং নেতৃত্ব কি চাকরী-বাকরীতে সুন্নীদের প্রবেশাধিকারের কোন প্রশ্নই ছিল না। তারপর বিপ্লব এলো "শিয়া-সুন্নী ভাই ভাই" শ্লোগানের ভিত্তিতে। শাহের বিরুদ্ধে শিয়া-সুন্নী হাতে হাত রেখে লড়াই করল। তাই বিপ্লবী সরকার সুন্নীদের মজহাবী স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মজলিশে সুন্নীদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান করল। তিনি সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এলাকার শিয়া প্রার্থী বাদ দিয়ে আলেম হওয়ার কারণে তাঁকে মনোনয়ন প্রদান করেছে। চাকরী-বাকরীতেও নীতিগতভাবে সুন্নীদের আনুপাতিক কোটা স্বীকৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত বলে মাওলানা কিছু ভিন্নমত ব্যক্ত করলেন। তিনি হেসে বললেন: পাকিস্তান আমলে আপনাদের পূর্ব-পাকিস্তানীদের যেরূপ পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি কিছু অভিযোগ ছিল, সে ধরণের কিছু অভিযোগ আমাদেরও আছে। আর তেহরানে সুন্নীদের আলাদা মসজিদ তৈরীর অনুমতি হল কিনা তাও তারা উদ্যোগ নিয়ে দেখেন নি।

ভাল-মন্দ উভয়দিক উল্লেখের কারণে আমরা মাওলানার কথাগুলো বিশ্বাস-যোগ্য ভেবেছি। তাঁর শেষ বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা স্থির করলাম, তেহরানে সুন্নীদের আলাদা মসজিদের প্রসংগটি ইরানী নেতাদের সামনে তুলে ধরব। কিন্তু প্রত্যেক নেতার ভেতরে শিয়া-সুন্নী বিরোধ ভুলিয়ে দেবার যে আন্তরিক অভিলাষ ও প্রয়াস দেখতে পেলাম, তাতে আমরা এ বিভেদমূল প্রস্তাবটি তোলা আদৌ সংগত ভাবলামনা। বিশেষত আয়াতুল্লাহ খোমেনী এ ব্যাপারে যে আবেগময় আবেদন রাখলেন, তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে শিয়া-সুন্নী ছিলনা, ছিল সবাই মুসলমান। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও তাই ছিল। ইমাম মেহেদী (আঃ) এর যুগেও তাই হবে। তাহলে মাঝখানে আমরা শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া সৃষ্টি করছি কেন? অতপর তিনি শিয়া-সুন্নীর বিভেদের এক করুণ পরিণতির ইতিহাস শোনালেন। বললেন: লেবাননের মাত্র এক তৃতীয়াংশ খৃষ্টান। বিদেশী খৃষ্টান শাসক ম্যাণ্ডেটরী শাসন তুলে নেবার সময়ে খৃষ্টানদের ক্ষমতায় ভাগ দেবার জন্য মুসলমানদের শিয়া-সুন্নী বিভেদকে কাজে

www.pathagar.com

লাগাল। শিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায় ধরে তিন সম্প্রদায়ের ভেতর সংখ্যাসাম্য দেখিয়ে খৃষ্টানদের ক্ষমতার সমান অংশীদার বানাল এবং খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট, সুন্নী প্রধান মন্ত্রী ও শিয়া স্পীকার থাকবে বলে শাসনতন্ত্রে স্থির করে দিয়ে গেল। ফলে খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট কখনো বা শিয়া আর কখনো সুন্নীদের নিয়ে খৃষ্টানদের পুরোপুরি স্বার্থ উদ্ধার করে চলল। এমন কি আদমশুমারীতে খৃষ্টানদের সংখ্যাধিক্য ঘটাবার জন্য সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিল। লেবাননের বর্তমান সকরুণ বিপর্যয় সেখানকার মুসলমানদের শিয়া-সুন্নী বিরোধের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বৈ কিছু নয়। যদি সেদিন তারা শিয়া-সুন্নী ভুলে শুধু মুসলান হতে পারত, তা হলে খৃষ্টানদের ক্ষমতায় ভাগ বসানোর সুযোগ হতনা আর আজকের এ মর্মান্তিক পরিণতিও দেখা দিত না।

বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য ফর্মুলা ঃ

ইরান-ইরাক সফর শেষে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে হুজুরের উদ্বেগ ও চিন্তা-ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। তিনি এক ঘরোয়া বৈঠকে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। আমি সেটাকে তাঁর ঐক্য ফর্মুলা নাম দিয়ে এখানে তুলে ধরলাম ঃ

সারা বিশ্বের কলেমাগো মুসলমানরা এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হোক যে ইসলামের শত্রুরা যদি কোনরূপ জুলুম করতে চায় তাহলে সকল মুসলমান সম্মিলিত ভাবে তা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হবে। ইসলামের দুষমন বলতে আমি ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুলহেদ ও মুশরেকদের বুঝিয়েছি। এদের মুকাবিলায় দুনিয়ার সব মুসলমান জোটবদ্ধ থাকবে। মুসলমান বলতে আমি কাদিয়ানী ও বাহাঈদের ছাড়া সকলকে বুঝিয়েছি। মুসলমানদের ভিতর যদি কোন পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয় তার মীমাংসার জন্যে হক্কানী আলেম সমাজ যে রায় দেবেন তা কার্যকরী করার জন্য কোন প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারী মেনে নিতে হবে। বিবাদমানদের যে দল তার মধ্যস্থতা মানবে না, সারা দুনিয়ার মুসলমান তার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে তাদের তা মানতে বাধ্য করবে।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংঘবদ্ধ হবার পন্থা হিসাবে আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গ-গণের সর্বসম্মত ২২ দফা মূলনীতি গ্রহণ করা উচিত হবে। তাতে মতভেদমূলক

www.pathagar.com

ব্যাপারগুলোয় প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ মযহাব অনুসরণের স্বাধীনতা রয়েছে। যেমন, হানাফী মযহাবের মুসলমান হানাফী মাসআলা অনুসরণ করবে ও হাম্বলী মযহাবের মুসলমান হাম্বলী মসআলা অনুসরণ করবে। সলফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের বিরোধী কোন বাতিল ফের্কার কাজ করার সুযোগ থাকবে না।

———

www.pathagar.com